উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৮৫৭.৪৮ (+৩১৯.৭৮)

নিফটি : ২৫,১৭৫.৪০ (+১২৬.৭৫)

আর প্লে-ব্যাক করবেন না অরিজিৎ
হতাশ অনুরাগীরা ৮

কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১১ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ২৮° সর্বনিম্ন ১৩°	সর্বোচ্চ ২৯° সর্বনিম্ন ১৩°	সর্বোচ্চ ২৯° সর্বনিম্ন ১৩°	সর্বোচ্চ ২৯° সর্বনিম্ন ১৪°

দিনের আলোয় স্বপ্নের চুক্তি ১০

শিলিগুড়ি ১৪ মাঘ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 28 January 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 249

কর্মীদের ‘ক্লাস’ নিতে শিলিগুড়িতে আসছেন শা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : জনসভা নয়, উত্তরের তিন জেলা ও দুই সাংগঠনিক জেলার বিজেপি কর্মীদের ক্লাস নিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ৩১ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে কর্মীসভা করবেন। আসন্ন বিধানসভা ভোটের রণকৌশল স্থির করতে বিজেপি নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গকে পাখির চোখ করেছে। এই আবহে নতুন বছরের শুরুতেই বঙ্গ রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় হেভিওয়েট নেতাদের আনাগোনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যেকোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
অ্যাক্সিডেন্ট হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বার্ন
24x7 Emergency
90 5171 5171

- শিলিগুড়িতে দলীয় কর্মীদের সাংগঠনিক পাঠ দিতে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা
- উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা কমিটির পদাধিকারীদের নিয়ে নির্বাচনি রণকৌশল স্থির হবে
- বুথ স্তরে সংগঠন শক্তিশালী করতে প্রবীণ নেতাদের পুনরায় সক্রিয় করছে বিজেপি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জোড়া সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন। দলীয়ভাবে ৩১ জানুয়ারি তিনি শিলিগুড়িতে কর্মীসভাটি করবেন।

শনিবার বেলা ৩টেয় বাগডোগরার গোঁসাইপুরের কাছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের একটি বিশাল মাঠে এই সভার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই এলাকায় এখন সাজোসাজো রব চলছে। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির অধীনে থাকা এই সভার যাবতীয় আয়োজনের দায়িত্ব স্থানীয় নেতৃত্বের কাঁধে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে পদাধিকারীদের নিয়ে এক দফা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক সম্পন্ন হয়। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং

এরপর আটের পাতায়

অল্প বয়সে নয়কো বিয়ে, স্কুলে যাবে মেয়ে।। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহ-বিরোধী প্রচার। বালুরঘাটে সোমবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

‘অপারেশন’ ঘিরে রহস্য

প্রশান্তর ঘরে ওরা কারা?

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : সোমবার সকালে শিবমন্দিরে এসপি মুখার্জি রোডে থাকা প্রশান্ত বর্মনের বাড়িতে দেখা গেল পাঁচজনের রহস্যময় একটি দলকে। দুটি গাড়িতে কয়েকটি বড় ব্যাগ ভরে প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয় দলটি। মাথায় ফেট্টি বাঁধা এবং নীল রংয়ের মাস্ক পরা এক ব্যক্তি সেই দলে ছিলেন। স্থানীয়দের সন্দেহ সেই ব্যক্তিটিই আসলে প্রশান্ত। তাহলে কি বাড়িতে রাখা গোপন নথি এবং নগদ অর্থ সরাতেই মুখ ঢেকে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন পলাতক প্রশান্ত বর্মন? সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

সোমবার সকাল ১১.৩০ নাগাদ চারিদিকে যখন প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন রহস্যময় দলটি গেটের তালা খুলে এসপি মুখার্জি রোডের ওই বাড়িতে ঢোকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দলে বাউন্সারের মতো চারজন ছিল। মুখ ঢাকা ব্যক্তিটি দুজনকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়, বাকি দুজন গেটে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে। তিরিশ মিনিটের বেশি সময় দলটি বাড়িতে ছিল। তারপর কয়েকটি ভর্তি ব্যাগ গাড়িতে তুলে বাড়ি ছাড়ে। স্থানীয়দের কয়েকজন মোবাইলে ছবি তোলার চেষ্টা করলে ‘পাহারাদার’রা বাধা দেয় বলেই অভিযোগ। ভয়ে কেউ আর সাহস করে এগোতে চাননি। লোকজন উঁকিঝুঁকি দিতে থাকায় পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে রহস্যময় দলটি তড়িঘড়ি পালাতে গিয়ে বাড়ির একতলার দরজা খুলে রেখে দেয়। গেটের দুটি তালার একটি লাগাতেও ভুলে যায় তারা। মঙ্গলবারও বাড়ির দরজা খোলা অবস্থাতেই ছিল।

কোচবিহারের বোকালিরমঠ এলাকায় প্রশান্তর আদি বাড়ি। সোমবার রাতে সেখানেও তাঁর মতো এক ব্যক্তিকে মাস্ক পরা ও মাথায় ফেট্টি বাঁধা অবস্থায় দেখা গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অনেকেই। তারপরই শুরু হয়েছে জল্পনা। ব্যাগ ভরে কী নিয়ে গেল ওই রহস্যময় দল? স্থানীয়দের একাংশের সন্দেহ, গোপন নথিপত্র এবং নগদ টাকা সরানো হয়েছে। আইনি কাজকর্ম পরিচালনা বা গা-ঢাকা দেওয়া, সবের জন্যই প্রশান্তর এখন প্রচুর অর্থ দরকার। ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনে তিনি ফেঁসে যেতে পারেন বলেই কি নগদ অর্থ নিয়ে গোপন ঘাঁটিতে লুকোনোর ছক কষেছেন খুনে অভিযুক্ত ‘বিডিও’? এই প্রশ্নও উঠেছে বিভিন্ন মহলে। পুলিশের কোনও কর্তাই অবশ্য বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলছেন না। তাঁদের কাছে এরকম কোনও খবর নেই বলেই জানিয়েছেন একাধিক পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ কি সত্যিই কিছু জানে না, নাকি সব জেনেও না জানার ভান করছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

শিবমন্দিরের বাড়িতে ব্যালকনির দরজা খোলা থাকায় রহস্য।

স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত যেখানে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্নে জর্জরিত, সেখানে প্রশান্তর বাড়িতে এই রহস্যময় যাতায়াত নতুন করে চাপ বাড়াচ্ছে তদন্তকারীদের ওপর। দিনের আলোয়, জনবহুল এলাকায় পলাতক আসামির বাড়িতে রহস্যময় দলের যাওয়া, ব্যাগ ভরে নিয়ে চলে যাওয়ার খবর পুলিশ না জানলে তা তাদের ব্যর্থতা বলেই মনে করছেন খুন হওয়া স্বর্ণ কারিগরের স্ত্রী মমতা কামিল্যা।

এরপর আটের পাতায়

অন্যরা যা ভাবে না
আমরা তা বিশ্বাস করে দেখাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এসআইআর সফরে আজ মমতা দিল্লিতে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : সিঙ্গুর আন্দোলনের মাটি ছুঁয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চললেন নয়াদিল্লিতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বুধবার বিকেলের বিমানে তিনি নয়াদিল্লি যাবেন। তাঁর এই সফর নিঃসন্দেহে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সম্পর্কিত। তাঁর সঙ্গে যেতে পারে কয়েকজন মৃতের পরিবার, এসআইআর চলাকালীন আতঙ্কে বা কাজের চাপে যাঁদের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

রাজধানী সফরের আগের দিন মঙ্গলবার সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ নেতা অখিলেশ যাদবের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর বৈঠক হল নবান্নে। ওই বৈঠকের পর অখিলেশের কথায় স্পষ্ট, বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে এসআইআর-কে সর্বভারতীয় ইস্যু করতে মমতা যাচ্ছেন নয়াদিল্লি। এই প্রক্রিয়ায় অখিলেশ যে যথাযথ সংগত করবেন, তা তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। সমাজবাদী পার্টির নেতার কথায়, ‘বিহারে হয়েছে বটে, কিন্তু এখন বাংলাকে নিশানা করেই এসআইআর করা হচ্ছে।’

তিনদিনের দিল্লি সফরে অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা আছে তৃণমূল নেত্রীর। দেখা করতে পারেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে। সেখানে এসআইআর চলাকালীন মৃতদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কমিশনের সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র করার বার্তা দিতে পারেন তিনি। এমনকি, কমিশনের দপ্তরে ধর্নায় বসে যেতে পারেন। তাঁর এই সফর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যত না, তার চেয়ে

অখিলেশের সঙ্গে বৈঠক, বাংলায় এলেন নীতিন

বেশি তৃণমূল নেত্রী হিসেবে।

তাঁর দিল্লি যাত্রার আগের দিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়া নীতিন নবীনের বাংলায় আসাও তাৎপর্যপূর্ণ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি সরাসরি দুর্গাপুরে পৌঁছেছেন। ‘কমল মেলা’য় যোগদানের পর রাতে বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে তাঁর বৈঠক যে নির্বাচনি প্রস্তুতির পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের কৌশল মোকাবিলার পথ তৈরি করার জন্য,

এরপর আটের পাতায়

কথায় কথায়

নাজেহাল কমিশন, দিশেহারা পদ্ম শিবির

আশিস ঘোষ

হিসেব কিছুতেই মিলছে না। যত দিন যাচ্ছে, এসআইআর নিয়ে বেশ হতাশ হয়ে পড়ছে পদ্ম শিবির। গত দেড় মাস ধরে নানাভাবে চেষ্টা করেও বিষয়টা বাগে আনতে পারেনি। উলটে বিরোধী নেতার কথামতো ভোটার তালিকা থেকে পাঁচ শতাংশ বাদ কিংবা জোড়া বেশ কঠিন। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করেও অন্তত সাদা চোখে ধরা পড়ছে না।

ফলে এখন নির্বাচন কমিশনের উপর গোসা হয়েছে বিজেপির বঙ্গ নেতাদের। তাঁরা এখন আবদার জুড়েছেন, দিল্লিতে বসে না থেকে বাংলার রাস্তাঘাট ঘুরে এসআইআর করুক কমিশন। তাঁদের আর্জিমতো নানা কিসিমের পর্যবেক্ষকের পাশাপাশি কমিশন এখন প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র পিছু একজন করে বিশেষ পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে। অর্থাৎ ২৯৪ জন। আশপাশের রাজ্য থেকে তাঁদের জড়ো করা হচ্ছে।

দিনকয়েক আগেই এক ডজন রোল অবজার্ভার পাঠিয়েছিল কমিশন। তারও আগে রাজ্যের পাঁচ ডিভিশন- প্রেসিডেন্সি, মেদিনীপুর,

এরপর আটের পাতায়

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান
সবার জন্য বাংলার জন্য
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮শে জানুয়ারি, ২০২৬ সিঙ্গুর থেকে
পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, ঘাটাল ও সংলগ্ন বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিকাশির উন্নয়নে পরিকল্পিত
ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পের
শুভ উদ্বোধন করবেন
গৌরবময় উপস্থিতি
ডাঃ মানস রঞ্জন ভূঞ্যা
মাননীয় মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ এবং জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রী দীপক অধিকারী (দেব)
মাননীয় সাংসদ, ঘাটাল
প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রকল্প এলাকা -৮০১ বর্গ কিমি
পশ্চিম মেদিনীপুরের ৭ টি ব্লক-ঘাটাল, দাসপুর ১, দাসপুর-২, চন্দ্রকোনা-১, চন্দ্রকোনা -২, কেশপুর, ডেবরা।
পূর্ব মেদিনীপুরের ৪টি ব্লক - পাঁশকুড়া-১, কোলাঘাট, ময়না এবং তমলুক। তাছাড়া ঘাটাল পৌরসভা এবং পাঁশকুড়া পৌরসভা
উপকৃত জনসংখ্যা- প্রায় ১০ লক্ষ | ব্যয়মূল্য-১৫০০ কোটি টাকা
প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি
নদীবাঁধের দৃঢ়ীকরণ এবং উচ্চতা বৃদ্ধি - ৫০ কিমি | খাল ও নদী খনন - ৫০০ কিমি
পাম্প হাউস - ২টি, ২০০ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন | স্লুইস গেট - ৩১ টি | রেগুলেটর - ৩টি
সেতু সম্প্রসারণ - ১টি | নতুন সেতু - ১০৪ টি

ICA-D 139(25)/2026
প্রকল্পের সুফল
• নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধি বন্যা রোধে সাহায্য করবে
• স্লুইস এবং রেগুলেটর নির্মাণের মাধ্যমে বর্ষায় নদীর জল সার্কিট -এর বাসভূমি এবং কৃষিভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না
• পাম্প হাউস -এর মাধ্যমে সার্কিটের বৃষ্টির জমা জল সহজে নদীতে নিষ্কাশিত হবে ফলে জলমগ্নতা কমবে।
• সেতু নির্মাণ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করবে
সুন্দর ঘাটাল একসাথে চলি - উন্নত জীবনের স্বপ্ন গড়ি
মানুষের সাথে মানুষের পাশে । সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অবাধ পাস বিলি, অনুপ্রবেশও

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : কথায় আছে, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। কিন্তু শিলিগুড়ি কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আর সব ভালো হল কোথায়! আমন্ত্রণ নিয়ে বিতর্ক আগেই শুরু হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষ দিনেও সেই বিতর্ক বজায় রাখল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও আয়োজকরা। সবমিলিয়ে চূড়ান্ত অরাজকতার সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি শহর তথা উত্তরবঙ্গের শিক্ষার দিশারি এই প্রতিষ্ঠানটি।

ঠিক ছিল, সোমবার শেষ দিনের অনুষ্ঠানে কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান পড়ুয়ারাই শুধু ঢোকার ‘অনুমতি’ পাবেন। তার জন্য প্রথমে ১০০০ ও পরে ৫০০ টাকা খরচ করে রেজিস্ট্রেশনও করাতে হয়েছে। বাস্তবে অবশ্য ‘ফ্রি’ পাস হাতে ঢুকে পড়লেন বহিরাগত তৃণমূল নেতারা। শুধু তাই নয়, দেওয়াল টপকে চলল ‘অনুপ্রবেশ’ও। দায়িত্ব নিয়ে সেটা করালেন তৃণমূল ছাত্র নেতাদের একাংশ। অনুষ্ঠানে প্রথম সারিতে বসে, দাঁড়িয়ে গৌতম দেবদের সঙ্গে ছবি তুলতেও দেখা গিয়েছে অন্য কলেজের ‘বুড়ো’ ছাত্র নেতাদের। আর এদিকে, রেজিস্ট্রেশন করিয়ে প্রবেশপত্র পেলেও ঢোকার ‘অনুমতি’ পাননি প্রাক্তনীদের কয়েকজন।

অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এসব দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুললেন, এটা কি আদৌ কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি নাকি তৃণমূলের সমাবর্তন অনুষ্ঠান? কলেজের প্রাক্তনী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, ‘কলেজের এই অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের প্রভুত্ব সামনে এসেছে। তা না হলে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানের সামনের সারিতে বসে থাকতে পারেন না। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এতে কলেজের সম্মান কিন্তু বাড়েনি, বরং নীচে নেমেছে।’

প্ল্যাটিনাম জুবিলি কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক দর্শনচন্দ্র বর্মনের সাফাই, ‘কলেজের নিরাপত্তার বিষয়টি গোটাটাই পুলিশের ওপর দেওয়া ছিল। কে কোথা দিয়ে প্রবেশ করেছে জানি না। কলেজের পেছনে পুলিশি টহলদারি ছিল। তাছাড়া, সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে কলেজে প্রবেশ করার কথা সকলকে বলা হয়েছিল।’

অনুষ্ঠান নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভের পারদ এতটাই চড়েছে যে, নতুন করে রাজনীতিও শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর পরিচালন সমিতির সভাপতি ছিলেন এই কলেজেরই প্রাক্তনী জয়ন্ত কর। তাঁকেও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন। কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে ‘ব্রাত্য’ অনেককে

এরপর আটের পাতায়

প্ল্যাটিনাম জুবিলি না তৃণমূলের সমাবর্তন

কনসার্ট দেখতে প্রাচীর টপকে কলেজ ক্যাম্পাসে। সোমবার।

ময়নাগুড়ি শহরের ৪ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডে কৌতূহল

লোকালয়ে শিয়াল, সজারু

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : দিনদুপুরে ব্যস্ত শহরের রাস্তায় চোখে পড়ছে শিয়াল। বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে শজারু, আর কাঠবিড়ালী। ময়নাগুড়ি শহরের ৪ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বর্তমানে প্রতিনিয়ত এইরকম দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কৌতূহল জন্মেছে। পাশাপাশি বসতি এলাকায় বন্যপ্রাণীদের দেখা মেলায় পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

কয়েক বছর আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। বর্তমানে ময়নাগুড়ি শহরের পাওয়ার হাউস সংলগ্ন ৪ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় নিয়মিত দেখা মিলছে শিয়াল, শজারু ও কাঠবিড়ালীর। দিনদুপুরে কাঠবিড়ালীর দল দৌড়ে বেড়ালেও সন্ধ্যা নামতেই মাঝেমধ্যে দেখা মিলছে শজারুর। অন্যদিকে রাতে তো বটেই, কিছু কিছু সময় দিনের আলোতেও এলাকায় শিয়ালের আনাগোনা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা হেমন্ত রায় বলেন, 'কয়েক দিন আগে বাড়ির ভেতরে আমি একটি অচেনা প্রাণী দেখতে পাই। প্রথম দেখায় আমি সেটা কোন প্রাণী ঠাহর করতে পারিনি। পরে আবার যখন ওই প্রাণীটি ঘরের ভেতর প্রবেশ করে তখন আমি তার একটা ফোটো তুলি। তারপরেই বুঝি প্রাণীটি আসলে শজারু।' স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল ও স্বপন পাল জানান, এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই শিয়ালের দেখা মিলছে। প্রদীপ বলেন, 'মাঝেমধ্যেই বাড়ির উঠোন দিয়ে শিয়াল চলে যাচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কামারপাড়া এলাকার একটি নর্দমায় একটি শিয়াল আটকে গিয়েছিল। পরে স্থানীয় একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন শিয়ালটিকে উদ্ধার করে।' এলাকায় বন্যপ্রাণীর দেখা মিললেও এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি বলেই স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

পাওয়ার হাউস মোড়ে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দোকান করছেন শহিদগড় এলাকার বাসিন্দা অরুণ দাস। তিনি জানান, অতীতে এই এলাকায় প্যাঙ্গোলিন দেখা গেলেও শিয়াল, শজারু বা কাঠবিড়ালীর এমন উপস্থিতি আগে কখনও দেখা যায়নি।

এই প্রসঙ্গে ময়নাগুড়ি পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ঝুলন সান্যাল বলেন, 'এলাকায় বন্যপ্রাণীদের দেখা মিলছে বলে আমিও শুনেছি। এই ঘটনা জানতে পারার পর আমিও কৌতূহলী হয়ে পড়েছি।'

পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের প্রাক্তন বন আধিকারিক বাদল দেবনাথ বলেন, 'আগেও জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে এইসব বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। নগরায়ণের কারণে ঝোপঝাড় কমে যাওয়ায় এখন তাদের বেশি পরিমাণে দেখা যাচ্ছে।' একই মত জলপাইগুড়ি বন বিভাগের প্রাক্তন বনাধিকারিক কল্যাণ দাসেরও।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি বসতি এলাকায় বন্যপ্রাণের অনুপ্রবেশের ঘটনা নয়। এটি নগরায়ণের চাপ এবং পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীদের সহাবস্থানের ছবিকেই আরও স্পষ্ট করছে।

৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার নর্দমায় শিয়াল।

নাইটি-চুড়িদারে না শাশুড়ির, থানায় চিৎকার

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২৭ জানুয়ারি : 'ম্যাডাম, আমার যা ইচ্ছে, আমি তাই পরব।' 'ম্যাডাম ওকে বলুন, আমার বাড়িতে এটা কিন্তু চলতে পারে না।' দুই মহিলার চিলচিৎকারে রায়গঞ্জ মহিলা থানার ছাদে তখন কাক-চিল বসতে পারছে না। ঘরে উপস্থিত পুলিশ ম্যাডামদের অবস্থাও তথৈবচ। শাশুড়ি নাইটি কিংবা চুড়িদার পরতে দেবেন না। এদিকে বৌমা আধুনিক। তিনিই বা নিজের পছন্দের পোশাক পরা বন্ধ করবেন কেন! সুতরাং চলো থানায়। এভাবেই রায়গঞ্জ থানার ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের মালদোখণ্ড গ্রামের শাশুড়ি-বৌমাকে নিয়ে মঙ্গলবার নাজেহাল হলেন মহিলা থানার পুলিশ।

মহিলাদের পোশাক নিয়ে কাটাছেঁড়া কোনও নতুন বিষয় নয়। ছাত্রীদের পোশাক বিধি নিয়ে রাজ্য তথা দেশের বেশ কয়েকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় বিতর্কও হয়েছে। তবে এমন বিতর্কে শাশুড়ি-বৌমা জুটির দায়িত্ব পুলিশকে নিতে হবে তা ভাবেননি মহিলা থানার পুলিশকর্মীরা। শাড়ি ছেড়ে বাড়ির বৌ চুড়িদার ও নাইটি পরবে, মানতে পারছেন না শাশুড়ি। তিনি বারণ করতে গেলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে সটান থানায় আসেন দুজনেই। বধূ শাকিলা খাতুনের দাবি, 'আমি চুড়িদার, নাইটি পরবই। আপনাদের এর একটা বিহিত করতেই হবে। এটাও এক ধরনের বধূ নির্যাতন।' উলটোদিকে হাজির শাশুড়ি সাবিনা বেগমের মুখে তখন সতর্কবার্তা, 'সাবধান করুন দারোগা ম্যাডাম, এটা চলতে পারে না।' মায়ের সঙ্গে সুর মেলালেন পেশায় বেসরকারি সংস্থার ঠিকাদার বধূর স্বামী আকতার আলিও। বিরক্ত হয়ে থানার আইসি শাশ্বতী কর্মকার 'অভিযোগ করুন ব্যবস্থা নেওয়া হবে' কথাটি বলতেই দুই পক্ষের আর্জি, 'ম্যাডাম জেলে পুরবেন না।' নিরুপায় হয়ে থানার আইসি দুই পক্ষের লোকজন ও প্রতিবেশীদের ডেকে আলোচনা করে ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। এরপর বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েতের সদস্য থানায় হাজির হন। আইসির পরামর্শে সকলে বাড়ি ফিরে যান।

> **আমি চুড়িদার, নাইটি পরবই। আপনাদের এর একটা বিহিত করতেই হবে। এটাও এক ধরনের বধূ নির্যাতন।**
>
> –শাকিলা খাতুন বধূ

দগ্ধ তরুণীর দেহ ফিরতে গ্রামে উত্তেজনা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৭ জানুয়ারি : চারদিনের লড়াই শেষ। ডাক্তারদের চেষ্টা ব্যর্থ করে সোমবার গভীর রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হল অগ্নিদগ্ধ তরুণীর। ২২ জানুয়ারি তাঁর গায়ে পেট্রোল জাতীয় দাহ্য তরল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে ওই তরুণীর প্রাক্তন প্রেমিক। ঘটনার দিনই তাঁকে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছিল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহারুহাট গ্রামে চাপা উত্তেজনা ছিল। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর বিকেল ৫টা নাগাদ মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়। ঘটনায় যুক্ত প্রত্যেককে গ্রেপ্তারের আশ্বাস পুলিশ দিলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিন সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ স্থানীয় বিহারুহাটের কবর স্থানে তরুণীর দেহ কবরস্থ করা হয়। উল্লেখ্য, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এদিন বিকেলের আগে থেকেই মোতায়েন করা হয়েছিল পুলিশ ও র‍্যাফ।

২২ জানুয়ারি গভীর রাতে বাড়ির সামনে এসে ডেকেছিল বিবাহিত প্রাক্তন প্রেমিক। কিন্তু প্রাক্তন প্রেমিকের কথা মতো তার সঙ্গে তার বাড়িতে যেতে চায়নি তরুণী। অভিযোগ, এরপরেই বাড়ির কিছুটা দূরে মেয়েটির গায়ে পেট্রোল জাতীয় কিছু ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ওই তরুণ। মেয়েটির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে মেডিকেলে নিয়ে যান। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত সরিফুল আলমকে গ্রেপ্তার করে রাজগঞ্জ পুলিশ। কিন্তু মঙ্গলবার মৃত তরুণীর মামাতো দাদা মোকসেদুল হকের দাবি, 'ঘটনার সঙ্গে সরিফুল ছাড়াও তার বাবা এবং আরও কয়েকজন জড়িত। পুলিশ কয়েকদিন ধরে তদন্ত করছে, এরপরেও তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হল না? দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই।' গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুবা খানম বলেন, 'এ ধরনের নৃশংস ঘটনার জন্য দোষীদের ফাঁসি হওয়া উচিত। পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন অবিলম্বে যুক্ত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।' যুক্তদের প্রত্যেকের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চল কমিটির সভাপতি তহমিদার রহমান। ধৃত সরিফুলের বাবা বশিরুল হক এবং পরিবারের লোকজন না থাকায় তাদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। ঘটনা প্রসঙ্গে রাজগঞ্জ থানার আইসি অমিতাভ দাস বলেন, 'এলাকায় চরম উত্তেজনা থাকায় পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায়, তার জন্য আগে থেকে এখানে পুলিশ প্রস্তুত ছিল। মানুষজনকে বুঝিয়ে বলায় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

- বৃহস্পতিবার মেয়েটির শরীরে পেট্রোল জাতীয় কিছু ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল প্রাক্তন প্রেমিক
- অভিযুক্ত সরিফুলকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- ধৃতের বাবা সহ অনেকে যুক্ত বলে দাবি মেয়েটির পরিবারের

মরণোত্তর দেহদান

রায়গঞ্জ, ২৭ জানুয়ারি : উকিলপাড়া নিবাসী সুস্মিতা রায়ের দেহদান করল তাঁর পরিবার। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে দেহটি তুলে দেন সুস্মিতার স্বামী প্রদ্যুৎ রায় ও পুত্র প্রতীক রায়। ২০২৫ সালের ১৯ এপ্রিল মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি। ২৭ জানুয়ারি ভোররাতে সুস্মিতা (৬২) প্রয়াত হন। তাঁর শেষ ইচ্ছে পূরণের জন্য সুস্মিতার পরিবার রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ও তাঁর দেহ তুলে দেয়।

অন্যদিকে, প্রজাতন্ত্র দিবসে মানবকল্যাণে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করলেন রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়ার বাসিন্দা, স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত যতীন্দ্রনাথ করের কনিষ্ঠ পুত্র অমিত কর। সোমবার ছিল তাঁর জন্মদিন। সেদিনই বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যদের উপস্থিতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বার্থে দেহদানের অঙ্গীকার করেন তিনি। পাশাপাশি দেহদানে এগিয়ে আসার জন্য বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়।

CORRIGENDUM NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-011/2025-26 Sl. 1 to 17 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. Also available in https://wbtenders.gov.in

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

e-Tender Notice

The Chairman, Mal Municipality invites e-Tender for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** MM/C/APAS/12/2025-26 (Sl 01 to 17) **Tender ID.** 2026_MAD_993887_1 to 17 **Last date of bidding (online):** 02.02.2026 upto 15:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩৪৮২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩৪৮৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা ডিভিশনের ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত সুপারভাইজরি কর্মীদের পুনর্নিয়োগ

ইলেক্ট্রিক্যাল (জেনারেল) বিভাগের চার (০৪) জন অবসরপ্রাপ্ত সুপারভাইজরি কর্মীকে (এসএসই/ইলেক্ট্রিক্যাল = ০৩ এবং এসএসই/ড্রয়িং = ০১) পুনর্নিযুক্ত করা হবে লেভেল - ০৭ এর শূন্যপদ পূরণের জন্য। এই পদগুলিতে আবেদন করার সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর। আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ : ২১.০২.২০২৬। বিশদ এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তির জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in -এ Division→Malda→ Departments→Personnel Department→Recruitment ট্যাব দেখুন।

সিনিয়ার ডিভিশনাল পার্সোনেল অফিসার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পিএনডিইউ-০২, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) : ০৬-০২-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ০৬-০২-২০২৬ তারিখের ১১.৪০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
৫৫/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি-টিওআই-৬-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	ধূপগুড়ির প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
৫৫/২	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-টিওআই-১৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ মাল জং. স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বহুমুখী স্টলের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনে আলিপুরদুয়ার জংশন, ধুবড়ি, ধূপগুড়ি, দিনহাটা এবং গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনসমূহে ৫ টি বহুমুখী স্টলের জন্য ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-এমপিএস-এপিডিজে

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	এমপিএস-এপিডিজে-ডিকিউজি-এমপিএস-৬৪-২৬-১ (এমপিএস- মাল্টি পারপাস স্টলস)	ধূপগুড়ি স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় এমপিএস ইউনিট প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৫৫/২	এমপিএস-এপিডিজে-জিইউপি-এমপিএস-৬১-২৬-১ (এমপিএস- মাল্টি পারপাস স্টলস)	গৌরীপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ এমপিএস ইউনিট প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৫৫/৩	এমপিএস-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমপিএস-৪৫-২৫-১ (এমপিএস- মাল্টি পারপাস স্টলস)	দিনহাটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম -১ এ বহুমুখী স্টল প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৫৫/৪	এমপিএস-এপিডিজে-এপিডিজে-এমপিএস-৪৯-২৬-১ (এমপিএস- মাল্টি পারপাস স্টলস)	আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় এমপিএস ইউনিট প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৫৫/৫	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-৪৬-২৫-১ (এমপিএস- মাল্টি পারপাস স্টলস)	ধুবড়ি স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় বহুমুখী স্টল প্রদানের ব্যবস্থা করা।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-০২-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১২.১০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকা: বিস্তৃত তথ্যের জন্য প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কর্মখালি

প্রিন্টিং হাউসে কাজের জন্য স্টাফ চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। FLEX-O-PRINT, শিলিগুড়ি, M:98320 12024. (C/119797)

●

Part time Job 5 hours. Per day 300. Office 78659-58226. (C/119796)

অ্যাফিডেভিট

আমি Engita Sarkar, D/o. Pradip Sarkar গ্রাম-আদর্শপল্লী, পো-মঙ্গলবাড়ি, থানা+জেলা : মালদা। আমার বাবার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, মাধ্যমিক এর অ্যাডমিট কার্ড Roll-AIHO NO.137 of W.B.B.S.E. আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27.01.2026 এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Pradip Kumar Sarkar থেকে Pradip Sarkar করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-115456)

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital

e-Tender Notice

Tender is invited for "SUPPLY OF INDIAN AND FOREIGN MEDICAL JOURNALS (2nd Call)" at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/152/2026, Dated 27/01/2026. Details are available from the following sites : **www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**

Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

পরিবহনের জন্যে একটি বাহন ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিইএম/২০২৬বি/৭১৪৪৯১২৮ তারিখ: ২৩-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: দুই (০২) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে সড়ক দ্বারা কাটিহার কোচিং ডিপো থেকে বালুরঘাট, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ বঙ্গাইগাঁও কোচিং ডিপো পর্যন্ত এবং কাটিহার পর্যন্ত ঘুরে আসার জন্যে আনুমানিক ০৪ টন সীএন্ডডব্লিউ সামগ্রীর পরিবহনের হেতু একটি বাহন ভাড়া করা। টেন্ডার রাশি: ৩৭,৭৫,১০৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৭৫,৫০০/- টাকা। টেন্ডার হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৪.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স ৩৫ এর মধ্যে, Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M.No.8016140555. (C/120319)

বিক্রয়

তুফানগঞ্জ রামহরি মোড় NH17 সংলগ্ন প্রথম প্লটে ৬ কাঠা জমি বিক্রি হবে Call 8509812121. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Fulkumari Saha, W/o. Asit Saha, গ্রাম-বাচামারী পালপাড়া, পো: বাচামারী, থানা ও জেলা-মালদা, 732142, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং SL.No.B5400 Regn. No.4435, Dt.06/04/2011) আমার নাম ভুল থাকায় গত 08/08/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Beauty Saha থেকে Fulkumari Saha করা হইল। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115455)

●

আমার মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমস্ত শংসাপত্রে Pradip Kr Singha -আছে গত 19/01/2026 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Pradip Kumar Singha এবং Pradip Kr Singha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (CRNo.120213)

●

আমার বার্থ সার্টিফিকেটে মাতার নাম ভুল থাকায় আমি Manobendra Barman, পিতা নৃপেন্দ্র নাথ বর্মন 6/9/2025 তারিখে মাথাভাঙ্গা জে এম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমার মাতা Shrilakshi Barman এবং Lakshi Barman এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119798)

কর্মখালি

গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি আছে। অফিসে কাজের জন্য মহিলা চাই, বেতন 6,000/-। M:-8653609553 (C/119797)

●

আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়ি মহিলা/পুরুষ Cashier চাই। 7699990313/ 9641990375.

TEACHER REQUIRED

Required a Qualified PGT Computer Science Teacher for classes 9 to 12. Applicants must have relevant teaching experience and strong subject command. Apply at : anthonyschool.kur@gmail.com

আজ টিভিতে

স্ত্রী টু দুপুর ২.০৬ স্টার গোল্ড

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ টেক্কা, দুপুর ১.০০ চ্যাম্প, বিকেল ৪.১৫ লাভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.১৫ মেজদিদি, রাত ১০.১৫ অমানুষ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ শত্রু, সন্ধে ৭.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.৩০ সত্যমেব জয়তে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ বাবা কেন চাকর, ১০.৩০ মায়া মমতা, সন্ধে ৭.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ৯.৩০ শপথ নিলাম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ঘটকালি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবা

স্টার গোল্ড : দুপুর ২.০৬ স্ত্রী টু, বিকেল ৫.২৪ তকদির, সন্ধে ৭.৫০ ফির হেরা ফেরি, রাত ১১.০৭ দ্য ফ্যামিলি স্টার

কালার্স সিনেপ্লেক্স : সকাল ৯.৩৩ রাজা হিন্দুস্তানি, দুপুর ১.১৬ কুমারী জিল্লে কি টাগস, বিকেল ৩.৫৪ এমএস ধোনি, সন্ধে ৭.৫০ বীরসিংহা রেড্ডি, রাত ১১.১০ কিল

কালার্স সিনেপ্লেক্স সুপারহিটস : সকাল ১০.৩৫ দিল হ্যায় তুমহারা, দুপুর ২.০০ গাট্টা কুস্তি, বিকেল ৫.১০ ক্যাপ্টেন, সন্ধে ৬.৫০ এসিপি শিবা, রাত ৯.১০ তন্ত্র, রাত ১১.৩০ এক ঔর রক্ষক

জি সিনেমা : সকাল ১০.৩৩ কল্কি 2898 এডি, দুপুর ১.১৩ জানোয়ার, বিকেল ৪.৪৬ অখণ্ডা, রাত ৮.০০ গেম চেঞ্জার, রাত ১০.৫৬ কনগুভা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ তমাশা, ২.৩০ এজেন্ট বিনোদ, সন্ধে ৭.৩০ জিসম ২, রাত ৯.৩৫ দ্য ভূতনি, রাত ১১.৫৮ হিরো

নবাব নন্দিনী সকাল ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ম্যায় হু না রাত ৮.৫৭ স্টার গোল্ড টু

কিল রাত ১১.১০ কালার্স সিনেপ্লেক্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। সংসারে আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা কেটে যাবে। বৃষ : স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রে বদলির খবরে মানসিক চাপ হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : অনিদ্রাজনিত রোগকে অবহেলা করবেন না। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা আজ। বাড়ির বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা। কর্কট : ব্যবসায়ীরা সঠিক পরিকল্পনা করেই বিনিয়োগ করুন। সরকারি কর্মচারীরা খুব ভালো খবর আজ পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। সিংহ : রাস্তাঘাটে আজ একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। পরিবারে আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত করতে পারে। কন্যা : প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে বাড়ি তৈরিতে বাধা পেতে পারেন। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তরা আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। তুলা : জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা দূর হবে। বৃশ্চিক : বাইরের কোনও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নিজের দলে সম্মানজনক পদ পাবেন। ধনু : বেহিসাবি জীবনযাত্রায় খরচ বাড়বে। বাইরের কোনও খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের সম্ভাবনা। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। মকর : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য দেখে মনে শান্তি পাবেন। লটারিতে আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : শিল্পী ও কলাকুশলীদের নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। রাস্তাঘাটে কোনও বিতর্কিত আলোচনায় যোগ দেবেন না। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : বহুদিন ধরে চলা পারিবারিক সমস্যা আজ মিটে যাবে। ব্যবসায় সাময়িক মন্দা। শ্বশুরকুল থেকে স্থাবর সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ মাঘ, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪ মাঘ, সংবৎ ১০ মাঘ সুদি, ৮ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।১৭। বুধবার, দশমী দিবা ২।২১। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ৭।৪৩ পরে রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৬।২ ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১০।৪৩। গরকরণ দিবা ২।২১ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।১১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৭।৪৩ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৬।২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৭।৪৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী-উত্তরে, দিবা ২।২১ গতে অগ্নীকোণে। কালবেলাদি ৯।৭ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৭ গতে ৪।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।৪৩ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৬।২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নবান্ন (দিবা ৭।৪৩ মধ্যে শ্রাদ্ধকর্ত্তর), দিবা ৭।৪৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যাচ্ছেদন, দিবা ৭।৪৩ গতে গাত্রহরিদ্রা সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশ্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপেণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ২।২১ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং ওকাদশীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৬।২৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের
নিজস্ব তহবিলের অর্থানুকূল্যে রূপায়িত

বাংলার বাড়ি
(গ্রামীণ)

দ্বিতীয় পর্বের শুভ সূচনা করবেন

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

তারিখ: ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬
স্থান: সিঙ্গুর, হুগলি

উপস্থিত থাকবেন

মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার, মাননীয় মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম, মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ মানস রঞ্জন ভূঞ্যা, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী ইন্দ্রনীল সেন, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী বেচারাম মান্না, মাননীয় সাংসদ শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জী, মাননীয় সাংসদ শ্রী দীপক অধিকারী (দেব), মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতী রচনা ব্যানার্জী, মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতী মিতালী বাগ

স্বনির্ভর বাংলা

উপভোক্তা	আর্থিক সহায়তা
২০ লক্ষ পরিবার	১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (পরিবার পিছু)

- বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) আবাসন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে ২০ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করার জন্য দুটি কিস্তিতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ বাবদ রাজ্য সরকারের খরচ হচ্ছে ২৪,০০০ কোটি টাকা।
- ইতিপূর্বে এই প্রকল্পের প্রথম পর্বে, গ্রাম-বাংলার ১২ লক্ষ পরিবার আর্থিক সহায়তা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। এ বাবদ রাজ্য সরকার খরচ করেছে ১৪,৪০০ কোটি টাকা।
- দুটি পর্বে রাজ্য সরকার মোট ৩৮,৪০০ কোটি টাকা খরচ করছে। উপকৃত হচ্ছেন মোট ৩২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার।

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী – ৯১৩৭০৯১৩৭০
পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ১৮০০-৮৮৯-৯৪৫১
জরুরি হেল্পলাইন - ১১২

বাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে, সর্বক্ষণ মানুষের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D 140(25)/2026

ট্রান্সফর্মার ভেঙে কয়েল চুরি

খড়িবাড়ি, ২৭ জানুয়ারি : গ্রামে চাষের জমিতে জলসেচের রিভার লিফটিং ইরিগেশন পাম্পহাউসের জন্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির উদ্যোগে লাগানো হয়েছিল ট্রান্সফর্মার। অভিযোগ, সোমবার রাতে কাটআউট ভেঙে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে সেই ট্রান্সফর্মার খুলে নীচে নামায় কেউ বা কারা। তারপর সেটা খুলে ভেতরে থাকা তেল সংগ্রহের পাশাপাশি কয়েল খুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। খড়িবাড়ির পাটারামজোতে এই ঘটনার পর লাটে উঠেছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। বেকায়দায় পড়েছেন চাষিরা।

এই পরিষেবার মাধ্যমে এলাকার প্রায় ১০০ জন কৃষক চাষের জমিতে জলসেচ করেন। তাঁদের সুবিধার জন্যই বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে বসানো হয়েছিল ট্রান্সফর্মারটি। স্থানীয় চাষি নির্মল বর্মনের দাবি, 'সোমবার সন্ধ্যায় জমিতে জল দিয়েছি। মঙ্গলবার সকালে দেখি, এমন পরিস্থিতি। আমাদের সমস্যা বাড়ল। এই মরশুমে নিয়মিত জলসেচের প্রয়োজন। কবে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, বুঝতে পারছি না। পুলিশ ও বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে জানানো হয়েছে।'

পুলিশ ও রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার খড়িবাড়ি কার্যালয়ের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। খড়িবাড়িতে সংস্থার দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দত্ত বললেন, 'ট্রান্সফর্মার খুলে একাধিক সামগ্রী চুরি হওয়ায় পরিষেবা স্বাভাবিক করতে সময় লাগবে। এর আগে এধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সবটা জানানো হচ্ছে।'

ফুলবাড়ি-১ পঞ্চায়েতে শুনানি

অর্ধেক ভোটারকেই ডাক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার কাণ্ড শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড়ে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারাঙ্গাগুড়িতে রয়েছেন ১২০০ জন ভোটার। তাঁদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এই গণ নোটিশ ঘিরেই এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র আতঙ্ক। মঙ্গলবার সকালে এর প্রতিবাদে এশিয়ান হাইওয়ে-২ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল নেতা ইয়ানুল হকের নেতৃত্বে এদিন পথ অবরোধ হয়। যদিও পরে এনজেপি থানার পুলিশ দ্রুত গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইয়ানুল বলেন, 'আমাদের টার্গেট করে বেশি করে হয়রান করা হচ্ছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে যেতে পারে এই ভয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন। আতঙ্কের কারণে রাজ্যে শতাধিক মানুষ মারা গিয়েছেন। আন্দোলন না হলে এই ষড়যন্ত্রকে আটকানো যাবে না।'

এদিন তিস্তা ব্যারেজ আবাসনের মাঠে ছিল শুনানির আসর। রোদের মধ্যে কয়েকশো মানুষের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। স্থানীয় মহম্মদ রুপাইল বলেন, 'মোট ৫৫০ জনকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। এর মধ্যে ৫০০ জনকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির জন্য এবং বাকি ৫০ জন আনম্যাপড হিসেবে।' বিশেষ করে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানদের পদবির মিল না থাকা কিংবা পরিবারে পাঁচজনের বেশি সদস্য থাকলে তাঁদের আলাদা করে ডাকা হচ্ছে।

ফুলবাড়িতে তৃণমূলের পথ অবরোধ। মঙ্গলবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের চক্রান্তের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অনুপ্রবেশের তত্ত্বে সরব হয়েছে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের হাতে গোটা শুনানি প্রক্রিয়া রয়েছে। কোনও বৈধ ভোটারের নাম কাটা যাবে না। তবে এই এলাকায় বহু অবৈধ ভোটার রয়েছে। তাদের নাম কাটা যাবে।'

নোটিশের চাপে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। দিনমজুর থেকে শুরু করে অসুস্থ বৃদ্ধা— রেহাই পাননি কেউ। শুনানিতে আসা বাসিন্দারা তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। কামারাঙ্গাগুড়ির বাসিন্দা বিউটি বেগম বলেন, 'শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর থেকে দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে। দফায় দফায় নোটিশ আসছে গ্রামে।' পেশায় শ্রমিক উজ্জ্বল বিশ্বাসও ডাক পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'কী কারণে ডেকেছে জানি না। শ্রমিক হিসাবে কাজ করি। একদিন কাজ বন্ধ রাখলে সংসার চলে না। কাজ ছেড়ে আসায় আজকের রোজগার বন্ধ হয়ে গেল।' ভজনা ঘোষ একে বৃদ্ধা, তায় অসুস্থ। সমস্যা থাকলেও এদিন টোটো করে শাশুড়িকে নিয়ে শুনানিকেন্দ্রে এসেছিলেন।

> আমাদের টার্গেট করে হয়রান করা হচ্ছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে যেতে পারে এই ভয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন। আতঙ্কের কারণে রাজ্যে শতাধিক মানুষ মারা গিয়েছেন। আন্দোলন না হলে এই ষড়যন্ত্রকে আটকানো যাবে না।
>
> **ইয়ানুল হক**
> তৃণমূল নেতা

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা, গালভরা একটি পদও আছে, বিরোধী দলনেত্রী। কিন্তু আদতে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন তাঁর স্বামী।

নামেই নেত্রী

এলাকায় ছড়ি ঘোরান পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৭ জানুয়ারি : নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ দয়ারাম সংসদ ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এলাকা। এই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যার নাম পিংকি কর। পিংকি মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী। এলাকায় কান পাতলে যদিও অন্য কথা কানে আসে। খাতায়-কলমে পিংকি পঞ্চায়েত সদস্যা হলেও সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎ কর। এলাকায় আট থেকে আশি সকলের মুখে একই উত্তর, বিশ্বজিৎই এলাকার পঞ্চায়েত। পিংকি খাতায়-কলমে এলাকার জনপ্রতিনিধি হলেও বিশ্বজিৎই সারাদিন এলাকায় পড়ে থাকেন। পিংকি শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন। ফোন করলেও পিংকিকে পাওয়া যায় না। তাই মানুষ যে কোনও সমস্যায় বিশ্বজিৎকেই ফোন করেন।

মঙ্গলবার বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা আলো সরকার। পঞ্চায়েতের তরফে কেমন পরিষেবা দেওয়া হয়, এর উত্তরে তিনি বলেন, 'পরিষেবা একদমই ভালো না। বাড়ির সামনে রাস্তাটির বেহাল দশা। এই রাস্তা দিয়ে সারাদিন ট্র্যাক্টর চলতে থাকে। নালাটি আবর্জনায় ভরে গিয়েছে, পরিষ্কার হয় না। কবে রাস্তা পাকা হবে, সে বিষয়েও পঞ্চায়েত কিছুই বলেন না। যা কিছু কথা সব পঞ্চায়েতের স্বামী বলেন।'

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা ঋণা বাউল বলেন, 'পিংকি একজন মহিলা তাই বাড়ির কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকেন। এই কারণে তিনি গ্রামে সময় দিতে পারেন না। বিশ্বজিৎ ১৫ বছর এই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। তাঁকে একডাকে সবাই চেনেন। তাই সবাই নিজের প্রয়োজনে তাঁর কাছে যান।'

পিংকি কর

অভিযোগের উত্তরে পিংকি বলেন, 'আমরা দুজন মিলেই সব কাজ করি। প্রশাসনিক সমস্ত কাজ আমি করি। আমি ভোটে জেতার পর আমার স্বামী কোনওদিন পঞ্চায়েত অফিসে পর্যন্ত যায়নি। কিন্তু ১৫ বছর এই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য থাকার সুবাদে এলাকায় ও খুব জনপ্রিয়। তাই মানুষ ওকে নিজের সমস্যার কথা বলে।'

এই প্রসঙ্গে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম ঘোষ বলেন, 'সমাজে মহিলাদের এগিয়ে আনার জন্যই আসন সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভোটে মহিলারা জেতার পর তাঁদের স্বামীরাই সব কাজ করেন। এটা বিজেপির সংস্কৃতি। বিজেপির কাজ হল মহিলাদের পিছিয়ে রাখা। এই সংস্কৃতি মেনেই দক্ষিণ দয়ারাম সংসদেও অঘোষিত পঞ্চায়েত সদস্য হয়ে উঠেছেন বিশ্বজিৎ কর।'

তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে বিশ্বজিৎ বলেন, 'বিরোধী দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এসব গুজব ছড়াচ্ছে। আমার স্ত্রী বিজেপির সদস্যা হওয়ায় তাঁকে কোনও কাজ করতে দেওয়া হয় না। আমরা দুজন মিলেই এলাকায় ঘুরি। মানুষের সমস্যার কথা শুনি। কিন্তু আমি কোনওদিন প্রশাসনের কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করিনি।'

দিন শেষে।। অসমের মানস জাতীয় উদ্যানে ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মধ্যস্থতাকারীকে কালো পতাকা

বিজেপি নেতার 'খরচে' হোটেলভাড়া

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : কালিম্পংয়ে গিয়েও মধ্যস্থতাকারীকে ঘিরে বিতর্ক পিছু ছাড়ল না। বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাঁর হোটেলভাড়া নিয়ে। বৈঠকে ডাকায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও রয়েছে। মধ্যস্থতাকারী থাকাকালীন কালিম্পংয়ে এক সমাজকর্মী হোটেলের বাইরে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ে বিনয় তামাংয়ের নেতৃত্বে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) বিরোধী সদস্যরা মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে জিটিএ সভায় ২০২২ সালে পাশ হওয়া গোর্খাল্যান্ডের সর্বসম্মত প্রস্তাবের কপি তুলে দিয়েছেন। মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং এদিনও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। তবে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দাবি করেছেন, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই মধ্যস্থতাকারী কথা বলবেন। তিনি যে কোনও সরকারি, বেসরকারি জায়গায় থাকতে পারেন, এতে কোনও সমস্যা নেই।

কেন্দ্র নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং গত শনিবার দার্জিলিংয়ে এসেছেন। সেখানে তিনদিন ধরে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অভিযোগ, বেছে বেছে বিজেপির জোটে থাকা রাজনৈতিক দল এবং পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) বিরোধী দলগুলির নেতৃত্বই টেলিফোনে বৈঠকের আমন্ত্রণ পেয়েছিল।

দার্জিলিং থেকে মঙ্গলবার দুপুরে সড়কপথে মধ্যস্থতাকারী কালিম্পংয়ে পৌঁছে একটি অভিজাত হোটেলে ওঠেন। হোটেলের বাইরে ভবেশ ভুজেল নামে এক ব্যক্তি তাঁকে কালো পতাকা দেখান। তাঁর বক্তব্য, 'শুধু লোকদেখানোর জন্যই এই মধ্যস্থতাকারী পাঠানো হয়েছে। গোর্খাল্যান্ডের দাবি পূরণে সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। তার প্রতিবাদেই আমার এই কর্মসূচি।'

কালিম্পংয়ে হোটেলে পৌঁছানোর পরে বিজেপি নেতা শুভ প্রধান মধ্যস্থতাকারীকে খাদা পরিয়ে স্বাগত জানান। শুভ সাংবাদিকদের বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ের সাংসদ আমাকে হোটেলের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। হোটেলের যা খরচ হবে সেটা আমাকে দিতে বলা হয়েছে।' বিস্ট অবশ্য এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

কার্সিয়াংয়ের বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'মধ্যস্থতাকারীকে নিয়ে পাহাড়ের মানুষের প্রশ্ন রয়েছে। তিনি যদি সত্যিই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিনিধি হন তাহলে সরকারি কনভয়, সরকারি খরচে তাঁর যাতায়াত, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার কথা। পাশাপাশি তাঁর একটা অফিস থাকবে, অফিস সচিব থাকবেন। চিঠি দিয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দল, সংগঠনকে ডাকা হবে। কিন্তু মধ্যস্থতাকারী এসে টেলিফোন করে নেতা-নেত্রীদের ডেকে বৈঠক করছেন।' সেই টেলিফোন নম্বরগুলি বিজেপিই দিয়ে দিয়েছে কি না সেই প্রশ্নও তিনি তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি একজন জনপ্রতিনিধি। অথচ আমাকে ডেকে মতামত নেওয়া হয়নি। টেলিফোনে ডাক এলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

এদিন গোর্খা রাজ্য নির্মাণ মোর্চার সভাপতি দাওয়া পাখরিনের নেতৃত্বে দলের এক প্রতিনিধিদল মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে দেখা করে। দাওয়া বলেছেন, 'আমাদের একমাত্র দাবি গোর্খাল্যান্ড। পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের পৃথক রাজ্য দেওয়ার দাবিই জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, সোমবার দার্জিলিংয়ে বিনয় তামাংয়ের নেতৃত্বে জিটিএর ন'জন বিরোধী সদস্য মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তাঁরা ২০২২ সালে জিটিএ'র বর্তমান বোর্ডের প্রথম সভায় সর্বসম্মতভাবে গোর্খাল্যান্ডের প্রস্তাব পাশের প্রতিলিপি তুলে দেন। বিনয় বলেছেন, 'জিটিএর বৈঠকে ওই প্রস্তাব পাশ হলেও সেটি কেন্দ্রের কাছে পাঠায়নি বর্তমান বোর্ড। তাই আমরা মধ্যস্থতাকারী মারফত সেটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছি।' তাঁর বক্তব্য, 'আমরা বাংলার শাসন ব্যবস্থায় থাকতে রাজি নই। হয় পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড, নতুবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা হোক।'

সোমবারই দার্জিলিংয়ে গোর্খা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুবোধ পাখরিন মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে দাবি করেছেন, 'মধ্যস্থতাকারী আমাকে বলেছেন, গোর্খাল্যান্ড রাজ্য দেবে না। কেননা তাহলে নেপালের মানুষদের এখানে ঢুকে যাওয়ার প্রবণতা বাড়বে। তাই আমরা বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি করেছি।' সুবোধের এই মন্তব্য ঘিরে পাহাড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। মধ্যস্থতাকারী আদৌ তাঁকে এই কথা বলেছেন কি না সেই প্রশ্ন উঠছে।

ব্যাংক ধর্মঘটে ভোগান্তি গ্রাহকদের

গৌতম চাকী ও অরুণ ঝা

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৭ জানুয়ারি : ভাবুন তো, আপনার পকেটে টাকা নেই, বাড়িতে অসুস্থ রোগী কিংবা ব্যবসায়িক লেনদেনের জরুরি তাড়া- অথচ টানা পাঁচদিন পর ব্যাংকের দরজায় গিয়ে দেখলেন সেখানেও ঝুলে আছে তালা! মঙ্গলবার ঠিক এই পরিস্থিতিরই সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি। ৫ দিনের ব্যাংকিং পরিষেবার দাবিতে 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস'-এর ডাকা ধর্মঘটে এদিন শহরজুড়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। ২৭ তারিখের এই ধর্মঘট সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে।

শিলিগুড়ির এসএফ রোড থেকে সেবক রোড- প্রতিটি ব্যাংকের সামনেই ছিল গ্রাহকদের ভিড়। সেন্ট্রাল কলোনির বাসিন্দা পূর্ণিমা সরকার এসেছিলেন চিকিৎসার টাকা তুলতে। ব্যাংকের গেটে দাঁড়িয়ে তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'ব্যাংক বন্ধের বিষয়ে আমার জানা ছিল না। আমার ছেলে ক'দিন ধরে খুব অসুস্থ। ডাক্তারের ফি ও ওষুধের টাকা তুলতে ব্যাংকে এসেছিলাম, কিন্তু এসে দেখি ব্যাংক বন্ধ।'

একই অবস্থা ব্যবসায়ী মহলেও। হার্ডওয়্যার ও ইলেক্ট্রিক আইটেমের ব্যবসায়ী নিমাই রায় এসেছিলেন সেবক রোডের একটি ব্যাংকে। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, 'অনেক কনট্রাক্টর আমাকে চেকে পেমেন্ট করেন। আজও একজন চেকে পেমেন্ট করেছেন। কিন্তু ব্যাংক বন্ধ থাকায় টাকা তুলতে পারছি না। আমাকেও তো মহাজনদের টাকা দিতে হয়। এমনিতেই তো কয়েকদিন ওদের ছুটি ছিল, ধর্মঘটটা অন্য কোনওদিন ডাকতে পারত।' একই কথা বললেন সত্যজিৎ দাস। জমির বায়না করার জন্য টাকা তুলতে এসেও ফিরে যেতে হয়েছে তাঁকে। এসএসবি জওয়ান শিবম বিশ্বাস এসেছিলেন বাড়িতে টাকা পাঠাতে। তাঁর অভিযোগ, 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্মঘট আগে থেকে যেভাবে জানা যায়, ব্যাংকের ধর্মঘট নিয়ে সেইভাবে প্রচার হয় না। কাল আবার আসতে হবে।'

এত মানুষের ভোগান্তি সত্ত্বেও নিজেদের দাবিতে অনড় ব্যাংক ইউনিয়ন। অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রাহকদের হয়রানি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি সাফাই দেন, 'এখন তো অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সুবিধা রয়েছে, তাই গ্রাহকদের সেরকম সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

ইসলামপুর শহরেও ভোগান্তির একই ছবি দেখা গিয়েছে। গ্রাহকরা জানিয়েছেন, ছুটির কারণে বেশ কয়েকদিন ব্যাংক বন্ধ ছিল। এদিন আবার হরতাল। এতে যথেষ্টই অসুবিধা হচ্ছে। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীরা ব্যাংকের গ্রাহকদের হয়রানির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তাঁদের দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : পাহাড় আর জঙ্গলের টানে উত্তরবঙ্গে ছুটে আসা পর্যটকদের জন্য সুখবর। উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল 'হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক'। আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ষষ্ঠতম 'বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল'। পর্যটন দপ্তর এবং জিটিএ'র সহযোগিতায় আয়োজিত এই উৎসব চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে এই ঘোষণা করেন উদ্যোক্তারা।

এবারের কার্নিভালের সবচেয়ে বড় চমক হল নেপাল পর্যটন বোর্ডের উপস্থিতি। এই প্রথম নেপালের পর্যটন আধিকারিকরা এই উৎসবে শামিল হচ্ছেন। মূল লক্ষ্য হল, 'ক্রস বর্ডার' হিমালয়ান পর্যটনকে শক্তিশালী করা। ভারত ও নেপালের পর্যটন ব্যবসাকে কীভাবে এক সুতোয় বাঁধা যায়, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে এই মঞ্চে।

তিনদিনের এই উৎসব উত্তরবঙ্গের তিনটি ভিন্ন জেলায় হবে। প্রথম দিন জলপাইগুড়ি জেলার চালসা থেকে উৎসবের সূচনা হবে। দ্বিতীয় দিন কালিম্পং জেলার অফবিট গ্রাম কাফেরগাঁও-এ বসবে আসর। তৃতীয় দিন দার্জিলিং জেলার কমলালেবুর বাগান ঘেরা সিটং-এ হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

পর্যটনের নতুন দিশা উত্তরবঙ্গে

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পর্যটন বিশেষজ্ঞরা এই শিল্পে উত্তরবঙ্গের সম্ভাবনা নিয়ে নানা কথা তুলে ধরেন। আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্যুর অপারেটররা এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবেন। গ্রামীণ পর্যটনের বাজারকে কীভাবে দেশে ও বিদেশে আরও বিস্তার করা যায়, সেদিকে আমরা বিশেষ নজর দিচ্ছি।'

সাধারণত পর্যটকরা উত্তরবঙ্গ বলতে দার্জিলিং বা গ্যাংটক বোঝেন। কিন্তু এই কার্নিভাল তুলে ধরবে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের একেবারে নতুন কিছু ঠিকানা। শুধু ঘোরাঘুরি নয়, পর্যটকদের জন্য থাকছে ফরেস্ট ট্রেকিং, বার্ড ওয়াচিং সহ বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির ঠাসা আয়োজন। সেইসঙ্গে স্থানীয় জনজাতির তিরন্দাজি দেখার সুযোগ মিলবে। সুযোগ মিলবে পাহাড়ের খাঁটি ঘরোয়া খাবার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করারও।

এদিনের বৈঠকে গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, কাফেরগাঁও হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনাইটেড সিটং হোমস্টে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্ড অফিসে উলটো পতাকা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৭ জানুয়ারি : যথাযোগ্য মর্যাদায় সোমবার দার্জিলিং জেলাজুড়ে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের সামনে কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডল উলটো করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেখান থেকে চলে যান। দীর্ঘক্ষণ ওভাবেই জাতীয় পতাকা উড়তে থাকে। এই ঘটনায় একজন কাউন্সিলারের দায়িত্বজ্ঞান নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তায় জেলা শাসক মণীশ মিশ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শিলিগুড়ি বালক বিদ্যালয়ের মাঠে মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমে জাতীয় পতাকা প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয়। খড়িবাড়ি হাইস্কুলের উদ্যোগে এবং এনসিসি ও ভারত স্কাউটসের সহযোগিতায় এদিন হাইস্কুলের মাঠে এক প্যারেড প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের মোট ১৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি দিলীপকুমার রায় প্রমুখ। খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘের উদ্যোগে এদিন পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে পৃথকভাবে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় মোট ২৬৩ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত হয়েছিল কুচকাওয়াজ। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও রাজনৈতিক মহল থেকে নানান কর্মসূচি পালন করা হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানদের মিষ্টিমুখ করানো হয়।

অলংকার ছিনতাই

নকশালবাড়ি, ২৭ জানুয়ারি : মাদকের টাকা জোগাড়ে প্রতিবেশী শিশুর রুপোর অলংকার ছিনতাই করে পলাতক এক তরুণ। ঘটনায় শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে এলাকার মানুষ। সোমবারের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় নকশালবাড়ির খালবস্তি এলাকায়। রাতে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন শিশুর অভিভাবক।

অভিযোগকারী বাসন্তী বর্মন বলেন, 'বাড়ির পাশের মাঠে খেলছিল তিন বছরের ছেলে। হঠাৎই প্রতিবেশী বিক্রম বর্মন আমার সন্তানের এক ভরি ওজনের রুপোর অলংকার ছিনিয়ে নেয়। ছেলের গলায় রুপোর অলংকারটি দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিষয়টি জানতে পারি। কে নিয়েছে তাও বলে ছেলে। এরপর এনিয়ে প্রতিবাদ করলে উলটে আমার উপর চড়াও হয় বিক্রম।' বাসন্তীর স্বামী পেশায় গাড়িচালক উত্তম বর্মন জানান, রাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি ঘটনাটি জানতে পারেন। এরপরই তাঁরা থানায় পৌঁছে পুলিশের দ্বারস্থ হন। নকশালবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'

কুকুর কাণ্ডে রিপোর্ট চাইল প্রশাসন

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : হাসপাতালের কুকুর কাণ্ডে এবার নড়েচড়ে বসল জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ। ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট আকারে যেমন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে চাইবে জেলা প্রশাসন, অন্যদিকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত আলাদাভাবে শুরু করেছে জেলা পুলিশ। সদ্যোজাতের মাথা কুকুরটি মুখে করে কোন পথে হাসপাতালে ঢুকেছিল তা দেখতে পুলিশের তরফে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। একইভাবে মৃত প্রসব হওয়া শিশুদের দেহ, যেগুলি মর্গে রাখা থাকে, সেগুলি রেজিস্ট্রার মিলিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'আমরা ঘটনার পরেই তদন্ত শুরু করেছিলাম। তাতে এখনও যা উঠে এসেছে তাতে শিশুর মাথা এবং দেহাংশ কোথা থেকে কুকুরটি মুখে করে এনেছে, তা জানা যায়নি। তবে হাসপাতালে মৃত প্রসব শিশুর দেহাংশ বা মাথা নয়, তা আমরা একপ্রকার নিশ্চিত। কারণ আমাদের হাসপাতালে গত কয়েকদিনে যে সমস্ত মৃত শিশু প্রসব হয়েছে তার হিসেবে কোনও সমস্যা নেই। পুলিশও আলাদাভাবে তদন্ত করছে।' জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'আমরা তদন্ত করছি। এছাড়াও গোটা ঘটনার বিষয়ে মেডিকেল কলেজের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট নেব।'

গত শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগের সামনে দিয়ে সদ্যোজাতর মাথা মুখে নিয়ে একটি কুকুরকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন রোগীর পরিজনেরা। তাঁদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে শিশুর মাথাটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায় কুকুরটি। পরে পুলিশ সেই মাথাটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দেয়। রবিবার সকালে ফের একটি কুকুরকে রক্তমাখা দেহাংশ নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ছুটে বেড়াতে দেখেন রোগীর পরিজনেরা। পরবর্তীতে পুলিশ ওই দেহাংশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। যদিও উদ্ধার হওয়া দেহাংশটি আগের দিনের ঘটনার শিশুটির কি না সেটি তদন্তসাপেক্ষ।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেডিকেল কলেজ চত্বরে পরপর দুটি ঘটনায় কার্যত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের মধ্যে। ঘটনার পর দু'দিন কেটে গেলেও মানুষের মনে আতঙ্ক যে রয়ে গিয়েছে তা মঙ্গলবার পরিষ্কার হয়েছে প্রসূতি বিভাগের সামনে থাকে রোগীর আত্মীয় তন্ময় সরকারের কথায়। তিনি বলেন, 'হাসপাতাল চত্বরে মানুষ হইহই করে উঠলেই বুঝবেন কুকুর দেখা গিয়েছে। দু'দিন আগে পাশ দিয়ে কুকুর চলে গেলে হাসপাতালে কেউ ঘুরেও তাকাতেন না। ওই ঘটনার পর এখনও সকলে আতঙ্কিত।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত ২১ তারিখ থেকে মৃত প্রসব হওয়া শিশুদের দেহ পরিবারের সদস্যরা সৎকার করবেন বলে নিজেদের দায়িত্বে পদ্ধতি মেনে নিয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে, গত কয়েকদিনে মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে মৃত প্রসব হওয়া শিশুদের যে দেহগুলো মর্গে রাখা আছে সেগুলোরও রেজিস্টার ধরে হিসেব মিলিয়ে দেখেছে কর্তৃপক্ষ। মর্গের থাকা শিশুদের মৃতদেহ যে বাইরে আসেনি, তা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে মেডিকেল কলেজে কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, সম্প্রতি মৃত প্রসব শিশুদের দেহ যে পরিবারগুলো সৎকার করার জন্য নিয়ে গিয়েছে তাদের নাম-ঠিকানা পুলিশকে দিচ্ছে মেডিকেল কলেজে কর্তৃপক্ষ। পুলিশও সেই সমস্ত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহ কোথায় তারা সৎকার করেছে তাও তদন্ত করে দেখবে। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'হাসপাতালের ঘটনা নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দেহাংশ নিয়ে হাসপাতালে কুকুরের ছোটাছুটির পর উত্তেজনা। -ফাইল চিত্র

গুলমায় পিকনিকপ্রেমীদের ভিড়। সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবসে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পিকনিক স্পটের কাছে হাতি

বাগডোগরা ও চোপড়া, ২৭ জানুয়ারি : 'রথ দেখা কলা বেচা', সোমবার টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে পিকনিক করতে আগতদের এমনই অভিজ্ঞতা হল। সেদিন বাগডোগরায় জঙ্গলের মাঝে টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে পিকনিক দলের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখান থেকে জংলিবাবার মন্দিরে যাওয়ার রাস্তার পাশে প্রায় ১২টি হাতি চলে আসে। সেইসময় পিকনিক থেকে একটা দল হেঁটে জংলিবাবা মন্দিরের দিকে যাওয়ার সময় হাতি দেখতে পায়। শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার পূর্ণিমা দে রায় বলেন, 'জংলিবাবার মন্দিরে যাওয়ার সময় এতগুলো হাতি একসঙ্গে দেখতে পাব ভাবতে পারিনি। একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এত কাছ থেকে হাতি দেখার সৌভাগ্য হল।'

সেদিন দুপুরেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আরেকটি দাঁতাল হাতি পিকনিক স্পটের দিকে যাচ্ছিল। কাছাকাছি ছিলেন জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির (জেএফএমসি) সদস্যরা। তাঁরাই পটকা ফাটিয়ে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। সেই হাতিটিকে তাই পিকনিক করতে আসা কেউ দেখতে পাননি।

বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'জংলিবাবার মন্দিরের কাছে জঙ্গলে ১২টি হাতি রয়েছে। সেই হাতির দলটিই সোমবার বাইরে চলে এসেছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসে কয়েক হাজার মানুষ পিকনিক করতে এসেছিলেন। সেজন্য বনকর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছিলেন। ফলে বিপদ এড়ানো গিয়েছে।'

সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ আরেকটি দাঁতাল বাউনিভিটা চলে গিয়েছিল। খবর পেয়ে হাতিটিকে বনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

টিপুখোলার পাশাপাশি সোমবার পিকনিকপ্রেমীদের ঢল নামে টি ল্যান্ড, এমএম তরাই, পানিঘাটা রিভার ফ্রন্ট ইকো ট্যুরিজম স্পটেও।

একই ছবি দেখা যায় চোপড়ার হাপতিয়াগছ মহানন্দা সেতুর পাড় ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোক ব্যারেজজুড়ে। দিনভর সাউন্ড সিস্টেমের শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেলেও দিনের শেষে গোলমালের খবর নেই। স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রশিদ আলম বলেছেন, 'সোমবার সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় পিকনিক দলের পাশাপাশি অনেকে বেড়াতে আসেন। মানুষের ভিড়ে নদীপাড়ে মেলা জমে ওঠে।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বাগডোগরা, ২৭ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় সোমবার রাতে মৃত্যু হল ওমাং দেওয়ান নামে ২৮ বছরের এক তরুণের। ওমাং-এর বাড়ি বাগডোগরার অদূরে ভুট্টাবাড়িতে। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিন ওমাং পিকনিক থেকে ফিরে বাগডোগরার ভুজিয়াপানিতে এক বন্ধুর বাড়িতে যান। রাত বারোটা নাগাদ ভুজিয়াপানি থেকে স্কুটিতে ভুট্টাবাড়ি যাওয়ার সময় জাতীয় সড়কে গাড়িতে চাপা পড়েন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তরুণের।

রাজ্য সরকারের কাছে চাকরির আবেদন স্বপ্নার

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার জন্য অঙ্ক কষে এগোচ্ছেন অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন। তৃণমূলের ওপর মহলের নির্দেশে রেলের চাকরিও ছেড়ে দিতে পারেন তিনি। সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় রাজ্য পুলিশে চাকরি পেতে জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারের মাধ্যমে

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজের আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন তিনি।

স্বপ্না গত ছয় মাস ধরেই খেলার জগতের বাইরে। বর্তমানে রাজনীতির অঙ্গিনায় আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যে তৃণমূলের দূতদের এক প্রতিনিধিদল কয়েকদিন আগেই কালিয়াগঞ্জের ঘোষপাড়ায় স্বপ্নার বাড়ি ঘুরে গিয়েছেন। স্বপ্না যে তৃণমূলের টিকিটেই জলপাইগুড়ি জেলার কোনও আসন থেকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হচ্ছেন, তা অনেকটাই পরিষ্কার স্বপ্নার কথায়। তবে, প্রার্থী হওয়ার আগে স্বপ্না দরদাম করছেন, জিতলে তাঁকে মন্ত্রীপদ দিতে হবে। এর উপর স্বপ্না দ্বিতীয় শর্তও জুড়েছেন, রেলের চাকরি ছাড়লে রাজ্য সরকারি চাকরিও লাগবে তাঁর। তৃণমূলের দূতদের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সেই বার্তা আগেই পাঠিয়েছেন স্বপ্না।

গত ১৬ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন স্বপ্না। তারপর থেকেই তাঁর তৎপরতা বেড়েছে। স্বপ্না মনে করছেন, তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হলে বিজেপি তাঁকে চাপ দেবে। তাই রেলের চাকরি তাঁকে ছাড়তে হবে। তার পালটা ছক্‌ও তৈরি করে নিয়েছেন তিনি।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় পুলিশে চাকরি পেতে স্বপ্না লিখিত আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। এ বিষয়ে স্বপ্নার কাছে জানতে চাওয়া হলে তাঁর পালটা প্রশ্ন, 'কোথা থেকে কী করে এইসব খবর পেলেন?' স্বপ্নার কাছে জানতে চাওয়া হয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদনের বিষয়টি কতদূর এগিয়েছে? রেলের চাকরি কবে ছাড়ছেন? স্বপ্না কিছুক্ষণ পর নিজে ফোন করবেন বলে জানালেও আর ফোন করেননি, ধরেনওনি।

পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী অবশ্য স্বপ্নার পুলিশে চাকরির আবেদনপত্র জমা পড়ার বিষয়ে বলেছেন, 'আমার এই বিষয়ে কিছুই জানা নেই।' রাজ্য পুলিশে চাকরি ও মিস্ত্রত্বের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে খুব শীঘ্রই স্বপ্না কলকাতা যেতে পারেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, তাঁর বাড়িতে আসা দলের দুই দূত এবং শিলিগুড়ি থেকে তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা স্বপ্নাকে কলকাতা নিয়ে যাবেন।

তৃণমূলের এক নেতার বক্তব্য, রেলে চাকরি করা অবস্থায় স্বপ্নাকে বিজেপি কখনোই তৃণমূলের প্রার্থী হতে দেবে না। অন্য কোথাও বদলি করে দেবে। তাই স্বপ্না তৃণমূলের ওপর মহলের নির্দেশেই রাজ্য সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করেছেন। সব ঠিক থাকলে, প্রার্থী হওয়ার আগেই তিনি রাজ্য পুলিশে চাকরি পেয়ে যাবেন। তারপর 'কুলিং অফ পিরিয়ড' সিস্টেমে পুলিশের চাকরি থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে ভোটে দাঁড়াবেন। সব মিলিয়ে তৃণমূলের টিকিটে স্বপ্নার প্রার্থী হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

সুরাট থেকে উদ্ধার নাবালিকা

নকশালবাড়ি, ২৭ জানুয়ারি : অবশেষে কাটল দীর্ঘ দেড় বছরের দুশ্চিন্তার মেঘ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঘরে ফিরল নকশালবাড়ির আজমাবাদ চা বাগানের নিখোঁজ হওয়া নাবালিকা। সোমবার পুলিশ তাকে পরিবারের হাতে তুলে দিতেই খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে আজমাবাদ চা বাগান থেকে ১৫ বছরের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে নকশালবাড়ি থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি আচমকাই নাবালিকার মোবাইল ফোনটি ফের সক্রিয় হয়। সেই টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করেই পুলিশ জানতে পারে যে সে গুজরাটের সুরাটে রয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে নকশালবাড়ি থানার একটি তদন্তকারী দল দ্রুত সুরাটে পৌঁছায় এবং তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

এ ব্যাপারে পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নকশালবাড়িরই এক তরুণ গুজরাটে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে প্রথম দিকে ওই তরুণের সঙ্গেই ছিল মেয়েটি। পরে ওই তরুণ মেয়েটিকে একা ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসায় স্বস্তিতে চা বলয়ের সাধারণ মানুষ। তবে অভিযুক্ত সেই তরুণ পলাতক। পুলিশ তার সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে।

প্রসূতির মৃত্যুতে ধুন্ধুমার রামগঞ্জে

নার্সিংহোমে ভাঙচুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৭ জানুয়ারি : চিকিৎসায় গাফিলতিতে প্রসূতিমৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জে একটি নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালাল উন্মত্ত জনতা। মৃতার নাম পিংকি খাতুন (২২)। বিক্ষোভকারীরা প্রায় দেড় ঘণ্টা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস। জনতাকে শান্ত করতে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় এদিন। পুলিশের সঙ্গে একাংশের খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তিও হয়েছে।

আইসি জানিয়েছেন, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বুধবার তা হবে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অবশ্য গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নিয়ম মোতাবেক উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন এদিনের ঘটনার স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত শুরু করেছে বলে জানালেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস। সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে এর আগেও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। রোগীমৃত্যুর জেরে

প্রসূতি মৃত্যুর জেরে ভাঙচুর হওয়ার পর রামগঞ্জের নার্সিংহোম। মঙ্গলবার।

ঝামেলার নজিরও রয়েছে।

মৃতার বাড়ি ইসলামপুর ব্লকের সুজালিতে। পরিবারের দাবি, প্রসবযন্ত্রণার কারণে সোমবার রাতে ওই তরুণীকে রামগঞ্জের নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। রাতে সিজারের পর এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। অভিযোগ, সিজারের পর থেকেই নাকি তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। মঙ্গলবার সকালে প্রসূতির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও পরিচিতরা। তাঁদের একাংশ নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ।

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার আইসি'র নেতৃত্বে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। দীর্ঘ চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন মৃতের পরিজনরা। পিংকির দাদা ফজলে করিম বলছিলেন, 'সিজারের পর থেকেই বোন অস্বস্তি বোধ করছিল। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে বারবার বলেও সুরাহা পাইনি। ডাক্তার ডাকতে বললেও তারা উদাসীন ছিল।' করিমের আরও সংযোজন, 'কোন কোন ডাক্তার আমার বোনের চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর বা তাঁদের নাম আমাদের জানানো হোক। কিংবা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করুক পুলিশ-প্রশাসন।'

নার্সিংহোমের পক্ষে কাইজার আলম অবশ্য দাবি করলেন, 'চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ সঠিক নয়। তবে সিজারের পর থেকে প্রসূতি অস্বাভাবিক আচরণ করছিল। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, প্রসূতির স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে।' কাইজার জানিয়েছেন, নার্সিংহোমে ভাঙচুরের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন তিনি।

রামগঞ্জের স্থানীয়রাও নার্সিংহোমের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির মন্তব্য, 'ব্যবসা ছাড়া ওরা কিছুই বোঝে না। গত বছরও এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল। স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্তারা কী করছেন, কে জানে?' জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথায়, 'সরকারি বা বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রসূতির মৃত্যু হলে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত তদন্ত করি। এই ঘটনারও তদন্ত করা হবে। সেই রিপোর্ট অনুসারে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।'

ফুলের সংসার

গাঁদা ফুলের পরিচর্যায় কৃষক দম্পতি। মঙ্গলবার কোচবিহারে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে উদ্বেগে অভিভাবকরা

বন্ধ স্কুলে নেশার ঠেক

চোপড়া, ২৭ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের একাধিক বন্ধ স্কুল ভবন বর্তমানে সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। একসময় যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পড়ুয়াদের কলকাকলিতে মুখরিত থাকত, আজ সেখানে সন্ধ্যা নামলেই বসছে নেশার আসর। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

চোপড়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক ফারুক মণ্ডল জানান, কাঁচাকালী জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল এবং ভৈষপিটা জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন, চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষকের অভাবে আরও একটি স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে স্কুলগুলি পুনরায় চালু করার বিষয়ে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার কাঁচাকালী জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলটি ২০২৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে স্কুলটি যেন একটি পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। পড়ুয়াসংখ্যা শূন্যে নেমে আসায় শেষপর্যন্ত বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষিকা অন্যত্র বদলি হয়ে যান। বর্তমানে স্কুলবাড়ির চারপাশ আগাছায় ঢেকে গিয়েছে এবং ক্লাসরুমের টেবিল-বেঞ্চে ধুলোর আস্তরণ জমেছে। নির্জন চা বাগান ঘেরা এই ভবনে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা নিয়মিত আড্ডা জমায়। স্থানীয় বাসিন্দা রাকেশ কর আক্ষেপ করে বলেন, 'এভাবে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে।' তিনি মনে করেন, স্কুলটি পুনরায় চালু হলে এলাকার মেয়েদের পড়াশোনার প্রভূত সুবিধা হত। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দারা এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের এমন পরিণতি দেখে মর্মাহত।

- চোপড়া ব্লকের বন্ধ স্কুল ভবনগুলোতে বর্তমানে নিয়মিত নেশার আসর বসছে
- শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর অভাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বালিকা বিদ্যালয় দীর্ঘকাল বন্ধ
- স্থানীয় বাসিন্দারা সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও বিদ্যালয় পুনরায় চালুর দাবি জানাচ্ছেন

অন্যদিকে, হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈষপিটা জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলটি ২০১৫-'১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বন্ধ হয়ে আছে। সেখানেও শিক্ষকের অভাবেই পাঠদান বন্ধ হয়ে যায়। জনসম্পত্তি এলাকায় হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকায় স্কুলের ঘরগুলোতে এখন নেশার সামগ্রী এবং ভাঙা আসবাবপত্র পড়ে থাকে। এলাকাবাসী জাহিদুল রহমানের দাবি, 'বিকেলের পর থেকে জুয়ার আসর বসে এখানে। তবে খুব বেশি টাকার লেনদেন হয় না।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হাসান আলি জানান, বিদ্যালয়টি চালুর ব্যাপারে তাঁরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেন, বর্তমানে সেখানে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ না হলে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

বালি পাচারে গ্রেপ্তার ২

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ জানুয়ারি : নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগে একটি ট্রাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত মহম্মদ এহসান (১৮) এবং মহম্মদ জামশেদ (২১) ভোমাবস্তির বাসিন্দা। সোমবার পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন জগন্নাথপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে চোপড়ার দিকে যাওয়ার সময় লরিটি আটক করে। বৈধ নথি না থাকায় পুলিশ চালক আর খালাসিকে আটক করে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বালিবোঝাই ট্রাক্টর-ট্রলিটিকে। থানায় পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে অভিযুক্তরা মহানন্দা থেকে বালি পাচারের কথা স্বীকার করে নেন। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের জামিন মঞ্জুর করেন বলে জানা গিয়েছে।

সংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসব

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে শুরু হল তিনদিনব্যাপী জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব। এদিন জেলার লোকপ্রসার প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ২০০ জন লোকশিল্পী অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক জয়ন্তকুমার মল্লিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমারেশমি এক্কা, এসজেডিএ বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বনানী মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন ৫০ জন করে, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ৩০০ লোকশিল্পী অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। বুধবার জেলা লোকশিল্পীদের দ্বারা অভিনীত একটি যাত্রাপালা আর বৃহস্পতিবার অর্থাৎ শেষ দিন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় কলকাতার একটি যাত্রাদল মঞ্চস্থ করবে 'গাঁয়ে আসছে ভগবান' নামে একটি যাত্রাপালা। গত বছর চটহাট হাইস্কুলে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। বুধ ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় শুরু হয়ে রাত ৯টায় অনুষ্ঠান শেষ হবে বলে জানালেন উদ্যোক্তারা।

পালটা সভা

বাগডোগরা, ২৭ জানুয়ারি : বিজেপিকে জবাব দিতে এবার পালটা সভা করবে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। দলের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য শংকর মালাকার বলেন, '৩০ জানুয়ারি বাগডোগরা সন্তোষী মায়ের মন্দিরের পাশের মাঠে আমরা জনসভা করব। এই সভায় মহিলা, ছাত্র, যুব সহ সমস্ত শাখা সংগঠন যোগ দেবে।' এই উপলক্ষে মঙ্গলবার বাগডোগরায় প্রস্তুতি সভা করা হয়।

গত শনিবার বাগডোগরা সন্তোষী মায়ের মন্দিরের পাশের মাঠে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তাঁর বক্তব্যে তৃণমূলের শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষ প্রমুখকে জমির দালাল বলে কটাক্ষ করেন। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে একই মাঠে সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে অরুণ নকশালবাড়ি থানায় এবং আনন্দ বাগডোগরা থানায় সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বাজেয়াপ্ত নগদ

খড়িবাড়ি, ২৭ জানুয়ারি : নগদ ছয় লক্ষ টাকা নিয়ে নেপালে প্রবেশের সময় এসএসবি'র জালে শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ী। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নগদ অর্থ ও একটি চার চাকার ছোট গাড়ি। রবিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি খালপাড়ার ভি আগরওয়াল নামে এক ব্যবসায়ী পানিট্যাঙ্কি নতুন মেচি সেতু দিয়ে নেপালে যাচ্ছিলেন। সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালালে মেলে নগদ ভারতীয় মুদ্রায় ৬ লক্ষ টাকা। ধৃতকে আটক করে এসএসবি ক্যাম্পে এনে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন আধিকারিকরা। গভীর রাতে তাঁকে পানিট্যাঙ্কি কাস্টমসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কাস্টমসের এক সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানালেন, রিজার্ভ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী ২৫ হাজার টাকার বেশি নগদ অন্য কোনও দেশে নিয়ে যাওয়া বেআইনি। তাই কাস্টমস আইন অনুযায়ী ৬ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দীর্ঘ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

খড়িবাড়ি, ২৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সোমবার খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘের ক্যাম্পাসে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হয়। এছাড়া সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একটি ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলোর মাধ্যমে খড়িবাড়ি হাটের বিভিন্ন এলাকায় কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞানের ভেলকির নানা অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি গোপাল দে, খড়িবাড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সভাপতি প্রশান্ত মণ্ডল প্রমুখ।

পি এম বাক্‌চি
পঞ্জিকা ১৪৩৩ প্রকাশিত
এবারের পঞ্জিকার বিশেষ আকর্ষণ
সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য নিজে জানুন।
৩৮এ মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬
ফোন : ২৫৫৪৯৮০৬, ২৫৩৩৭৭৮৫

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা মোস্তফা এসকে - কে 05.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75K 90395 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলেন "এই সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাকে আরও ভালোভাবে জীবনযাপন করার শক্তি এবং দক্ষতা দেবে। আমি আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের ডিয়ার লটারির চেষ্টা করার পরামর্শ দিতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজেতার তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

একদিনের মেলা, তাঁবু খাটছে সাতদিন আগেই

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৭ জানুয়ারি : মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে চোপড়া ব্লকে প্রত্যেকবার দলুয়ামেলার আয়োজন করা হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শতাব্দীপ্রাচীন মেলা ঘিরে সপ্তাহখানেক আগে থেকেই জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। দূরদূরান্তের ব্যবসায়ীরা অনেকদিন আগেই এসে গিয়েছেন। এবার চোপড়া ও সংলগ্ন এলাকা এবং বিহার থেকে ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করেছেন। মেলা ও মন্দির কমিটির সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠক করেন পুলিশ ও প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, ডিএসপি রাহুল বর্মন, বিডিও সৌরভ মাজি প্রমুখ।

চোপড়ায় জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় দুই কিমি দূরে ডোক নদীর ধারে দলুয়া শিব মন্দির অবস্থিত। দলুয়ায় ডোক নদী উত্তরদিকে প্রবাহিত হয় বলে স্থানীয়ভাবে নদীটিকে গঙ্গা বলা হয়। স্থানীয় সাধক পাহাড় সিংহের উদ্যোগে দলুয়া ডোক নদীর তীরে গঙ্গাপুজো ও স্নানের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিবছর এখানে মাঘীপূর্ণিমায় উত্তরবাহিনী নদীতে স্নান করে মন্দির দর্শনের জন্য পুণ্যার্থীরা ভিড় জমান। মন্দির কমিটির সদস্য কমলেশচন্দ্র সিংহ বলেন, 'মূল মেলা বসবে ১ ফেব্রুয়ারি। ৩১ জানুয়ারি রাতে পুজো হবে।'

এই মেলায় সম্প্রীতির ছোঁয়া রয়েছে। মেলা কমিটিতে রয়েছেন মুসলিমরাও। মেলা কমিটির সদস্যদের সাদিক আখতার

দলুয়ায় মেলার প্রস্তুতি। মঙ্গলবার।

জানালেন, এবারও মেলা কমিটিতে সিংহভাগ সদস্য মুসলিম। আরেক সদস্য মহম্মদ ইসমাইল বলেন, 'ভিড় সামলাতে ১০০ স্বেচ্ছাসেবক চিহ্নিত করা হয়েছে। মেলা এবং পুজো কমিটির উদ্যোগে এবার পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

মেলায় প্রতিবার কলকাতা, মায়াপুর, শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি থেকে ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। তাঁদের মধ্যে একজন শ্রী রাম। বললেন, 'নদিয়া থেকে এসেছি। ১৫ বছর ধরে এখানে খেলনার দোকান দিচ্ছি। সাতদিন আগে থেকে এসে জায়গা ধরতে হয়েছে।' একইভাবে মেলায় নিজেদের দোকান সাজাতে ব্যস্ত কলকাতার মহম্মদ আকবর, শিলিগুড়ির বিকুকুমার গুপ্ত, পিংকু সিনহারা। কামারগছ, কুমারটোলা, চৌধুরীগছ, শীতপাড়া সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষকে নদী পারাপার করে মেলায় আসতে হয়। ঘুরপথে পাঁচ-সাত কিমি দূরে যেতে হয়। সেকারণে একদিনের নদী পারাপারের জন্য প্রতিবার সাঁকো তৈরি করা হয়। এবারও তৈরি করা হবে। সাঁকো কমিটির সম্পাদক আবদুল জব্বার বলেন, 'দুইদিনের সাঁকো বানাতে প্রায় ১ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দা মেজের আলম জানালেন, নদী পারাপারের জন্য প্রত্যেককে কাছে ১০ টাকা করে নেওয়া হয়।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এবার মেলাটি ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬০০ টাকায় নিলাম করা হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়াবুল রহমান বলেন, 'পানীয় জল, অস্থায়ী শৌচালয় এবং মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকছে। জাতীয় সড়ক থেকে মেলার লিংক রাস্তা দুটির মধ্যে একটিতে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আরেকটির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৯ সংখ্যা, বুধবার, ১৪ মাঘ ১৪৩২

কোন পথে ইরান

ইরানে নতুন করে বিদ্রোহের এক মাস পার। ইতিমধ্যে অনেকটাই সংবাদের আড়ালে চলে গিয়েছে ঘটনাটি। আন্দোলন কিছুটা থিতিয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। প্রায় ২২ হাজার লোকের গ্রেপ্তার ও ৩ হাজারের বেশি মৃত্যুতে কি তাহলে শেষ হয়ে গেল আন্দোলন। গত ডিসেম্বরের ২৮ তারিখে বাজার ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল। গত এক মাসের ঘটনাপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে অবশ্য তা মনে হয় না।

বরং এবারের বিদ্রোহে শাসক শিবিরে ভাঙন ধরার বার্তা স্পষ্ট। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন শ্রেণির অনুগামীদের একাংশ এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। শাসকের সহযোগী সেই অংশটি হলেন ইরানের বণিকরা। চলতি কথায় যাঁদের বাজারি বলা হয়ে থাকে। এই বাজারিরা ব্যবসার ঝাঁপ বন্ধ করে ডিসেম্বরে প্রথম মিছিল শুরু করেছিলেন। পরেরদিন ২৯ ডিসেম্বর অন্য কিছু দেশের মতো জেন জেড ওই মিছিলে শামিল হওয়ায় আন্দোলন উসকে ওঠে।

গত দুই শতাব্দী ধরে ইরানের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির লাগাম ছিল বণিকদের হাতে। ইসলামিক বিপ্লবে যাঁদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। কিন্তু অন্য সুবিধাভোগী শ্রেণির তুলনায় ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে তাঁরা কোণঠাসা ছিলেন। তবু এর আগের বিভিন্ন বিদ্রোহে তাঁরা কখনও শামিল হননি। সেই প্রেক্ষাপটে ২০২৫-এর শেষদিকে এসে বণিকদের মিছিলের ডাক শাসক শিবিরে হৃৎকম্প তৈরি করার জন্য যথেষ্ট।

বণিকদের বিপক্ষে যাওয়া ঠেকাতে ইসলামি শাসকরা তাই শেষপর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। যে কারণে আন্দোলনের ওপর বলপ্রয়োগের ঘটনা কিছুটা দেরিতে শুরু হয়েছে। যখন আর কিছুতেই বাজারি গোষ্ঠীকে পক্ষে রাখা সম্ভব নয় মনে করেছে ইরান সরকার, তখন শুরু হয়েছে দমনপীড়ন। সেই বলপ্রয়োগে পুলিশের চেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে আধাসেনাকে। এভাবে বণিকদের প্রতি সংযমের বার্তা দেওয়ার শেষ চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মসজিদে হামলা শুরুর পর স্পষ্ট হয়, বণিকদের সমর্থন ধরে রাখা আর সম্ভব নয়।

শেষপর্যন্ত সফল হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থাকলেও এই কারণে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ওপর এই আন্দোলন অন্যতম বড় ধাক্কা। প্রথমে দ্বিধায় থাকলেও শেষপর্যন্ত যে বলপ্রয়োগের পথে ইরানের শাসকরা হেঁটেছেন, তার তীব্রতা ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের তুলনায় কম নয়। মৃতের সংখ্যা তিন হাজারের মতো বলা হলেও আসল পরিসংখ্যান আরও বেশি। কিন্তু বিদ্রোহের যে মশাল জ্বলেছে, তা ধিকিধিকি করে বহুদিন জ্বলবে।

একথা বলার যুক্তি হল- এই আন্দোলনে 'স্বৈরাচারীর মৃত্যু' চেয়ে স্লোগান। যাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিদ্রোহী ইরানবাসীর কাছে দেশটা প্রজাতন্ত্রের খোলস থাকলেও বাস্তবে স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। আমেরিকা, ইজরায়েলের আক্রমণ ও লাগাতার হুমকির মুখে দেশের অভ্যন্তরে এই মনোভাব ইরানের শাসকদের পক্ষে ঘরে-বাইরে আগুন জ্বলে ওঠার ইঙ্গিতবাহী। জেন জেড-এর পহলভি রাজবংশের প্রত্যাবর্তনের দাবি ও তাতে মার্কিন-ইজরায়েল সমর্থন ইরানি শাসকদের ওপর বিরাট চাপ সন্দেহ নেই।

বাইরের সহযোগিতার চেষ্টা শেষপর্যন্ত ইরানি জনগণ গ্রহণ করলে আন্দোলন পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বৈকি। তাতে বাইরের শক্তির স্বার্থে বিদ্রোহ পরিচালিত হতে পারে। যা দেশের স্বার্থের প্রতিকূলও হতে পারে। কিন্তু শাসকের দমনপীড়ণের কারণে সেদিকে বিদ্রোহ চলে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। বিদ্রোহ অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ায় যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠার ও জনগণকে সংগঠিত করার সুযোগ হয়নি।

এই কারণে আন্দোলন ইরানি জনগণের স্বার্থের বিপরীতে চলে যেতে পারে সন্দেহ নেই। দেশের শাসকের বদলে বিদেশি শক্তির খপ্পরে পড়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এই প্রথম ইরানি শাসকের কেঁপে ওঠার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর আগে ২০০৯, ২০১৮-'১৯ ও ২০২২-'২৩-এর আন্দোলনগুলিকে যেভাবে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, চলতি বিদ্রোহকে উৎপাটন করা তত সহজ আর হবে না। এই বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য এটাই।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

ভাঙছে পুরোনো গদি, কার হাতে বিশ্ব?

ট্রাম্পের হুংকারে কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নির 'মাস্টারস্ট্রোক'। তাঁর ভাষণ এখন সারা পৃথিবীতে ট্রেন্ডিং।

জয়জিৎ বণিক

গত কয়েক দশক ধরে আমরা এক মায়ার জগতে বিভোর ছিলাম। ভেবেছিলাম পৃথিবীটা বুঝি নিয়মকানুন আর সাম্যের এক সুতোয় বাঁধা। কিন্তু দাভোস-এর ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি যে 'সপাটে চড়'টা বিশ্ব রাজনীতির গালে কষালেন, তাতে সেই আরামদায়ক মায়া এক লহমায় চুরমার হয়ে গেছে। কার্নির এই ভাষণ স্রেফ শব্দ নয়, বরং বিশ্ব ক্ষমতার রদবদলের এক নতুন ইস্তাহার।

মিথ্যের দোকানে আর কতদিন?

কার্নি তাঁর বক্তৃতায় চেক লেখক ভাকলাভ হাভেলের সেই সবজি বিক্রেতার গল্পটি টেনে আনেন। যে দোকানের সামনে ঝোলাত— 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' অথচ সে নিজে বা তার খদ্দের, কেউ তাতে বিশ্বাস করত না। শুধু 'ঝামেলা এড়াতে' মিথ্যের ওই সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখা হত। আমরাও গত ৩০-৪০ বছর ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঠিক এই কাজটিই করেছি। আমরা মুখে বলেছি 'রুলস বেসড অর্ডার' বা নিয়মনীতির বিশ্ব। অথচ আমরা জানতাম, শক্তিশালী দেশগুলো যখন ইচ্ছা এই নিয়ম ভাঙে। বড় শক্তিরা যখন অন্য রাষ্ট্র দখল করে বা অর্থনৈতিক অবরোধ চাপায়, তখন সেই নিয়মের বই ধুলো পড়ে আলমারিতে থাকে। আমরা স্রেফ 'ঝামেলা এড়াতে' মিথ্যার এই সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। কার্নি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, মিথ্যের ওই সাইনবোর্ড নামানোর সময় এসে গেছে। এবার রুক্ষ বাস্তবকে স্বীকার করার পালা।

রুক্ষ বাস্তব : গায়ের জোরই কি শেষকথা?

আজকের ভূ-রাজনীতি কোনও নিয়ম মানে না। ইউক্রেন থেকে গাজা, বা দক্ষিণ চিন সাগর থেকে লোহিত সাগর— সর্বত্রই পেশির লড়াই। আমেরিকা, চিন বা রাশিয়ার মতো অতি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এখন বাণিজ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। আগে আমরা ভাবতাম বিশ্বায়ন মানেই প্রগতি। এখন দেখছি, বিশ্বায়ন মানে অন্যের ওপর নির্ভরতা, যা শেষপর্যন্ত দাসত্বে পরিণত হতে পারে। আজকে যদি কোনও দেশ তার নিজের খাবার তৈরি করতে না পারে, নিজের জ্বালানি জোগাড় করতে না পারে, তবে বড় শক্তির দাদাগিরির সামনে তাকে মাথা নত করতেই হবে। আপনার কাছে সেমিকনডাক্টর বা খনিজ নেই? আপনি অন্যের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। কার্নি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, যে দেশ নিজের খাদ্য, জ্বালানি এবং প্রতিরক্ষার সুরক্ষা নিজে দিতে পারে না, তার হাতে কোনও বিকল্প থাকে না। যে শক্তিশালী, সে যা খুশি করবে; আর যে দুর্বল, তাকে সব সহ্য করতে হবে। এই রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। একেই কার্নি বলছেন নৃশংস বাস্তব। আর এখানেই কার্নির ভাষণের আসল চমক। তিনি বলছেন, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলো হয়তো 'সুপারপাওয়ার' নয়, কিন্তু তারা 'মিডল পাওয়ার' বা মধ্যম শক্তির দেশ। ভারতও আজ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। যখন বড় দেশগুলো বিশ্ববাণিজ্যকে পঙ্গু করে দেয় বা রাষ্ট্রসংঘকে গুরুত্বহীন করে তোলে, তখন মধ্যম শক্তির দেশগুলোর সামনে দুটো পথ থাকে। হয় কোনও বড় শক্তির লেজুড়বৃত্তি করে দাসত্ব মেনে নেওয়া, অথবা নিজেদের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে একটা নতুন পথ তৈরি করা।

আমাদের করণীয় কী?

কার্নি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, একা বাঁচা সম্ভব নয়। বড় শক্তিরা একলা চলতে পারে কারণ তাদের বাজার বড়, সৈন্যসামন্ত অঢেল, আছে বিশাল পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের সম্ভার। কিন্তু আমাদের মতো দেশগুলোকে জোট বাঁধতে হবে। তবে সেই জোট কোনও পুরোনো পচা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে নয়, বরং নির্দিষ্ট ইস্যুতে নির্দিষ্ট অংশীদারদের নিয়ে। আত্মনির্ভর হও, খাদ্য, শক্তি এবং খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে। বিকল্প পথ খোঁজে, শুধু একটি মোড়ল দেশের ওপর নির্ভর না করে একাধিক দেশের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি করে। এবং অবশ্যই বর্তমান পৃথিবীর সত্যকে স্বীকার করো। বিশ্বজুড়ে যে ফাটল ধরেছে, তাকে অস্বীকার না করে তার মোকাবিলা করো। পুরোনো বিশ্বব্যবস্থা আর ফিরবে না। সেটা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। এখন সময় শক্ত হাতে হাল ধরার। সাধারণ মানুষের ভাষায় বলতে গেলে, পাড়ার মোড়লরা যখন নিজেদের মধ্যে মারপিট শুরু করে, তখন সাধারণ গৃহস্থকে যেমন নিজের ঘর সামলাতে হয় এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়তে হয়, বিশ্বের মানচিত্রেও এখন সেই পরিস্থিতি। কানাডার প্রধানমন্ত্রী আমাদের সেই সতর্কবার্তাই দিয়েছেন। মিথ্যার সাইনবোর্ড নামিয়ে রুক্ষ বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখন আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ লিখতে হবে।

বড় মোড়লকে রুখে দেওয়ার সাহস

কার্নির এই স্পষ্টবাদিতা সহ্য হয়নি হোয়াইট হাউসের বর্তমান বাসিন্দার। ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আক্রমণ শানিয়ে দাবি করেছেন, 'আমেরিকার দয়ায় কানাডা টিকে আছে।' এখানেই শেষ নয়, কার্নিকে শিক্ষা দিতে তাঁর স্বপ্নের 'বোর্ড অফ পিস' থেকে কানাডার আমন্ত্রণ একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু বিশ্বজুড়ে প্রশ্ন উঠেছে— এটা কি শান্তি উদ্যোগ না কি মোড়লিপনার ক্লাব? ট্রাম্প যখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা আর ইগো দিয়ে বিশ্বকে শাসন করতে চাইছেন, কার্নি তখন দাঁড়ালেন এক স্থিতধী রাষ্ট্রনায়কের মতো। ট্রাম্পের লেনদেনের রাজনীতির বিপরীতে কার্নি তুলে ধরলেন মূল্যবোধ আর আত্মমর্যাদার কূটনীতি। ট্রাম্পের হুমকিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কারও দয়ায় নয়, কানাডা নিজের ক্ষমতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে জানে। ট্রাম্প যেখানে বিশ্বকে ভাগ করছেন, কার্নি সেখানে তর্কের খাতিরে হলেও একজোট হওয়ার ডাক দিচ্ছেন।

একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি যখন 'বিগ বুলি' বা বড় শক্তির দাদাগিরিতে তটস্থ, তখন কার্নি সেই বিরল ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন যিনি চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, যদি আপনি আলোচনার টেবিলে না থাকেন, তবে ধরে নেবেন আপনি মেনুতে আছেন! অর্থাৎ, বড় শক্তিগুলো আপনাকে সুযোগ পেলেই ছিঁড়ে খাবে। ভারত বা কানাডার মতো 'মধ্যম শক্তি'র দেশগুলোর কাছে এখন দুটোই পথ— হয় মোড়লের লেজুড়বৃত্তি করে আত্মবিসর্জন দেওয়া, নয়তো নিজেদের জোট শক্তিশালী করে বিকল্প পথ তৈরি করা। কার্নি দ্বিতীয় পথটির পক্ষেই সওয়াল করেছেন। আজ ডব্লিউটিও থেকে রাষ্ট্রসংঘ— সব প্রতিষ্ঠান যখন বড়দের হাতের পুতুল, তখন কার্নির এই জেদ এক নতুন মেরুকরণের জন্ম দিচ্ছে।

ইউক্রেন থেকে গাজা— সর্বত্রই এখন পেশির লড়াই আর দাদাগিরির দাপট। মার্ক কার্নির সতর্কবার্তা স্পষ্ট : বড় শক্তির ওপর অন্ধ নির্ভরতা আসলে এক ধরনের দাসত্ব। এই বদলে যাওয়া মানচিত্রে ভারত বা কানাডার মতো 'মধ্যম শক্তি'র দেশগুলোকে আজ আত্মনির্ভরশীলতার পথ বাছতে হবে। বড়দের লড়াইয়ে ঘাস না হয়ে, খাদ্য ও জ্বালানি সুরক্ষায় স্বাবলম্বী হওয়া এবং কৌশলগত জোট গঠনই হবে আগামীর শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

ভারতের শিক্ষা ও আগামীর পথ

বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত এক অদ্ভুত ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। একদিকে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা, অন্যদিকে আমেরিকার সঙ্গে প্রযুক্তিগত চুক্তি, আবার ব্রিকস বা কোয়াড-এর মতো জোটে থাকা— এই 'মাল্টি-অ্যালাইনমেন্ট' বা বহুমুখী জোটের নীতিই হল কার্নির বর্ণিত 'ভ্যালু-বেসড রিয়েলিজম'। অর্থাৎ, আদর্শের বুলি নয়, নিজের স্বার্থের বাস্তবতায় পা রাখা। কার্নির বার্তা পরিষ্কার— আত্মনির্ভরশীলতা আর কৌশলগত জোটই হবে আগামীর শ্রেষ্ঠ ঢাল। মধ্যম শক্তির দেশগুলো যদি জোটবদ্ধ না হয়, তবে বড় শক্তিগুলো আমাদের ছিঁড়ে খাবে। দুই ক্ষুধার্ত ষাঁড়ের লড়াইয়ে ঘাসের দশা যেন না হয়, সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ এই মধ্যম শক্তির দেশগুলির কাছে। কার্নির এই ভাষণ আজ গ্লোবাল ট্রেন্ডিং। কেন? কারণ তিনি সেই অপ্রিয় সত্যটা বলেছেন যা সবাই জানত কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছিল। ট্রাম্পের ইগো আর পেশির লড়াইয়ের জমানায় মার্ক কার্নি বুঝিয়ে দিলেন, দাদাগিরিই শেষকথা নয়; সৎ সাহস আর স্বাধীনচেতা কূটনীতিই হতে পারে আগামীর রক্ষাকবচ। মিথ্যের সাইনবোর্ড খসে গেছে, এবার বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর সময়।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

১৮৭৭

আজকের দিনে জন্ম ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পুলিনবিহারী দাসের।

১৯৮৬

মহাকাশযান দুর্ঘটনায় এদিন মারা যান ক্রিস্টা করিগান ম্যাকঅলিফ।

আলোচিত

এতদিন নির্বাচন কমিশন বেশি সংখ্যক মানুষকে ভোটার করার লক্ষ্যে কাজ করত। এই প্রথম সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি ভোটারদের নাম কাটার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। দিদি ইডি'র থেকে পেনড্রাইভ নিয়ে নিয়েছেন। কমিশন ভোট চুরি করছিল। দিদি ডিজিটাল ডাকাতি রুখে দিয়েছেন।

- অখিলেশ যাদব

ভাইরাল/১

ঠিক যেন 'ধুরন্ধর'-এর হামজা আলি মাঝারি। পর্দার মারকাটারি স্পাইয়ের মতোই দাড়ি, সুদর্শন, ফর্সা। এমনই একজনের ছবি তুলে এক তরুণী ইনস্টাগ্রামে আপলোড করার পর থেকেই তা নিমেষে ভাইরাল। প্রসঙ্গত মার্চে ধুরন্ধর-এর পার্ট টু রিলিজ হতে চলেছে।

ভাইরাল/২

এবারে এআই দিয়ে তৈরি ডিপফেক ভিডিও'র শিকার হলেন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আলিনা আমির। অভিযোগ, আলিনার একটি ফেক ভিডিও পাকিস্তানি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়েছে। ঘটনায় সরকারকে ব্যবস্থা নিতে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

জনমন
জনমত

এনজেপি হোক গ্রেটার শিলিগুড়ি জংশন

'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের' নাম রাখা হোক 'গ্রেটার শিলিগুড়ি জংশন' স্টেশন। এই দাবি মোটেই অনুচিত নয়। বর্তমানে যে এলাকায় এনজেপি স্টেশন রয়েছে সেই জায়গাটি এখন

শিলিগুড়ি পুরসভা, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার এবং শিলিগুড়ি পোস্টালের অধীনে। সেজন্য 'গ্রেটার শিলিগুড়ি জংশন'-এর দাবি আরও জোরালো হওয়া উচিত। ষাট দশকের কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার অপরিকল্পিত মানসিকতার জন্য 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন' নামে স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

বর্তমানে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যেভাবে এলাকার উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে তার জন্য সময় হয়েছে নাম পরিবর্তনের। আশা রাখি রেলওয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এই দাবি বিবেচনা করবে এবং স্থানীয় মানুষের আন্তরিক দাবিকে মান্যতা দেবে।

সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।

নিবিড় সংশোধন

নিবিড়ভাবে কিছু সংশোধন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিঁখুত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি যদি সুপরিকল্পিত এবং সহজ-সরল না হয় তবেই ভুলভ্রান্তি ভিড় করে আসে। তখন সাধারণ মানুষের জীবনে শুরু হয় নির্মম ভোগান্তি। ভুল না করেও মাশুল গুনতে হয়। ভুলের উৎস যেখানে, কৈফিয়ত চাওয়া হয় না সেখানে। স্বাভাবিকভাবেই উৎস দায়মুক্ত। দায় নেই বলে ভুল বাড়ে আড়েবহরে। শাস্তিটাস্তির ব্যাপার নেই বলে স্বস্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে একচেটিয়া।

এসআইআরের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে সব দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের ওপর যাঁরা এই ভুলের সঙ্গে কোনও মতেই সরাসরি যুক্ত নন। কী বিচিত্র নিয়ম! এই ভয়ংকর সুন্দর নিয়মের জন্য একদিকে ফুরফুরে নিশ্চিন্তি আর অন্যদিকে অনিশ্চয়তার ছড়াছড়ি। এক আজব পরিস্থিতি আষ্টেপৃষ্ঠে। নিষ্কৃতি তো অনেক দূর। এহেন উদ্ভট পরিস্থিতির পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু অব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গোসানিমারি ঢিপির পুনর্গঠন কি সময়ের দাবি?

হেরিটেজ স্বীকৃতি ও বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের মাধ্যমেই এই ঐতিহাসিক স্তূপ বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে যথাযোগ্য স্থান পাবে।

মলয় চক্রবর্তী

কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি ঢিপি বা রাজপাট গবেষকদের কাছে 'উত্তরবঙ্গের হরপ্পা' নামে পরিচিত। এটি কেবল এক প্রাচীন স্তূপ নয়, বরং ইতিহাস, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক নস্টালজিয়ার এক বহুমাত্রিক দর্পণ। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মতে, এটি ছিল মধ্যযুগের প্রভাবশালী কামতা রাজ্যের রাজধানী কামতাপুরের মূল দুর্গ, যা আর কেবল লোককথার গৌরবগাথা নয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগের দু'বছরব্যাপী উৎখননে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে বিশাল ইটের প্রাচীর, পাতকুয়া, সমান্তরাল দেওয়াল এবং সুউচ্চ প্রস্তর সৌধের ভগ্নাংশ। এই নিদর্শনের নির্মাণকাল আনুমানিক নবম-দশম থেকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এক হাজার বছরেরও বেশি সময়ের এক ধারাবাহিক ও জীবন্ত ইতিহাসের সাক্ষী এই জনপদ। এখানকার মাটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে কামতা-কামতাপুর সভ্যতার উত্থান ও পতনের অজানা ইতিবৃত্ত।

প্রত্নসম্পদ ও শিল্পকলার আকর

খেন বংশীয় নৃপতিদের এই রাজপাটে মাটির নীচ থেকে উঠে এসেছে বিস্ময়কর সব নিদর্শন। পোড়ামাটির দেবদেবী ও প্রাণীমূর্তি, সুলতানি আমলের রৌপ্যমুদ্রা, এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তামা ও রৌপ্যমুদ্রাও এখানকার বাণিজ্যিক গুরুত্বের প্রমাণ দেয়। পাল-সেন যুগীয় ভাস্কর্যশৈলী এখানে স্পষ্ট যা আঞ্চলিক শিল্পকলার উৎকর্ষ নির্দেশ করে। একদিকে যেমন স্থানীয় প্রবীণ সমাজের বিশ্বাস যে, দেবী কামতেশ্বরীর

আদেশে বিশ্বকর্মা এক রাত্রিতে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, অন্যদিকে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা প্রাণনারায়ণের নাটমন্দির নির্মাণের ঐতিহাসিক বয়ানও সমানভাবে গুরুত্ব পায়। ইতিহাস ও কিংবদন্তির এই দ্বৈত-ধারা আসলে প্রমাণ করে, গোসানিমারি কোনও একক কালপর্বের নিদর্শন নয় বরং যুগের পর যুগ ধরে এটি ক্ষমতার কেন্দ্র, আধ্যাত্মিক পীঠস্থান এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের এক মজবুত সেতুবন্ধন হিসেবে সক্রিয় ছিল।

মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ও বহুত্ববাদী উত্তরাধিকার

ভৌগোলিকভাবে কালজানি, তোর্ষা ও জলঢাকা নদী-অববাহিকা বেষ্টিত এই অঞ্চলে একসময় মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রবল প্রভাব ছিল। গবেষকদের মতে, গোসানিমারি ছিল মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান যেখানে ধর্মীয় অনুশীলন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমান্তরালভাবে পরিচালিত হত। সেই সুবিস্তীর্ণ বৌদ্ধ প্রভাবের স্মৃতিচিহ্ন এখানকার ইট-গাঁথনির বিন্যাস ও ভাস্কর্যশৈলীতে ফুটে ওঠে। এই যে সুগভীর আন্তঃধর্মীয় সংলাপ তথা সৃজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা উত্তরবঙ্গের বহুত্ববাদী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু যথাযথ সরকারি সংরক্ষণ ও ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভাবে এই প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের অনেক দিক আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা এই অজানা ইতিহাসকে উদ্ধার করা এখন ঐতিহাসিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আমাদের শেকড়ের সন্ধান দেবে।

সংরক্ষণ ও পর্যটনের নতুন দিগন্ত

সাম্প্রতিককালে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ পাল, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, ডঃ সুজিত ঘোষেরা গোসানিমারিকে 'রাজ্য হেরিটেজ' স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিকে এক সংহত ঐতিহাসিক প্রস্তাব হিসেবে তুলে ধরেছেন। কারণ, এই ঢিপির গভীরে লুকিয়ে আছে ব্রিটিশ ও মোগল যুগেরও পূর্ববর্তী অজস্র অজানা তথ্য, যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত হলে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসচর্চা এক নতুন আন্তর্জাতিক ভাষ্য পাবে। পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা এখানে শুধু অর্থনৈতিক নয়, এটি লোকসংস্কৃতি, রাজবংশী ঐতিহ্য ও স্থাপত্য-ইতিহাসের এক সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারে। তাই গোসানিমারিকে হেরিটেজ স্বীকৃতি ও পরিকল্পিত পর্যটন কাঠামোর মধ্য দিয়ে নতুন করে পাঠ করা মানে শুধু অতীতকে উদ্ধার করা নয়, বরং উত্তরবঙ্গকে বিশ্বের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে এক সম্মানযোগ্য পরিচয় এনে দেওয়া।

(লেখক শিক্ষক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫৫

পাশাপাশি : ২। মূল ভাষার বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ ৫। প্রতিভা ৬। গড়ে ৮। বহুলোকের দলবদ্ধ হয়ে মারামারি ৯। ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক, নতুন ১১। শিব ১৩। পরিত্যক্ত ১৪। অতি দ্রুতবেগে ঘোরার ভাব।

উপর-নীচ : ১। ভয়জনিত বিকারের ভাব ২। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বক্ষণ ৩। সিদ্ধিখোর ৪। কবিতার আরম্ভে মাঝে বা শেষে কবির নামযুক্ত উক্তি ৬। ভারতের পবিত্র নদীবিশেষ, শিবপত্নী ৭। ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৮। পুত্র, বালক ৯। নাকের একপাশে পরবার গয়না ১০। বাপের বাড়ি ১১। বলিষ্ঠ ১২। মোটা খুঁটি ১৩। বন্যা, জলপ্লাবন, জলোচ্ছ্বাস।

সমাধান ■ ৪৩৫৪

পাশাপাশি : ১। কড়মা ৪। দজ্জাল ৫। তামা ৭। ভণ্ডুল ৮। তিরস্কার ৯। মান্যবর ১১। ডাহুক ১৩। সখা ১৪। গঞ্জিকা ১৫। তসর।

উপর-নীচ : ১। ককুভ ২। মাদল ৩। দলপতি ৬। মান্দার ৯। মান্দাস ১০। রত্নগর্ভা ১১। ডাকাত ১২। কঙ্কর।

ভালো খবর

তামিলনাড়ুর বিরুধুনগরের সেলভাকুমার ওরফে 'টেলর ব্রো' গত ১৮ বছর ধরে এক অনন্য বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছেন। দারিদ্র্যের কারণে নিজের বোন আত্মহত্যা করায় তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, অর্থের অভাবে কোনও নারী আর প্রাণ দেবেন না। মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে তিনি এ পর্যন্ত ৪.৬ লক্ষ মানুষকে দর্জিবিদ্যার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। নিজের দশম শ্রেণির জ্ঞান ও মায়ের থেকে শেখা দক্ষতাকে সম্বল করে তিনি অসহায় নারী, বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ ও রূপান্তরকামীদের স্বাবলম্বী করে তুলছেন। প্রতিদিন ৫০ জনকে সরাসরি এবং ইউটিউবের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি বিনা পয়সায় প্রশিক্ষণ দেন। সেলভাকুমার এ পর্যন্ত ৪২ হাজার নারীকে নিজস্ব দোকান খুলতে সাহায্য করেছেন এবং ৫৭টি দোকানের সেলাই মেশিন নিজেই কিনে দিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য এক কোটি নারীকে আর্থিকভাবে স্বাধীন করা।

বঙ্গ কোর কমিটির সঙ্গে নীতিন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক জনমুখী প্রকল্পের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে হাতিয়ার করতে কমল মেলার আয়োজন বকলমে বিজেপির। কিন্তু শিল্পনগরী দুর্গাপুরবাসীর কাছে সেই মেলার আকর্ষণ নিয়ে সন্দিহান বিজেপি নিজেই। রাজ্যের ক্ষমতায় পরিবর্তনের দাবিতে '২৬-এর নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রচারের যে মেগা শো-র উদ্বোধন করতে হাজির সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন, সেই মেলাকে আকর্ষণীয় করতে সংগীত শিল্পী মোনালি ঠাকুরকে এনে মেলার আকর্ষণ বৃদ্ধির কথা স্বীকার করা হয়েছে বিজেপির মিডিয়া সেলের পেজে। মোদি, শা-র পর নীতিন নবীনের রাজ্য সফর দলে প্রভাব ফেলবে কিনা নিশ্চিত নয় দল।

এদিন বিকেলে বর্ধমানের অন্ডাল বিমানবন্দরে পৌঁছোনোর পর নীতিনকে স্বাগত জানান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বিমানবন্দরে নতুন সভাপতিকে অভ্যর্থনা ও পরে মেলার মাঠ পর্যন্ত রাস্তায় বাইক মিছিলের আয়োজনে কোনও ঘাটতি ছিল না। সূচি অনুযায়ী ফিতে কেটে মেলার উদ্বোধনের পর নীতিন নিজেও জলসায় গান শোনেন। তারপর স্থানীয় একটি হোটেলে দলের কোর কমিটির সঙ্গে মিলিত হন তিনি।

ভোটের আগে রাজ্যের সম্ভাবনাময় আসন ধরে তৃণমূল স্তরে প্রচারকে তীব্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন সুনীল বনশল। উত্তরবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গের শতাধিক আসনকে সম্ভাবনাময় ধরে এইসব বিধানসভা আসনে ৬৪ লক্ষ ভোটারের কাছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে নিবিড় প্রচার চান বনশল। সেই অঙ্কেই রাঢ়বঙ্গের দুর্গাপুরে কমল মেলার পরিকল্পনা। মেলায় প্রায় ৮০টি স্টলে দেশের জন্য মোদি সরকারের শতাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলা সফল করতে ও সম্ভাবনাময় বর্ধমান বিভাগ থেকে '২৬-এর বিধানসভায় সবাধিক আসন জিততে বুধবার মেলা প্রাঙ্গণের সভায় রাঢ়বঙ্গ জোনের বর্ধমান বিভাগের নেতা-কর্মীদের ডাকা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রানিগঞ্জেও আসানসোল বিভাগের নেতা-কর্মীদের সভায় ভাষণ দেবেন তিনি। তার আগে মঙ্গলবার রাতেই রাজ্যে বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করবেন নীতিন।

সংঘাত এড়িয়ে শিল্প বার্তা

বনধ হবে না জানিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবাণী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : রাজ্যে শিল্পায়ন নিয়ে বারবার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু শিল্পের জন্য জনজাতি ও সংরক্ষিত গোষ্ঠীর দাবিকে উপেক্ষা যে করা যাবে না, শিল্পপতিদের সেই বার্তাও দিলেন মমতা। ফলে নিজেকে যখন 'বনধ বিরোধী' বলে মমতা দাবি করে আসেন, তখন তাঁর এই বার্তায় শিল্পমহলে যে অন্য প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে নিশ্চিত বণিকসভার একাংশ। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, 'এখন বাংলায় আর বনধ হয় না। বাম আমলে এই বনধ ও ধর্মঘটের জন্য ৭৫ লক্ষ কর্মদিবস নষ্ট হয়েছিল। তাই শিল্পের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কলকাতা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে গেলে দেখতে পাবেন দু-ধারে কত শিল্প হয়েছে। এগুলি কিছুই ছিল না। এখন শিল্পপতিরা এই রাজ্যে আসতে চাইছেন।'

এরপরই সতর্কবার্তার সুরে শিল্পপতিদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু, রাজ্যে ৩০ শতাংশের একটি গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের সঙ্গে সংঘাতে গেলে পরিস্থিতি জটিল হবে। ঝগড়া হলে রাস্তা বন্ধ হবে, কারখানা বন্ধ হবে। তখন আমাদের বাঁচা মুশকিল হয়ে যাবে। রাজ্যে ৩০ শতাংশ তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় রয়েছে। তাঁদের ভাবাবেগে আঘাত করলে রেল অবরোধ হয়ে যায়। তাই সকলকে অনুরোধ করব, সকলে শান্তিতে থাকুন। কারোর ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না।' তারপরই পরিস্থিতি সামাল দিতে মমতা বলেন, 'মনে রাখবেন আমি কিন্তু বনধ বিরোধী। বনধ আমি হতে দেব না। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জোরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ হচ্ছে। পুরুলিয়ার মতো জেলাতেও বদলের ছবি এখন চোখে পড়ার মতো।'

- রাজ্যে পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থান হয়েছে
- জনজাতি গোষ্ঠীর আবেগে আঘাত নয়
- আঘাত পেলে তাঁরা বনধ করেন, সেটা কাম্য নয়

গত ১৫ বছরে রাজ্যে শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'এখন শিল্পপতিদের গন্তব্য বাংলা। রাজ্যে একের পর এক কারখানা হচ্ছে। বহু শিল্প সংস্থা এখানে বিনিয়োগে আগ্রহী। যাঁরা বলছেন বাংলা থেকে শিল্প চলে যাচ্ছে, তাঁদের চোখে ন্যাবা হয়েছে।' শিল্পপতিদের কোনও সমস্যা হলে রাজ্য প্রশাসন যে শিল্পপতিদের সমস্তরকম সহযোগিতা করবে, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও সমস্যা হলে মুখ্যসচিব, শিল্পসচিব বা হিডকোর আধিকারিকদের জানান। জীবনে শান্তি থাকলে, মাথা ঠান্ডা থাকলে, পরিবার ঠিক থাকলে ব্যবসা বাড়বে। পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে।'

এই রাজ্য সরকার যে সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করে, তা জানিয়ে মমতা বলেন, 'আমরা হিন্দু-মুসলিম দেখি না। আমরা সকলেই ভারতীয়। মানুষের সুবিধার জন্য কাজ করি। শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির হচ্ছে। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির হয়েছে। দুর্গা অঙ্গনও হচ্ছে। আমার লক্ষ্য আরও কাজ করা। তার জন্য আর কিছু সময় লাগবে।'

ধন্যি মেয়ের অধ্যবসায়... মঙ্গলবার বইমেলায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

পিছিয়ে গেল বাজেট অধিবেশন

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশন পিছিয়ে গেল। মঙ্গলবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ৩ ফেব্রুয়ারি অধিবেশন শুরু হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ হওয়ার সম্ভাবনা। নির্বাচনের বছরে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন কেন আচমকা পিছোতে হল, তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি বিধানসভা। তবে সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন দিল্লি সফরের কারণেই অধিবেশনের দিন বদলের সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবারই সিঙ্গুরের কর্মসূচি সেরে দিল্লি যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ই জানিয়েছিলেন, প্রস্তাবিত অধিবেশন শুরু হবে ৩১ জানুয়ারি এবং ৩ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে বিধানসভায়। কিন্তু গতকালই মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফর সূচি প্রকাশ্যে আসায় অধিবেশন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সেই সংশয়ের অবসান করে এদিন অধ্যক্ষ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন অধিবেশন পিছোনোর কথা। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে ৩ ফেব্রুয়ারি। অধিবেশনের মেয়াদ আপাতত ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্দিষ্ট আছে। অধিবেশন পিছোনোর বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, 'অনিবার্য কারণবশত, অধিবেশন পিছোতে হচ্ছে। ৫ ফেব্রুয়ারি প্রথমার্ধের অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের পর দ্বিতীয়ার্ধের অধিবেশনে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে। নতুন কোনও বিল না এলে আপাতত ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিধানসভার অধিবেশন চলবে।

চলতি অধিবেশনেই এসআইআরের জেরে রাজ্যের মানুষের হয়রানির বিষয়টিকে ইস্যু করে কেন্দ্র ও কমিশন বিরোধী প্রস্তাব আনতে চলেছে শাসকদল। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সেই ব্যাপারে অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অধিবেশনে শাসকদলের এই প্রস্তাবকে সমর্থনও জানিয়েছেন স্পিকার। অন্যদিকে বিরোধী দল সূত্রে খবর, রাজ্যপালের ভাষণের দিনেই আইপ্যাক কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাকে তুলে ধরে বিধানসভায় হইচই করবে বিজেপি। শাসক-বিরোধী তর্জায় অন্তর্বর্তী বাজেটকে ঘিরে উত্তপ্ত হতে চলেছে বিধানসভা, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আজ সিঙ্গুরে মমতা

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : ব্যবধান মাত্র ১০ দিনের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার পালটা হিসেবে বুধবার সিঙ্গুরে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে মোদির সভাস্থলেই পালটা সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আর ১০টি জমায়েতের থেকে এবারের সভায় থাকছে কিছুটা অভিনবত্ব। মুখ্যমন্ত্রী যখন সিঙ্গুরের সভায় ভাষণ দেবেন, ঠিক তখনই প্রতিটি ব্লক ও পঞ্চায়েতে জমায়েত করে মমতার ভাষণ এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। তৃণমূল আনুষ্ঠানিকভাবে এর নাম দিয়েছে 'বাড়ি উৎসব'। অর্থাৎ যাঁরা সিঙ্গুরের সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না, তাঁরা বাড়িতে বসেই দলনেত্রীর ভাষণ শোনার সুযোগ পেয়ে যাবেন। ১০ দিন আগে সিঙ্গুরের সভা থেকে শিল্প নিয়ে কোনও সদর্থক বার্তা দেননি প্রধানমন্ত্রী। মমতা যে সেই মঞ্চকেই কাজে লাগাবেন, তা মঙ্গলবার নবান্নে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনের পর সাংবাদিক বৈঠকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একদিকে ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি সিঙ্গুরে অকৃষিযোগ্য জমিতে শিল্প সম্ভাবনার ঘোষণাও মমতার ভাষণে থাকতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বুধবার ১২টায় সভা শুরু। জেলার মন্ত্রী ও বিধায়করা মঙ্গলবারই সিঙ্গুরে পৌঁছে সভার কাজের তদারকি করেন। ট্রেনে যে দলীয় কর্মীরা আসবেন, তাঁদের নসিবপুর, সিঙ্গুর, কামারকুণ্ডু স্টেশন থেকে সভাস্থলে পৌঁছোনোর জন্য রাখা হয়েছে কয়েকশো অটো ও ট্রেকার। এছাড়া বিভিন্ন ব্লক থেকে কয়েকশো বাসের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমার বাড়ি প্রকল্প বাংলার আত্মসম্মানের প্রতীক। কেন্দ্র টাকা না দিয়ে রাজ্য সরকারকে চাপে ফেলতে চেয়েছিল। সেই বাধা পেরিয়ে রাজ্য সরকার নিজেই এই প্রকল্পে আরও ১৬ লক্ষ টাকা দেবে।' সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত এদিন সকাল থেকে সিঙ্গুরে সভাস্থলের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তপনবাবু বলেন, '১০ দিন আগে প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরে এসে নাটক করেছেন। এখানকার মানুষের জন্য কিছু বলেননি। শিল্পের কথা বলে লোক জড়ো করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেও সিঙ্গুরের মানুষকে কর্মসংস্থানের দিশা দেখিয়েছেন। এবারও তিনি সেই দিশা দেখাবেন।' তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের সভায় শুধু লোক জড়ো করা নয়, রীতিমতো কর্পোরেট আদলে সভাস্থলকে সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। মঞ্চে কারা থাকবেন, সেই তালিকাও মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। দলের নেতাদের একেক জনকে একেক জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে দলীয় কর্মীরা কোনও সমস্যায় পড়লে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, তাঁর নাম ও ফোন নম্বর সামাজিক মাধ্যমে প্রচারও করা হয়েছে। ফলে আজ থেকে ২০ বছর আগে মাটি মাখা যে মমতাকে সিঙ্গুর দেখেছিল, এবার সেই মমতাকেই সেখানে দেখা যাবে কর্পোরেট ধাঁচে।

আগুনে মৃত ১১

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : পূর্ব কলকাতার আনন্দপুরের জোড়া গুদামে রবিবার রাতের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ২৬ জন। ছাইয়ের স্তূপের মধ্যেই মানুষের দেহাংশ, হাড়গোড় পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার ৩২ ঘণ্টার পর মঙ্গলবার সেখানে যান কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও দমকলের ডিজি রণবীর কুমার। ঘটনাস্থলে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক টিমও। এই ঘটনাকে 'ম্যানমেড ট্র্যাজেডি' বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আবার এত বড় ঘটনায় শুভেন্দু কেন ঘটনাস্থলে পৌঁছোলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূলও।

এদিন দমকলমন্ত্রী বলেন, 'অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার মতো এখানে কিছু ছিল না। এখানে ফায়ার অডিট হয়েছিল কি না, তা দেখার দরকার রয়েছে।' দমকলের ডিজিও স্বীকার করে নিয়েছেন, নজরদারির অভাব ছিল। ইতিমধ্যেই গুদামের মালিক ও শ্রমিক ঠিকাদারদের খোঁজে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

কাঁটাতারের জমি

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতার বসাতে জমিজট নিয়ে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, ৯ জেলার সীমান্তে কেন্দ্রের দেওয়া টাকায় যে পরিমাণ জমি কেনা হয়েছে, তা ৩১ মার্চের মধ্যে বিএসএফের হাতে তুলে দিতে হবে। কেন্দ্র জানায়, একাধিকবার রাজ্যকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০১৩ সালের নির্দিষ্ট জমি অধিগ্রহণ নীতিকে অগ্রাহ্য করে রাজ্য কিছু করতে পারে না। কোচবিহারে ৪১.৯, জলপাইগুড়িতে ২.৪, উত্তর দিনাজপুরে ১.১, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৪.৫০, মালদায় ৩১.৮, মুর্শিদাবাদে ৪০.৭, উত্তর ২৪ পরগনায় ৩৭, নদিয়ায় ৭.৯ কিলোমিটার জমি এবং দার্জিলিংয়ে ৫.৮৮ একর জমি ৩১ মার্চের মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে রাজ্যকে। দক্ষিণ দিনাজপুরে মে মাস, জলপাইগুড়ি ও মুর্শিদাবাদে জুন মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে রাজ্য জানিয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

যমজদের গ্রাম

কেরলের মালাপ্পুরম জেলার 'কোডিনহি' গ্রামটি বিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় রহস্য। কারণ এই গ্রামে ঢুকলেই দেখবেন সব মানুষ দেখতে একই রকম! এখানে প্রতি ১০০০ জন্মে ৪৫ জন যমজ শিশু জন্মায়, যেখানে বিশ্বজুড়ে এই গড় মাত্র ৪। গ্রামটিতে বর্তমানে ৪০০ জোড়ারও বেশি যমজ ভাইবোন আছে। স্থানীয়রা একে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' মনে করেন, কিন্তু ডাক্তাররা আজও এর জিনগত কারণ খুঁজে পাননি।

কেয়ামতের সিন্দুক

নরওয়ের বরফ ঢাকা পাহাড়ে মাটির গভীরে তৈরি হয়েছে 'স্বালবার্ড গ্লোবাল সিড ভল্ট'। একে বলা হয় 'ডুমসডে ভল্ট' বা কেয়ামতের সিন্দুক। পৃথিবী যদি কোনও কারণে ধ্বংস হয়ে যায় (যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে), তবুও যাতে আমরা আবার ফসল ফলাতে পারি, তাই এখানে বিশ্বের সব ধরনের শস্যের বীজ সংরক্ষণ করা আছে। মাইনাস ১৮ ডিগ্রি তাপমাত্রায় এখানে প্রায় ১০ লক্ষ প্রজাতির বীজ সংরক্ষিত। এটি মানুষের শেষ ভরসার জায়গা।

দরজা নেই

মহারাষ্ট্রের শনি শিঙ্গাপুর গ্রামে কোনও বাড়িতে দরজা বা তালা নেই! ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এমনকি পুলিশ স্টেশনেও কোনও লক আপ নেই। স্থানীয়দের বিশ্বাস, শনি দেবতা এই গ্রাম রক্ষা করেন। কেউ চুরি করলে শনি দেব তাকে অন্ধ করে দেবেন— এই ভয়ে এখানে কেউ চুরি করে না। ৪০০ বছর ধরে এই প্রথা চলে আসছে। আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়িতে যখন সিসিটিভি লাগে, তখন এই গ্রাম বিশ্বাসের এক অনন্য নজির।

অপাঠ্য বই

বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় বই হল 'ভয়নিচ পাণ্ডুলিপি' (Voynich Manuscript)। ২৪০ পাতার এই বইটি প্রায় ৬০০ বছর আগে লেখা। এতে অদ্ভুত সব গাছপালা, নগ্ন নারী এবং জ্যোতির্বিদ্যার ছবি আছে। কিন্তু সমস্যা হল, এর ভাষা বা লিপি আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও ক্রিপ্টোগ্রাফার, ভাষাবিদ বা কম্পিউটার উদ্ধার করতে পারেনি। এটি কি কোনও ভিনগ্রহের ভাষা, নাকি নিছকই কোনও পাগলের প্রলাপ— তা আজও অজানা।

...আজ আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, এখন থেকে প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে আমি আর নতুন কোনও কাজ নেব না। এই সুন্দর সফরকে আমি এখানেই থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্লে-ব্যাককে বিদায়, 'সুর' কাটলেন অরিজিৎ

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি : মন খারাপের গান হোক বা প্রেমের, বাঙালির বারো আনা জুড়ে যাঁর রাজত্ব, সেই অরিজিৎ সিং হঠাৎ এমন 'বেসুরো' ঘোষণা করবেন তা কে জানত! মঙ্গলবার বিকেলে অরিজিৎ যখন সমাজমাধ্যমে জানালেন যে তিনি সিনেমার প্লেব্যাক থেকে অবসর নিচ্ছেন, তখন নেটপাড়ায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। যে মানুষটির গান ছাড়া বিচ্ছেদ পূর্ণতা পায় না, আবার প্রেমেও জোয়ার আসে না, তিনি কি না বলছেন 'আর নয়!'

৩৮ বছর বয়সেই প্লেব্যাককে টা-টা জানিয়ে অরিজিতের এই সিদ্ধান্তে হতাশায় ডুবেছেন তাঁর অনুরাগীরা। অনেকেরই প্রশ্ন, অরিজিৎ নেই মানে কি এবার অটোটিউনের দাপট বাড়বে? নাকি হিরোদের লিপে গানের বদলে শুধু সংলাপই শোনা যাবে? অরিজিৎ অবশ্য তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, তিনি সংগীতের জগৎ ছাড়ছেন না, তবে বাণিজ্যিক প্লেব্যাকের গণ্ডি থেকে মুক্তি চাইছেন। সহজ কথায়, বড় পর্দার হিরোদের জন্য গলা ধার দেওয়ার চেয়ে নিজের খেয়ালখুশিমতো সুর ভাজতেই তিনি এখন বেশি আগ্রহী।

ইন্টারনেট জুড়ে এখন একটাই জল্পনা, কেন এই তাড়াহুড়ো? এর পেছনে কি লুকিয়ে আছে কোনও রাজনীতি? নাকি শুধুই 'সন্ন্যাসের ইচ্ছে'! জিয়াগঞ্জের এই ভূমিপুত্রকে মাঝেমধ্যেই যেভাবে সাদামাটা পোশাকে স্কুটার নিয়ে ঘুরতে বা রাশন দোকানে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তাতে তিনি গান থেকে সন্ন্যাস নিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এমন মন্তব্যও করছেন নেটাগরিকরা। আবার কারোর রসিকতা, 'হয়তো অরিজিৎদা বুঝেছেন, বিরহের গান গাইতে গাইতে দেশের অর্ধেক মানুষের ব্রেক-আপের জন্য তিনি অবচেতনেই দায়ী হয়ে পড়ছেন।'

তবে রসিকতা সরিয়ে রাখলে, এই ঘোষণা বলিউড তথা ভারতীয় সংগীতের জন্য এক বড় ধাক্কা। সলমন খানের নতুন ছবিতে তাঁর শেষ কয়েকটা গান মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষায়। এরপর কি তবে শুধুই স্বতন্ত্র অ্যালবাম বা লাইভ কনসার্ট? উত্তর স্পষ্ট নয়। তবে অরিজিৎ ভক্তদের একটাই আবদার, অরিজিৎ যেন গানের জগৎ থেকে সত্যিই হারিয়ে না যান। কারণ পর্দার হিরো বদলালেও বাঙালির প্লে-লিস্টে অরিজিতের জায়গা নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া এই মুহূর্তে খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতোই কঠিন। আপাতত এই আকস্মিক 'বিচ্ছেদ' হজম করতেই ব্যস্ত আসমুদ্রহিমাচল।

যোগাযোগে ভোটের চমক

রাহুল দেব ও অনুপ মণ্ডল

রায়গঞ্জ ও বুনিয়াদপুর, ২৭ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে গৌড়বঙ্গের তিন জেলার রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাওয়ার আশা। সম্প্রতি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর দুটি চিঠি প্রকাশ্যে এসেছে। রেলমন্ত্রী রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালকে চিঠি দিয়ে তিনটি নতুন রেলপথের কাজ শুরুর বিষয়ে জানিয়েছেন। চিঠিতে উল্লেখ করা রয়েছে, রায়গঞ্জ-ডালখোলা, গাজোল-ইটাহার ও রায়গঞ্জ-ইটাহার নতুন রেলপথ স্থাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক অনুমোদন দিয়েছে। আরেকটি চিঠিতে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে রেলমন্ত্রী কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর রেলপ্রকল্পে অনুমোদনের কথা জানিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলি কার্যকরী হলে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন মাইলস্টোন স্থাপিত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা এবং রায়গঞ্জ থেকে গাজোল (ভায়া ইটাহার) রেল যোগাযোগের দাবি দীর্ঘদিনের। বিগত দিনে বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা এই রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। বর্তমানে রায়গঞ্জ থেকে রেলপথে ডালখোলা যেতে হলে প্রথমে ২১ কিলোমিটার দূরে বারসই যেতে হয়। সেখান থেকে আবার ঘুরে ট্রেন পৌঁছায় ডালখোলায়। নতুন রায়গঞ্জ-ডালখোলা রেলপথ স্থাপন হলে সেই ভোগান্তি আর পোহাতে হবে না।

অন্যদিকে, রায়গঞ্জ থেকে ইটাহার ও ইটাহার থেকে গাজোল অবধি কোনও রেলপথই নেই। যাতায়াতে ভরসা সড়কপথ। এখানে রেললাইন বসানো হলে ইটাহারে স্টেশন করতে হবে। সূত্রের খবর, ইটাহারের প্রাণকেন্দ্র চৌরাস্তা মোড় থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যেই সেই রেলস্টেশন বানানো হবে।

রেল সংক্রান্ত দাবিদাওয়া নিয়ে বিগত দিনে যাঁরা সোচ্চার হয়েছেন তাঁদের অভিমত, এই রেলপ্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রায়গঞ্জ দেশের রেল যোগাযোগের মূল মানচিত্রে আসবে। আগামীতে উত্তরবঙ্গ বা উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে দূরপাল্লার যে কোনও ট্রেন রায়গঞ্জের উপর দিয়ে যেতে পারবে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা এবং ইটাহার-গাজোল রুটে রেলপথ নির্মাণের দাবি জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চ। এদিন মঞ্চের তরফে চঞ্চল নন্দী বলেন, 'আমাদের জেলার জন্য এটা সত্যিই ভীষণ আনন্দের খবর। দীর্ঘ কয়েক দশকের দাবি ছিল এটি।

এই রেলপথ স্থাপন হলে রায়গঞ্জ থেকে আলাদা করে নতুন ট্রেনের দাবি করার দরকার পড়বে না। ট্রেনে করে রায়গঞ্জ থেকে কলকাতা ও শিলিগুড়ির মতো শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক বেশি সহজ হবে।'

বিষয়টি নিয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত বণিক সংগঠনও। পশ্চিম দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডুর কথায়, 'গাজোল থেকে গুঞ্জরিয়া বা রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা রেলপথ নির্মাণের বিষয়ে বিগত দিনে আমরা বহুবার শুনেছি। কিন্তু সেই বিষয়ে কিছুই এগোয়নি এতদিন। তবে নির্বাচনের আগে এমন সুখবর আমরা অনেক পেয়ে থাকি। দেখা যাক কবে কাজ শুরু হয়।'

ভোটের আগে এই তিনটি রেলপথ বিজেপির ভোট বাক্সে কিছুটা হলেও যে বেশি ভোট ঢোকাবে একথা মানছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এব্যাপারে রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিক বলেন, 'জেলাবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।' ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রটি উত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যে হলেও বালুরঘাট লোকসভার অন্তর্গত। এদিন বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের জন্য।'

এদিকে, বুনিয়াদপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ রেললাইন চালু হওয়ার খবর পেয়ে বুনিয়াদপুরে খুশির হাওয়া। স্থানীয় বাসিন্দা সুরেশ সরকার জানিয়েছেন, এই রেললাইন নির্মাণ হলে বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি এলাকার জনগণ সহজে রেল যোগাযোগ পাবেন এবং সময় ও খরচ উভয়ই কমবে। এছাড়া, এতে দক্ষিণ-উত্তর দিনাজপুরের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য জায়গার যোগাযোগও সুবিধাজনক হবে। বুনিয়াদপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রণজিৎকুমার মণ্ডলের গলাতেও খুশির ছাপ স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'এই প্রকল্প এই অঞ্চলের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি।'

পাখির চোখে উত্তর দিনাজপুরের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন- রায়গঞ্জ।

চালসা-নক্সাল রেল প্রস্তাবে প্রশ্ন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : সেবক-রংপো রেলপথের কাজ চলাকালীন উত্তরের পাহাড়ের 'বিপদ' নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, ঠিক তখনই ডুয়ার্সের বুক চিরে আরও একটি নতুন রেলপথে সায় দিল রেল। চালসা থেকে ভুটান সীমান্তের কাছে নক্সাল পর্যন্ত ট্রেন চালানোয় সবুজ সংকেত মিলেছে। জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়েছে বলে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। কিন্তু মাত্র ২০ কিলোমিটার পথের জন্য সংরক্ষিত জঙ্গল ও পাহাড় ধ্বংসের যৌক্তিকতা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে।

রেল সূত্রে খবর, প্রথম ধাপে চালসা থেকে খুনিয়া মোড়, শিবচু, জলঢাকা হয়ে নক্সাল পর্যন্ত লাইন পাতা হবে। খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২৯২ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, আগামী অর্থবর্ষে অনেক নতুন রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই রেলপথ তার মধ্যে একটি।

প্রকল্পটির প্রস্তাবক সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের যুক্তি, 'পর্যটনের বিকাশে মানুষকে এই রুটে রেল ভ্রমণ করালে এলাকার রুজিরোজগার বাড়বে। বিন্দু, ঝালং-এর মতো এলাকা পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে আরও পরিচিতি পাবে।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য পার্থ রায়ও একই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তাঁর কথা, 'রাস্তার পাশাপাশি নতুন রেলপথ ভারতের আন্তর্জাতিক পর্যটন ব্যবসাকে আরও শিখরে পৌঁছে দেবে।'

উন্নয়নের এই ফিরিস্তির মাঝেই আশঙ্কার মেঘ দেখছেন পরিবেশপ্রেমীরা। যে রুটে লাইন হবে, সেখানে রয়েছে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য ও নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের স্পর্শকাতর এলাকা। অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন চালসা থেকে মেটেলি পর্যন্ত লাইনের প্রস্তাব দিলেও পরিবেশের ছাড়পত্র মেলেনি। সেখানে নক্সাল পর্যন্ত লাইনের ক্ষেত্রে পরিবেশমন্ত্রক কীভাবে ছাড়পত্র দেবে, তা নিয়ে ধন্দ কাটছে না। তাছাড়া গত বছরই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই রুটে বিকল্প হাইওয়ের কাজের সূচনা করেছেন।

একই রুটে চওড়া সড়ক এবং রেলপথ-জোড়া ফলায় পাহাড় আদৌ টিকবে তো? পরিবেশবিদ ডঃ রাজা রাউত স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, 'আমাদের এই অঞ্চলের পাহাড় মজবুত নয়। সেবক-রংপো প্রকল্পে পাহাড়ের ক্ষতি হচ্ছে। তার ওপর খুনিয়া মোড় থেকে হাইওয়ে এবং নতুন রেলপথ তৈরি হলে পাহাড় ও জঙ্গলের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। মাঝেমধ্যেই ধস নামবে।'

রেলের তরফে অবশ্য এখনও পরিবেশ সমীক্ষা নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। হাতেগোনা কিছু মানুষের যাতায়াতের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই ধ্বংসলীলা কতটা জরুরি, সেই উত্তরই এখন খুঁজছেন ডুয়ার্সবাসী।

- **প্রকল্প :** চালসা থেকে নক্সাল পর্যন্ত নতুন রেলপথ (২০ কিমি)
- **খরচ :** প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ প্রায় ২৯২ কোটি টাকা
- **বিপদ :** চাপড়ামারি ও নেওড়া ভ্যালির জঙ্গল এবং পাহাড়ের ক্ষতি

মমতা দিল্লিতে

প্রথম পাতার পর

তা নিয়ে সন্দেহ নেই। মুখ্যমন্ত্রী যখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আন্দোলন সংগঠিত করার পরিকল্পনা করছেন, বিজেপি তখন বাংলায় তৎপরতা আরও বাড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে একাধিক সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। নীতিনের সফরের পরেই ৩১ জানুয়ারি বারাসত ও শিলিগুড়িতে জোড়া সভা করার কথা শা'র। এসআইআর নিয়ে কমিশনের নানাবিধ কাজকর্ম ও ঘনঘন পদ্ধতি বদলে জনমনে ক্ষোভকে তৃণমূল যেভাবে কাজে লাগাচ্ছে, তাতে উদ্বিগ্ন বিজেপি। নীতিন দলের বাংলার নেতাদের সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার পথ বাতলে দিতে পারেন। মঙ্গলবারই কমিশন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আরও সংঘাতের পথে গিয়েছে। এসআইআর-এ নিযুক্ত অনেক অফিসারকে রাজ্য সরকার বদলি করায় কৈফিয়ত চেয়েছে কমিশন। ওই অফিসারদের মধ্যে আছেন রণধীর কুমার, অশ্বিনীকুমার যাদব ও স্মিতা পান্ডে, যাঁদের কমিশন ইলেক্টোরাল রোল অবজার্ভার করেছিল। এদিকে, এসআইআর-এর নামে কমিশন হেনস্তা করছে বলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন কবি জয় গোস্বামী। আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। অন্যদিকে, অখিলেশের সঙ্গে মমতার বৈঠক সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে বলে আঁচ করা যাচ্ছে। সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ নেতা কার্যত তৃণমূল নেত্রীর সুরে এসআইআর-এর সমালোচনা করেছেন। তাঁর কথায়, 'এতদিন কমিশন কাজ করত বেশি সংখ্যক মানুষকে ভোটার করার লক্ষ্যে। এই প্রথম এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে।' সর্বভারতীয় রাজনীতির আঁচ দিয়ে অখিলেশ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশে বিজেপি-বিরোধী লড়াই আরও চাঙ্গা হবে। সারা দেশে যদি কেউ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকেন, তবে তিনি হলেন একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গকে টার্গেট করার জন্যই এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি একত্রিত হয়ে এসআইআর-এর নামে এনআরসি চালাচ্ছে।' নবান্নে বৈঠকের পর পালটা মমতা বলেন, 'আগামীর জন্য ওঁর প্রতি শুভকামনা থাকল। অখিলেশ দারুণ কাজ করছেন।' অখিলেশ বলেন, 'দিদিকে বারবার সমস্যায় ফেলতে চাইছে বিজেপি। আমাদের আশা, এখানকার জনতাকে নিয়ে দিদি আবার বিজেপিকে হারাবেন।' কয়েকদিন আগেই আইপ্যাকের অফিসে ইডি'র হানার সময় মুখ্যমন্ত্রীর পেনড্রাইভ ও ফাইল তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে অখিলেশের কটাক্ষ, 'বিজেপি পেনড্রাইভের পেইন (ব্যথা) ভুলতে পারছে না। ভোট চুরি করে বিজেপি মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় জিতেছিল। দিদি ডিজিটাল ডাকাতি আটকে দিয়েছেন।'

শিলিগুড়িতে আসছেন শা

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারের জেলা কমিটির সমস্ত স্তরের কর্মীদের এই সভায় উপস্থিত থাকতে হবে বলে সেখানে স্থির হয়।

বিজেপি সূত্রের খবর, দলের শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ থেকে শুরু করে বুথ সভাপতি এবং জেলা কমিটির সদস্যদের এই সভায় বাধ্যতামূলকভাবে ডাকা হয়েছে। এমনকি দলের যে সমস্ত প্রবীণ নেতা বর্তমানে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে গিয়েছেন, তাঁদেরও পুনরায় সক্রিয় করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এয়ারপোর্ট অথরিটির মাঠে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভার জন্য সমস্ত প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দ বর্মন জানিয়েছেন। সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি এই সভাকে অন্য মাত্রা দেবে বলে তিনি আশাবাদী।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব খুব ভালো করেই জানে যে, উত্তরবঙ্গ বিজেপির অন্যতম শক্তঘাঁটি। তাই তৃণমূল কংগ্রেস যাতে কোনওভাবেই এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে দিল্লি বিশেষ নজর দিচ্ছে। মোদি সরকারের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অমিত শা নিজে প্রতিটি জেলার সাংগঠনিক পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন। বিশেষত কোচবিহারের মতো জেলা, যেখানে তাঁর এক সময়ের ডেপুটি নিশীথ প্রামাণিকের হারের পর বর্তমানে ঘাসফুলের দাপট বেড়েছে, সেখানে পদ্ম ফোটাতে তিনি বিশেষ দাওয়াই দেবেন। বুথ স্তরে দলের কী সমস্যা রয়েছে এবং নির্বাচনে জেতার জন্য কর্মীরা ঠিক কীভাবে জনসংযোগ করবেন, সেই বিষয়ে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেবেন। শা'র সফরের আগেই শিলিগুড়ি বিভাগের অবজার্ভার তথা রাজ্য সহ সভাপতি রথীন বসু সমস্ত জেলা কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে বুথ কমিটি গঠন বাকি আছে, সেখানে দ্রুত কাজ শেষ করার কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

ওরা কারা?

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথা, 'সুপ্রিম কোর্টের কথাও শুনছে না ওই বিডিও। আর পুলিশ ওর খোঁজ জানে না এটা হতে পারে না। পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিক। আমরাও ভয়ে আছি। ও আমাদেরকেও মেরে ফেলতে পারে।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলাতেও শিবমন্দিরে এসপি শর্মা রোডের সেই বাড়ির কাছাকাছি বাউন্সারের মতো চেহারের কয়েকজনকে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। তবে এদিন তাদের আশপাশে কোনও গাড়ি ছিল না। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে তারা চলে যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ফের তাদের রাত্রি ন'টা নাগাদ এলাকায় দেখা যায়। ফের বাড়িতে ঢুকে রহস্যময় দলটি কিছু হাতানোর চেষ্টা করছে বলেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

অবাধ পাস বিলি

প্রথম পাতার পর

নিয়ে ইতিমধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে ফেলেছেন তিনি ও আরও কয়েকজন। উদ্দেশ্য, পুনর্মিলনের।

জয়ন্ত বলছেন, 'কলেজের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে সেখানে পাঁচ লক্ষ টাকা রেখে এসেছিলাম। সেটি নিশ্চিতভাবে অধ্যক্ষের কাছে রয়েছে। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ায় অনুষ্ঠান দেখার একটি কার্ড পাঠানো হয়েছিল। তাছাড়া কেউ আর যোগাযোগ করেনি।' তাঁর সংযোজন, 'শুনলাম প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ মলয় করঞ্জাইকে ঠিক করে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অনেক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাক পাননি। যাঁরা আয়োজক কমিটিতে ছিলেন, তাঁরা যা ঠিক মনে করেছেন, সেটাই হয়েছে। হয়তো কমিটির কাছে প্রাক্তনীদের কোনও ডেটাবেস ছিল না।'

দীর্ঘদিন কলেজের ছাত্র সংসদের সম্পাদক ছিলেন, এমন অনেককেও অনুষ্ঠানে ডাকা হয়নি। তাঁদের অনেকে তৃণমূলের নেতা হলেও 'বাদ' পড়েছেন গোষ্ঠী রাজনীতির কারণে। পুরো ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠছে দুই প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও এক সহকারী সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে। ওই তিন ছাত্র নেতাই এখন কলেজ চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ। কলেজে কোনও নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকলেও কী করে বহিরাগতরা সাংবাদিক বৈঠক থেকে শুরু করে পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এসএফআই-এর আমলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দেবনাথ। তিনি বলছেন, 'কলেজটা কোনও নির্দিষ্ট ছাত্র সংগঠনের নয়।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা যাঁরা ছাত্র সংসদের দায়িত্বে ছিলাম, তাঁদের রেকর্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে থাকার কথা। কারণ পরিচালন সমিতির সব তথ্যই কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে রেজিস্টার্ড থাকে। এই অনুষ্ঠানের আগে সেই তথ্য ব্যবহার করা হয়নি। শুধুমাত্র রাজনীতি করা হবে বলে।'

বলিউড গায়ক পলক মুচ্ছলের অনুষ্ঠান বলে কথা। তাই নিরাপত্তায় কোনও 'খামতি' ছিল না বলে দাবি করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পুলিশের নজরদারিকে ফুৎকারে উড়িয়ে জাল প্রবেশপত্র বানিয়ে অনেকে কলেজে ঢুকে পড়েছে বলে অভিযোগ। কলেজের পেছনের প্রাচীর টপকে শয়ে শয়ে বহিরাগতও অবাধ প্রবেশ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এভাবেই যদি অনুষ্ঠান দেখা যেতে পারে, তাহলে যাঁরা ৫০০ টাকা করে দিলেন, তাঁরা কি আদতে বোকা বনে গেলেন?

কলেজের হিসাব ছিল, সবমিলিয়ে ৮ হাজার লোক হবে। সেখানে প্রায় ১৪ হাজার লোক সোমবার রাতের অনুষ্ঠান দেখেছে বলে পুলিশের দাবি। প্রবেশপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও ওইদিন ভেতরে ঢুকতে পারেননি প্রাক্তনী রঞ্জন তালুকদার। রঞ্জনের দাবি, 'অনলাইনে পাঁচশো টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম। রাত ৮টায় গেটের সামনে গেলেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কলেজে আগে আসতে হবে এমনটা আগে বলাও হয়নি।' কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য গোটা দায়ভার পুলিশের ওপর চাপিয়েছে। অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়া অবশ্য মেলেনি।

অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল নেতারা বহু পাস বিলি করেছেন। প্রবেশপত্র ছাড়াও পুলিশকে বলে তাঁরা বহিরাগতদের কলেজে ঢুকিয়েছেন। আবার অনুষ্ঠান চলাকালীন বাইরে পাসের 'কালোবাজারি' হয়েছে বলেও অভিযোগ। কলেজের ছাত্র না হলেও স্ত্রীকে নিয়ে কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রশান্ত তরফদার। ৮০০ টাকায় বাইরে থেকে দুটি পাস কিনে তিনি কলেজে প্রবেশ করেছেন।

দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি তনয় তালুকদার অবশ্য পাস বিলির অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, সংগঠনের তরফে কোথাও পাস বিলি হয়নি।

শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং আবার দাবি করছেন, 'সুষ্ঠুভাবে গোটা অনুষ্ঠানটি হয়েছে। এমন অনুষ্ঠান দেখার জন্য অনেকের মধ্যে অতি উৎসাহ কাজ করে। তবে যাঁরা অনুষ্ঠান দেখতে বাইরে থেকে আসতে চাইছেন, তাঁদের সঙ্গে তো অপরাধীর মতো ব্যবহার করা যায় না। তবে কলেজে আমাদের কড়া নজরদারি ছিল।'

অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে অবশ্য কলেজের আয়োজক কমিটি প্রথম থেকেই ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয়েছে। দর্শন বলছেন, 'দলমতনির্বিশেষে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। এত সংখ্যক প্রাক্তনী রয়েছেন। সাধ্যমতো সকলের কাছে পৌঁছানো হয়েছে।'

কিন্তু বাস্তব কি তাই? উত্তর ঠিক মিলছে না।

নাজেহাল কমিশন, দিশেহারা পদ্ম শিবির

প্রথম পাতার পর

বর্ধমান, মালদা এবং জলপাইগুড়ির জন্য স্পেশাল অবজার্ভার পাঠানো হয়েছে। ইআরও-দের উপর নজরদারির জন্য প্রথমে স্পেশাল রোল অবজার্ভার, তারপর রোল অবজার্ভার আর মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে। এ যেন হাল্লা চলেছে যুদ্ধে যাতে একজন রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি ঘুসপেটিয়াও লিস্টে ঢুকে না পড়ে।

গেরুয়া শিবিরের যে নেতারা এই সেদিনও গলা ফাটিয়ে এক কোটি, দেড় কোটি রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশকারীকে ভোটার লিস্ট থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার কথা বলছিলেন, সেই তাঁরা কেমন যেন ঠান্ডা মেরে গিয়েছেন। যত দিন গড়াচ্ছে, তত এক-দেড় কোটির হিসেবটা গুলিয়ে যাচ্ছে। বরং দেখা যাচ্ছে, বেশি বাদ পড়তে চলেছেন হিন্দুরাই। টলোমলো মতুয়া ভোটব্যাংক।

এখন সেই বিজেপি নেতারা বলছেন, কমিশন কড়া হচ্ছে না কেন? শুধু চিঠি পাঠালেই কি হবে? দফায় দফায় স্পেশাল, মাইক্রো অবজার্ভার পাঠিয়েও বিশেষ কাজ হয়নি বলে মনে হচ্ছে তাঁদের। একই সুরে কথা বলছেন শমীক, শুভেন্দু-কেন এত সফট লাইনে হাঁটছে কমিশন? সেইসঙ্গে তাঁরা বাজারে ছেড়েছেন 'কনস্পিরেসি থিওরি।' তা ষড়যন্ত্রটা কী? তাঁদের বক্তব্য, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের হয়রানির মূলে আসলে তৃণমূল। তারাই বিএলও-দের দিয়ে নোটিশ পাঠাচ্ছে যাতে ভোটাররা বিরক্ত হন, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। শমীকের কথায়, পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল বিএলও-দের দিয়ে ভুল তথ্য আপলোড করিয়ে প্রবীণ, অসুস্থ ভোটারদের হয়রানি করছে। বহু প্রতিষ্ঠিত মানুষকে শুনানিতে ডাকিয়েছে।

খসড়া লিস্ট, ম্যাপিং, হিয়ারিং পর্যন্ত একরকম ছিল। এখন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এসে পুরো ব্যাপারটা আরও একপ্রস্থ গুলিয়ে দিয়েছে। নামের বানান, পদবির বানান, মা-বাপের বিয়ের বয়েস, ক'জন ভাইবোন ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্নে তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ। দেশে আর কোথাও এমন পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে না হলেও বাংলায় তাঁরা যে আগমার্কা খাঁটি নাগরিক, পদে পদে তার প্রমাণ দিতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে শ-খানেক মৃত্যু বা আত্মহত্যা নিয়ে বাজারে নেমে পড়েছে জোড়াফুল। এই হয়রানিতে মানুষ যত খেপে উঠছেন, তত পোয়াবারো তৃণমূলের। এমন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা ইস্যু পেয়ে ছক্কা হাঁকাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল। কেন্দ্র আর বিজেপির এমন লোপ্পা বল মাঠের বাইরে পাঠাচ্ছে তারা। খোদ নেত্রী আর দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সভায় সভায় এসআইআর নিয়ে দিল্লির দিকে তাক করে গোলাগুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

যত মোদি-অমিত শা অনুপ্রবেশ নিয়ে বলছেন, তত তৃণমূল বলে চলেছে, সোজা পথে হারাতে না পেরে এখন কমিশনকে দিয়ে ঘুরপথে বাংলার দখলদারি চাইছে গেরুয়া শিবির। এইসব নিয়ে গোটা দলকে রাস্তায় নামাতে পেরেছে জোড়াফুল। ভোটের আগে এটা বড় অ্যাডভান্টেজ তো বটেই। ওদিকে মনে হচ্ছে, কমিশন কখন কী করবে, থই পাচ্ছে না। কতবার যে কতরকম হুকুম হল যাতে হিমসিম খাচ্ছেন বিএলও-রা।

সুপ্রিম কোর্ট ধমক দেওয়ার পর এখন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে মান্যতা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নথি জমা নিলে রসিদ দিতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রয়োজনে সশরীরে হাজিরা না দিলেও চলবে। শুনানিতে অন্য কাউকে সঙ্গে রাখার নিয়মও চালু হয়েছে। বিএলএ-দের রাখতেও আর আপত্তি নেই। এছাড়া লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে নামের তালিকা টাঙানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখন সময়মতো পুরো ব্যাপারটা শেষ করা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সেই অবস্থায় বিধানসভার মেয়াদ ফুরোলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জল্পনা চলছে। রাজ্যজুড়ে অবরোধ, ভাঙচুরে সে অনুমান আরও জোরালো হচ্ছে। কোথাও মার খাচ্ছেন বিএলও, কোথাও মাইক্রো অবজার্ভার। নির্বাচন কমিশন জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বললে তাতে থোড়াই কেয়ার নবান্নের। পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না কমিশনের নির্দেশকে।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্র, বিহারের ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ে চুপিসারে পুরো ব্যাপারটা সেরে ফেলার ছক বিজেপি কষেছিল- এমন ধারণা বহু লোকের মনে গেড়ে বসছে। তৃণমূলের প্রচারে সেই ধারণায় যে হাওয়া লাগছে, তাতে সন্দেহ নেই। সবমিলিয়ে যাকে বলে ল্যাজেগোবরে অবস্থা কমিশনের। বিরোধী নেতা গোড়ায় লাখ পঞ্চাশেক নাম বাদ পড়ায় বেজায় উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, এটা তাঁর ব্রেকফাস্ট। এক কোটি কুড়ি লক্ষকে নোটিশ পাঠানোয় তাঁর উল্লাস এখন ডাবল। এটা হবে তাঁর লাঞ্চ। বোঝো কাণ্ড! এত লোকের ভোগান্তির কানাকড়ি দামও নেই তাঁর কাছে।

জগদীশ বিদ্যাপীঠের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী পিহু মণ্ডল পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে ভালো। খুদের প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারা।

শিলিগুড়ি কলেজে ৭৫ বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গায়িকা পলক মুচ্ছল। (নীচে) অনুষ্ঠান দেখতে কলেজের মাঠে দর্শকদের ভিড়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর ও সায়ন চট্টোপাধ্যায়।

শহরের রাস্তায় বাউন্সারের দাপট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : শহরের ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎ কয়েকজন লম্বা-চওড়া, তাগড়াই, সুঠাম চেহারার তরুণ গাড়ি থেকে নেমে এসে পথচলতি মানুষকে সরিয়ে দিচ্ছেন। 'হঠিয়ে... হঠিয়ে...' করতে করতে কার্যত ধাক্কা মেরে রাস্তা খালি করছেন তাঁরা। হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে হতবাক হিলকার্ট রোড!

ঘটনা সোমবার সন্ধ্যার। ওইদিন শিলিগুড়ি কলেজে অনুষ্ঠান ছিল সংগীতশিল্পী পলক মুচ্ছলের। মাল্লাগুড়ির একটি হোটেল থেকে পলককে নিয়ে রওনা দেয় বাউন্সারদের গাড়ি। ব্যস্ত সময়ে প্রধাননগর থেকে এয়ারভিউ মোড়, হিলকার্ট রোড, হাসমি চকে তখন মানুষে-গাড়িতে ঠাসাঠাসি ভিড়। পুরোনো প্রধাননগর থানার সামনে গাড়ি থেকে নেমে বাউন্সাররা রাস্তার পাশ থেকে লোকজনকে ধাক্কা মেরে সরাতে শুরু করেন। তার পরেই দেখা গেল, পলককে নিয়ে হাসমি চকের দিকে এগোচ্ছে কনভয়। বাউন্সারদের গাড়িটি আবার পলকের গাড়ি টপকে সামনের দিকে চলে যায়। এই হট্টগোলের মাঝে অবশেষে পুলিশের একটি গাড়ি কনভয়ের সামনে এসে হুটার বাজাতে শুরু করে।

সেই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানামানোর কাজে ব্যস্ত সিটি অটো, টোটোগুলিকেও সরে যেতে বলা হয়। এক অটোচালক বললেন, 'এ আবার কারা? এরা তো পুলিশ নয়।' প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি এই তরুণদের প্রত্যেকের পরনে ছাই রংয়ের সাফারি। কানে ইয়ারফোন, হাতে ওয়াকি-টকি, চোখে কালো রোদচশমা। কারও আবার কানে দুল। এঁরাই 'বাউন্সার'। শিলিগুড়ির রাস্তায় এঁদের দাপাদাপি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এ শহরে পুলিশ বেশি ক্ষমতাশালী না বাউন্সার?

যান নিয়ন্ত্রণ, ভিভিআইপিদের যাতায়াতের রাস্তা খালি করার দায়িত্ব তো পুলিশের। সেই জায়গায় বাউন্সারের দাদাগিরি কেন মানবে শহর? ফলে বিভিন্ন মহল থেকে দ্রুত এই বাউন্সার নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অবশ্য দাবি, বাউন্সারদের দাপাদাপি করার কথা নয়। এই কাজের জন্য পুলিশ রয়েছে। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং বলেছেন, 'পুলিশ নিজেদের কাজ করে। তবু কিছু সেলেব্রিটি বাড়তি নিরাপত্তার প্রয়োজনবোধ করলে

- শিলিগুড়ি কলেজের অনুষ্ঠানে বাউন্সাররা রাস্তার পাশ থেকে লোকজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়
- প্রত্যেকের পরনে ছাই রংয়ের সাফারি, কানে ইয়ারফোন, হাতে ওয়াকি-টকি ছিল
- বিভিন্ন মহল থেকে দ্রুত বাউন্সার নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠছে

বাউন্সার ভাড়া করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাউন্সারের কাজ শুধু ওই ব্যক্তির দিকে নজর রাখা। রাস্তায় নামা নয়।'

মুম্বই, দিল্লি, কলকাতার মতো শহরে বাউন্সারের চল রয়েছে। বলিউড, টলিউডের অভিনেতারা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাউন্সার রাখেন। কেউ আবার নিজেকে 'সেলেব্রিটি' প্রমাণ করতে গাঁটের কড়ি খরচ করে চার-পাঁচজন বাউন্সার ভাড়া করেন। শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন হোটেলের সিঙ্গিং এবং ডান্সিং বারের নিয়ন্ত্রণে বাউন্সার রাখার চল রয়েছে।

তবে শিলিগুড়ির রাস্তায় বাউন্সারদের দাপাদাপি খুব বেশিদিনের নয়। মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী রিচা ঘোষ বাড়ি ফেরার সময় বাউন্সারদের দাপাদাপি দেখা গিয়েছিল। চলন্ত কনভয় থেকে মুখ বাড়িয়ে মানুষকে রাস্তা থেকে সরাতে বাউন্সারদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি সেদিন কারও চোখ এড়িয়ে যায়নি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সোমবার দেখল শহর।

শিলিগুড়ি বাউন্সার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে স্যামুয়েল লেপচা বলেন, 'আমাদের সঙ্গে আয়োজক কমিটির ও পুলিশের আগেই বৈঠক হয়। তবে অনুষ্ঠানের দিন শিল্পী কিংবা তাঁর দলের সদস্যরা খেয়ালখুশিমতো চলার কারণে মাঝেমধ্যে পুলিশের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়ার অভাব হয়। সেসময়ের জন্য হয়তো আমাদেরই রাস্তায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।'

কিন্তু এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন পথচলতি মানুষ। শহরের বাসিন্দা আইনজীবী অত্রি শর্মার বক্তব্য, 'প্রশাসনের কাছে এ ঘটনা লজ্জাজনক। নিরাপত্তারক্ষী এজেন্সি হলেও বুঝতাম। কারণ নিরাপত্তারক্ষীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন করাতে হয়। অনেক নিয়ম মানতে হয়। কিন্তু বাউন্সার তো বডিবিল্ডার হলেই হল। অবিলম্বে এসব বন্ধ হওয়া উচিত।'

শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও মনে করেন প্রশাসনের কাজ প্রশাসনকেই করতে দেওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য, 'বাউন্সারদের হাতে মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেটা পুলিশকে দেখতে হবে।'

জন্মদিনে টেবিলজুড়ে ৫০০-র নোট

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : জন্মদিনের আনন্দ, নাকি অর্থের আস্ফালন? শিলিগুড়ির একটি ভাইরাল ভিডিও ঘিরে এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে শহরজুড়ে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে চলছে এক নেতার জন্মদিন পালন। টেবিলের ওপর রাখা কেক, লুচি আর মিষ্টি। কিন্তু নজর কাড়ল অন্য কিছু। কেকের চারপাশ ঢেকে দেওয়া হয়েছে ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল দিয়ে। সেই টাকার মাঝেই কেক কেটে জন্মদিন পালন করলেন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল সম্পাদক সৌমিত্র ঘোষ। উল্লেখ্য, এই ওয়ার্ডেরই কাউন্সিলার হলেন মেয়র গৌতম দেব।

এই ভিডিও (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) ছড়িয়ে পড়তেই আসরে নেমেছে বিজেপি। বিজেপির যুব মোর্চার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি শ্যামল বিশ্বশর্মা শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি সরাসরি অভিযোগ তুলে বলেন, 'এগুলো তোলাবাজির টাকা। তাই এভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তৃণমূলের নেতারা যে তোলাবাজ, সেটা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। জন্মদিনে এভাবে পার্টি অফিসের মধ্যে টাকা সাজিয়ে রাখা কেবল তৃণমূলের পক্ষেই সম্ভব। মানুষ এবার নির্বাচনে এই তোলাবাজদের ছুড়ে ফেলে দেবে।'

ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, নেতার পেছনে জ্বলজ্বল করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া বড় ফ্লেক্স। মহিলা কর্মীরা যখন হাততালি দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, তখন জ্বলছে ঝকঝকে ফুলঝুরি। তবে বিজেপির তোলা 'তোলাবাজি'র অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সৌমিত্র ঘোষ। নিজের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, 'ভিডিওটি রবিবারের। সেদিন আমার জন্মদিন ছিল। কিন্তু ওই টাকা তোলাবাজির নয়, ছিল পিকনিকের আয়োজনের। সেখানে ৮ হাজার টাকা রাখা ছিল। সোমবার আমরা সেই টাকা দিয়ে সকলে মিলে পিকনিক করেছি। ওটা সবার চাঁদার টাকা।' পিকনিকের টাকা কেন জন্মদিনের কেকের চারপাশে সাজানো হল, সেই প্রশ্ন অবশ্য রয়েই যাচ্ছে। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

সন্ধে মানেই ডিমিকে আনাগোনা মোমোপ্রেমীদের

চব্বিশ বছর ধরে সন্ধে গড়ালেই তাঁর দোকানের সামনে ভিড় জমান মোমোপ্রেমীরা। প্রতিদিন হাজারেরও বেশি মোমো বিক্রি হয় ডিমিকে। সকাল দশটা থেকে শুরু হয় মোমো বানানোর প্রস্তুতি। বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত মোমো মেলে এই দোকানে। শুধু শিলিগুড়িবাসী নন, পর্যটকরাও এই দোকানের মোমো খেতে আসেন।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : সন্ধে গড়ালেই কমবেশি আমাদের সকলের মন চায় বাইরের খাবার খেতে। এই ধরনের খাবারের মধ্যে মোমোর জুড়ি মেলা ভার। মোমো শুধু একটি খাবার নয়, এ যেন এক ইমোশন। প্রায় চব্বিশ বছর ধরে সন্ধে গড়াতেই এই মোমোর দোকানের সামনে জমে ক্রেতাদের ভিড়। এই মোমোপ্রেমীদের মধ্যে আট থেকে আশি কেউ বাদ নেই। প্রতিদিন হাজারের বেশি মোমো বিক্রি হয়। কথা হচ্ছে মোমোপ্রেমীদের পছন্দের দোকান প্রধাননগরের ডিমিক-এর। শুধু স্থানীয়রা নন, বাইরে থেকে পর্যটকরাও এখানে মোমো খেতে আসেন।

প্রধাননগরের এই ছোট্ট দোকানটির কর্ণধার ডিমিক লেপচা। ২০০২ সাল থেকে তাঁর এই সফর শুরু হয়েছিল। হরেকরকম ফাস্ট ফুডের মধ্যে কীসের ব্যবসা করলে ভালো হবে সেই চিন্তাভাবনা করতে করতে তিনি মোমো বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। দার্জিলিংয়ে জন্ম হলেও খুব ছোটবেলায় তিনি পরিবারের সঙ্গে শিলিগুড়িতে চলে এসেছিলেন। ২০০০ সালে দিদিকে মোমোর দোকানে সাহায্য করতে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন। দু'বছর পর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি নিজের মোমোর দোকান খোলেন।

তাঁর দোকানের চিকেন ও মাটন মোমো যে একবার চেখেছে, সে বারবার ফিরে এসেছে। কেন তাঁর দোকানের মোমো খেতে ক্রেতারা বারবার ফিরে আসেন প্রশ্ন করতে ডিমিক হেসে বলেন, 'টাটকা সবজি দিয়ে মোমো তৈরি করা হয়। বাসি মাংস ব্যবহার করা হয় না। তাই এখানকার মোমো পছন্দ করেন ক্রেতারা।' প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে মোমো তৈরির কাজে লেগে যান দোকানের কর্মচারীরা। বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এই মোমোর দোকানের সামনে দেখা যায় ক্রেতাদের ভিড়।

ডিমিকের দোকানে মোমো খেতে এসেছিলেন প্রধাননগরের বাসিন্দা জোজিলা তামাং। তিনি বলেন, 'এই দোকানের মোমো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, তিন প্লেট খেয়ে নিলেও কোনও সমস্যা হয় না।' তবে শুধু মোমো নয়, মোমোর শেষে সুপটিও খেতে চমৎকার বলে জানান তিনি।

মোমো দিয়ে শুরু করলেও এখন তাঁর দোকানে চাউমিন, থুকপার মতো অন্য খাবারও মেলে। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই দোকানের ভিডিও দেখে এখানকার মোমো খেতে ছুটে আসেন। দশ টাকায় এক প্লেট মোমো দিয়ে দোকান শুরু হলেও এখন তা পৌঁছেছে ৬০ টাকায়।

মালদা থেকে দার্জিলিংয়ে ঘুরতে আসা বন্ধুদের নিয়ে মোমো খেতে এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা মারিয়া দত্ত। তাঁর কথায়, 'ছোট থেকেই এই দোকানের মোমো খেতে আমার খুব ভালো লাগে। যখন কলকাতায় পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম তখন বন্ধুদের কাছে বহুবার এই দোকানের মোমোর গল্প করেছি। তাই এবার বন্ধুদের এখানে মোমো খাওয়াতে নিয়ে এসেছি।' মোমো খাওয়ার ইচ্ছে হলে দেশবন্ধুপাড়া থেকে প্রধাননগরে আসেন সুপ্রিয় মজুমদার। তাঁর মতে, শহরের অন্য কোনও দোকানে এমন স্বাদের মোমো পাওয়া যায় না।

৩ বিভাগে পুরস্কৃত ডিপিএসের পড়ুয়ারা

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : মাল্লাগুড়িতে শিলিগুড়ি কমিশনারেট প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ির পাইপ ব্যান্ড, নৃত্য দল এবং এনসিসি দল অসাধারণ পরিবেশন করেছে। এই অনুষ্ঠানে অনেক স্কুল অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ডিপিএস, শিলিগুড়ির পড়ুয়াদের পাইপ ব্যান্ড শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং অঙ্গীকারের মিশ্রণে অসাধারণ পরিবেশনার মাধ্যমে প্রথম স্থান অর্জন করে। পাশাপাশি স্কুলের এনসিসি দল তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অন্যদিকে, স্কুলের নৃত্যদল পহলগাম সন্ত্রাসী হামলার থিমের উপর একটি নৃত্য পরিবেশন করে প্রথম স্থান অধিকার করে।

'ভালো কাজ'-এ সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : কাজের ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের সংবর্ধনা জানাল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। সোমবার মাল্লাগুড়িতে নিজের কার্যালয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ।

ডিসিপি বলেন, 'পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে এটা আমাদের নতুন উদ্যোগ। আমরা ট্রাফিক ইস্ট এবং ওয়েস্ট জোনের এসিপিদের বলেছিলাম, তাঁদের জোন থেকে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার, একজন কনস্টেবল এবং একজন এসআই অথবা এএসআই পদমর্যাদার আধিকারিক অর্থাৎ তিনজন করে তাঁদের কাজের ভিত্তিতে মনোনীত করতে হবে। প্রতিমাসে ট্রাফিক বিভাগের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হবে সেরাদের। তাছাড়া, এরপর থেকে বেস্ট ট্রাফিক পার্সন অফ দ্য মান্থ এবং ট্রাফিক ওসি অফ দ্য মান্থের পুরস্কারও দেওয়া হবে।' তিনি এও জানিয়েছেন, শুধু ভালো কাজের জন্য সংবর্ধনা নয়, বরং খারাপ কাজের জন্য তিরস্কার করে ভালো কাজ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। সোমবার ট্রাফিক ওয়েস্ট জোনের জংশন ট্রাফিক গার্ডের এসআই, জংশন ট্রাফিক গার্ডের লেডি কনস্টেবল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ট্রাফিক গার্ডের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ইস্ট জোন থেকে ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের এসআই, পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের কনস্টেবল এবং জলপাই মোড় ট্রাফিক গার্ডের একজন সিভিককে সংবর্ধিত করা হয়েছে।

মেলার সমাপ্তি

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার শেষ হল চলতি বছরের আঞ্চলিক সৃষ্টিশ্রীমেলা। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ১৭ জানুয়ারি থেকে এই মেলা চলে। রাজ্যের পাশাপাশি ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীরাও হস্তশিল্পের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে মেলায় আসেন। চলতি বছরের মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার আর্টিফিশিয়াল জুয়েলারি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জি চাল এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে কোচবিহারের কালোনুনিয়া চাল। চলতি বছর মেলায় ভালো ব্যবসা হয়েছে বলে মার্কেটিং অধিকর্তা রত্নেশ সিনহা জানিয়েছেন।

সিভিল সার্ভিসে স্বপ্নপূরণ দীপঙ্করের

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : তিনবারের চেষ্টায় স্বপ্নপূরণ। ওয়েস্টবেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (ডব্লিউবিসিএস) পরীক্ষায় বড় সাফল্য পেলেন শিলিগুড়ির দীপঙ্কর সিংহ। মঙ্গলবার দুপুরে ২০২৩ সালের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই খুশির হাওয়া শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে। স্বপ্নপূরণে খুশি লোয়ার ভানুনগরের বাসিন্দা দীপঙ্কর। রেভেনিউ সার্ভিসে ২৯ র‍্যাংক করেছেন তিনি। স্বপ্নপূরণ হওয়ায় চোখে খুশির জল নিয়ে দীপঙ্কর বললেন, 'ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার স্বপ্ন ছোট থেকেই দেখতাম। অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ হল।' ঘড়ি ধরে পড়াশোনায় খুব একটা বিশ্বাসী নন দীপঙ্কর। তবে যতটুকু পড়েছেন, মন দিয়ে। তাই ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার মতো কঠিন পরীক্ষার প্রস্তুতির টাইমটেবিল জিজ্ঞাস করতেই হেসে দীপঙ্কর বলেন, 'যখন ইচ্ছে হয়েছে, পড়তে বসেছি। তবে শুধু যে পড়াশোনা করেছি, তা নয়। আমি ক্রিকেট খেলতে ও খেলা দেখতে খুব ভালোবাসি।' শিলিগুড়ি নীলনলিনী বিদ্যামন্দিরের এই প্রাক্তনী ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কলকাতার একটি বেসরকারি কোচিং সেন্টার থেকে প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে প্রথম দুইবার ভাগ্যের শিঁকে না ছিড়লেও ২০২৩ সালে প্রিলিমস, মেইনস ও ইন্টারভিউ, তিনটেতেই উত্তীর্ণ শিলিগুড়ি কলেজের এই প্রাক্তনী। ২০২০ সালে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে ভূগোলে অনার্স নিয়ে পাশ করেন তিনি। তারপরই জোরকদমে শুরু হয় ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি। স্কুল, কলেজে বাংলামাধ্যমে পড়াশোনা করে এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে কোনও অসুবিধা হয়েছে কি না জানতে চাইলে দীপঙ্কর বলেন, 'লক্ষ্য স্থির থাকলে মাধ্যম কোনও ব্যাপার নয়। প্রস্তুতি নেওয়ার সময় অনেক ইংরেজি বই আমি পড়েছিলাম। বাংলামাধ্যমে পড়াশোনা করলেও কোনও অসুবিধে হয়নি।' স্কুলের প্রাক্তনীর এই সাফল্যে নীলনলিনী বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমি দত্ত বলেন, 'স্কুলে দীপঙ্কর খুব বাধ্য ছাত্র ছিল। তাকে স্কুলে সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

লিভার ইনফেকশন নিয়ে দুই মাস ধরে অসুস্থ দীপঙ্করের মা বাসন্তী সিনহা। ছেলের উত্তীর্ণের কথা শুনে খুশি হয়ে তিনি বলেন, 'বহুদিনের স্বপ্ন পূর্ণ হল। ছেলে যাতে আরও বড় হতে পারে সেই আশা রাখছি।' ছেলের জন্য গর্বিত তাঁর বাবা সতীশচন্দ্র সিনহা। তাঁর কথায়, আমার পরিবারের প্রথম কেউ ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় পাশ করল।' কীভাবে প্রস্তুতি নিলে এ ধরনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়? দীপঙ্করের পরামর্শ, 'জেনারেল নলেজে খুব ভালো দক্ষতা থাকতে হবে। এছাড়াও যত বেশি মক টেস্ট দেওয়া যাবে, প্রস্তুতি তত ভালো হবে।'

Need Hearing Aid?

North Bengal Hearing Aid Center
Opp. Bidhan Market Auto Stand, Siliguri
85094 54426

ফের পিছোচ্ছে উড়ালপুলের উদ্বোধন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : নির্বাচনের আগে শেষ হচ্ছে না শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড উড়ালপুলের কাজ। রেলের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, মার্চ মাসের শেষের দিকে কিংবা এপ্রিলের শুরুতে কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, ওই সময় এ রাজ্যে নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার কথা। তাই ওই সময়ে উড়ালপুলের উদ্বোধন সম্ভব নয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে রেলের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত দেরি করার অভিযোগ তুলেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর অভিযোগ, রেল নির্বাচনের আগে এই উড়ালপুলটা চালু করতে দিতে চাইছে না।

মেয়রের বক্তব্য, 'রেলের সঙ্গে আমরা একাধিকবার আলোচনা

জোরকদমে চলছে উড়ালপুল নির্মাণের কাজ। মঙ্গলবার। -সঞ্জীব সূত্রধর

করেছি। রেল এটা ইচ্ছে করে দেরি করছে, যাতে নির্বাচনের আগে চালু করা না যায়। এখন আমরা তো সরাসরি সংঘাতে যেতে পারি না। তাই আমাদের পার্টের কাজ শেষ করে উড়ালপুলের নীচে পার্কিং ব্যবস্থা করে ফেলব। বাজারটাও স্থানান্তরিত করে নেওয়া হবে।' এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিউ জলপাইগুড়ির এক রেল আধিকারিক বলেন, 'আমরা ছ'মাস সময় চেয়েছিলাম। দু'মাস হয়ে গিয়েছে। আর চার মাস আমাদের হাতে রয়েছে। তবে তিন মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

অন্যদিকে, রাজ্য-কেন্দ্রের দড়ি টানাটানিতে উড়ালপুলের কাজ আটকে থাকার অভিযোগ তুলে অবস্থানে বসছে সিপিএম। ৪ ফেব্রুয়ারি সিপিএমের ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে এয়ারভিউ মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে বলে কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের উড়ালপুল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে। ২০২৫ সালে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও একাধিক কারণে তা পিছিয়ে যায়। উড়ালপুল নির্মাণে অর্থবরাদ্দ কে দিয়েছে তা নিয়েও কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে টানাপোড়েন রয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দাবি করেছেন, টাকা কেন্দ্র সরকার দিয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতমের পালটা দাবি, রাজ্যের আর্থিক বরাদ্দে কাজ হচ্ছে। এইসবের মধ্যে চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি উড়ালপুল চালু করার কথা ছিল। কিন্তু ঝংকার মোড়ের কাছে রেলের অংশের কাজ এখনও বাকি থাকায় তা পিছিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে রেল ধীরগতিতে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছেন গৌতম। রেল কবে কাজ শেষ করে উড়ালপুল হস্তান্তর করতে পারবে তা জানতে মঙ্গলবার আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন মেয়র। রেলের আধিকারিকদেরও ডাকা হয়েছিল। ওই বৈঠকেই রেল জানিয়ে দেয়, মার্চের ৩১ তারিখের আগে তারা কাজ শেষ করতে পারবে না।

PRANAVANANDA CENTENARY SHIKSHAYATAN - H.S.
(Affiliated to WBBSE & WBCHSE)
ORGANISED BY BHARAT SEVASHRAM SANGHA , SILIGURI
Rajganj, Jalpaiguri

Siliguri branch admission from Nursery to class V
8250619355
Admission from Nursery to class IX is open for the academic year 2026
Phone 9434152111, 9434494674
website: www.pcsrajganj.org

ভারত-ইইউ বাণিজ্য ■ সস্তা হবে গাড়ি থেকে চকোলেট

দিনের আলোয় স্বপ্নের চুক্তি

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে (এফটিএ) সিলমোহর দিল ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভান ডার লিয়েনের উপস্থিতিতে এফটিএ স্বাক্ষরিত হয়। দু-পক্ষই একে 'মাদার অফ অল ডিলস' (সব চুক্তির জননী) বলে উল্লেখ করেছে। এই চুক্তির ফলে ভারত ও ইউরোপের ২৭টি দেশের মধ্যে এক বিশাল অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হতে চলেছে, যা প্রায় ২০০ কোটি মানুষের বাজারকে এক সুতোয় বাঁধবে এবং বিশ্ব জিডিপির প্রায় ২৫ শতাংশকে প্রভাবিত করবে।

আমেরিকার সঙ্গে যখন শুল্ক টানাপোড়েন তুঙ্গে, সেইসময় এই ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি কেন্দ্রের বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'গতকাল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ছিল যখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা প্রথমবার ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। আজ আরও একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যখন দু'টি প্রধান গণতান্ত্রিক শক্তি তাদের সম্পর্কের একটি নির্ণায়ক অধ্যায় রচনা করছে।' তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বজুড়ে মানুষ একে 'মাদার অফ অল ডিলস' বলছেন। এটি উৎপাদন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রকে নতুন গতি দেবে।'

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভান ডার লিয়েন এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আমরা সব চুক্তির জননী সম্পন্ন করেছি। ২০০ কোটি মানুষের একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তৈরি করেছি, যেখানে উভয়পক্ষই লাভবান হবে।' অন্যদিকে ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তা এটিকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'এই চুক্তি ক্রমবর্ধমান শুল্কযুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি কৌশলগত অবস্থানকে নির্দেশ করে।'

মাদার অফ অল ডিলস

- ■ ২০০ কোটি মানুষের বাজার, বিশ্ব জিডিপি'র ২৫ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ
- ■ বস্ত্র, গয়না ও চামড়া সহ ৯৯ শতাংশ ভারতীয় পণ্যের ইউরোপে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার
- ■ ইউরোপের গাড়ি, ওয়াইন, চকোলেট, পাস্তার দাম ভারতে কমবে
- ■ দক্ষ ভারতীয় কর্মীদের ইউরোপে কাজের সুযোগ

এই চুক্তির ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন আসবে। ভারতের রপ্তানি মূল্যের ৯৯ শতাংশেরও বেশি পণ্য ইউরোপীয় বাজারে বিনা শুল্কে প্রবেশের সুবিধা পাবে। বিশেষ করে বস্ত্র, চামড়া, রত্ন, গয়না এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের মতো শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রগুলি শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ায় বিশ্ববাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়বে। একইসঙ্গে দক্ষ ভারতীয় পেশাদারদের ইউরোপে যাতায়াত সহজ করতে একটি ব্যাপক 'মোবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক' তৈরি করা হচ্ছে।

নয়া ইতিহাস... মোদির সঙ্গে উরসুলা, অ্যান্তোনিও কোস্তা। মঙ্গলবার।

এর ফলে ভারতীয় বাজারে ইউরোপীয় বিলাসবহুল পণ্যের দাম কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে যে সমস্ত ইউরোপীয় গাড়ি সরাসরি এদেশে আমদানি করা হয়, সেগুলির ওপর আমদানি শুল্ক ১১০ শতাংশ থেকে কমে ধাপে ধাপে ১০ শতাংশে নামবে। ১৫,০০০ ইউরো (প্রায় ১৪-১৫ লক্ষ টাকা) এর বেশি দামের গাড়িগুলির ক্ষেত্রে এই সুবিধা মিলবে। এর ফলে মার্সিডিজ বেঞ্জ, বিএমডব্লিউ, অডি, ভক্সওয়াগন, ল্যাম্বরঘিনি, ফেরারি এবং পোর্শের দাম কোটি টাকা পর্যন্ত কমতে পারে। এছাড়াও ওয়াইনের শুল্ক ১৫০ শতাংশ থেকে কমে ২০ শতাংশে নামবে এবং চকোলেট, পাস্তা ও প্রসেসড ফুডের ওপর শুল্ক পুরোপুরি লোপ করা হবে।

মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট চুক্তির কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছি রুশ তেল কেনার জন্য, অথচ ইউরোপ ভারতের সঙ্গে চুক্তি করল। ইউরোপ আসলে নিজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের অর্থ জোগাচ্ছে।'

অসম্মানিত প্রাক্তন সেনা

উদুপি, ২৭ জানুয়ারি : টোল প্লাজায় হেনস্তার শিকার হলেন এক প্রাক্তন প্যারা-কমান্ডো। কর্ণাটকের উদুপিতে হুইলচেয়ারে বসা শ্যামরাজ নামে ওই সেনাকর্মীর ভিডিও ভাইরাল হতেই বিতর্ক তুঙ্গে। 'অপারেশন পরাক্রম'-এ পা হারানো শ্যামরাজের অভিযোগ, পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও টোলকর্মীরা তাঁর ছাড়ের আবেদন নাকচ করে দুর্ব্যবহার করেন। পালটা দাবিতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) জানিয়েছে, নিয়মানুযায়ী কেবল কর্মরত সেনাকর্মীরাই ছাড়ের আওতাভুক্ত। শ্যামরাজ প্রাক্তন কর্মী হওয়ায় এবং নথি অসম্পূর্ণ থাকায় তাঁকে ছাড় দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ক্ষুব্ধ ওই প্রাক্তন সেনা।

উড়ান বাতিল

শ্রীনগর, ২৭ জানুয়ারি : একটানা তুষারপাতে বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীর। বরফে ঢেকে গিয়েছে রানওয়ে। কমে গিয়েছে দৃশ্যমানতা। এই কারণে মঙ্গলবার শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ৫০টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ। রানওয়ে বিমান ওঠানামার পক্ষে নিরাপদ নয়। স্বভাবতই কয়েকশো পর্যটক আটকে পড়েছেন শ্রীনগর বিমানবন্দরে। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও) বরফ সরানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের বলা হয়েছে তাঁরা যেন সংশ্লিষ্ট উড়ানের বর্তমান অবস্থা জেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

প্রতিরক্ষা পার্ক

ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি : চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে প্রস্তাবিত ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জায়গায় এবার 'প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক' তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বেজা গভর্নিং বোর্ডের বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস স্বয়ং।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন জানান, ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ ৮০ একরে প্রকল্পটি বাতিল হওয়ায় সেখানে প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হবে। বিশ্ববাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা শিল্পের সুযোগ নিতে এবং দেশের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে স্বনির্ভরতা অর্জনই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। চৌধুরী আশিক মাহমুদ বলেন, 'আধুনিক যুদ্ধবিমানের চেয়েও অনেক সময় মৌলিক সরঞ্জামের ঘাটতি বড় সংকট তৈরি করে। দেশেই সেই সক্ষমতা গড়া জরুরি।'

মৃত জওয়ান

শ্রীনগর, ২৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ জওয়ান সহ চারজনের। বাসটি জম্মু থেকে ডোডা যাচ্ছিল। ঘটনাস্থল জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরের জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের জাখানি-চেনানি অঞ্চল। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাসচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাসটি প্রথমে একটি মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে। তারপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একট লোড ক্যারিয়ারে ধাক্কা দেয়। মৃতদের মধ্যে লোড ক্যারিয়ারের চালক ও মেকানিক রয়েছেন। তাঁরা ঘটনাস্থলেই মারা যান।

প্রাক বাজেট সর্বদলে এসআইআর-সংঘাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে বুধবার। তার আগের দিন মঙ্গলবার সংসদ ভবনে প্রথামাফিক সর্বদল বৈঠক ডাকে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে হওয়া এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সহ লোকসভা ও রাজ্যসভার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। রবিবার ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেট অধিবেশন চলবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। পুরো অধিবেশনকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, প্রথম পর্যায় ২৮ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি, তারপর বিরতি। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে ৯ মার্চ থেকে, শেষ হবে ২ এপ্রিল।

এদিনের বৈঠকে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের তরফে সংসদে বিস্তারিত ও কাঠামোবদ্ধ আলোচনার দাবি তোলা হয়। তাদের বক্তব্য, শুধু বাজেট নয়, ইউপিএ আমলের মনরেগা পুনর্বহাল, ভোটার তালিকার এসআইআর, ভারতের বিদেশনীতি এবং নতুন ইউজিসি নির্দেশিকা ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক সহ একাধিক বিষয়েই সংসদে আলাদা করে আলোচনা হওয়া জরুরি। এদিন তৃণমূলের তরফে হাজির ছিলেন লোকসভা দলের উপদলনেত্রী শতাব্দী রায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। বৈঠকে রাজ্যের বকেয়া, এসআইআর সহ কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব হন তৃণমূল সাংসদরা। শতাব্দী রায় বলেন, 'এখনও পর্যন্ত এসআইআর-এ রাজ্যে ১১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, সে প্রসঙ্গে যাতে আলোচনা হয় সংসদে সেই দাবি তুলেছি। এছাড়াও দূষণ নিয়ে যাতে আলোচনা হয় এবং বিরোধী শাসিত রাজ্যের ওপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার করে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস করা হচ্ছে, যে কোনও বিল সংসদে আনার আগে তা পড়ে দেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার দাবিও জানিয়েছি।' যদিও শতাব্দী জানিয়েছেন, সরকারের তরফে কোনও জবাব মেলেনি। এদিকে এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি খারিজ করে দিয়েছেন রিজিজু। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত আগের আলোচনাতেই এই বিষয়টি দুই কক্ষে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে। নতুন করে আবার আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

> **এখনও পর্যন্ত এসআইআর-এ রাজ্যে ১১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, সে প্রসঙ্গে যাতে আলোচনা হয় সংসদে সেই দাবি তুলেছি।**
>
> **-শতাব্দী রায়**
> *তৃণমূল সাংসদ*

বিরোধীদের অভিযোগ, বাজেট অধিবেশনের আইনসভা সংক্রান্ত কর্মসূচির তালিকা এখনও সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি। এই প্রশ্নের উত্তরে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, উপযুক্ত সময়ে অ্যাজেন্ডা জানিয়ে দেওয়া হবে।

তবে একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, বাজেট অধিবেশনের মূল ফোকাস থাকবে বাজেটের ওপরই। অন্যান্য ইস্যু রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব (মোশন অফ থ্যাঙ্কস) এবং বাজেট আলোচনার সময় উত্থাপন করা যেতে পারে। রিজিজুর এই অবস্থানের বিরোধিতা করেন সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস।

অন্যদিকে, জি রাম জি প্রকল্পকে হাতিয়ার করেই বাজেট অধিবেশনে নিজেদের কৌশল সাজাতে চাইছে কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে এই প্রকল্পের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন কংগ্রেস। একই পথে সংসদে সরব হতে প্রস্তুত তৃণমূল কংগ্রেসও।

তুষারঝড়ে মৃত ১৮

ওয়াশিংটন, ২৭ জানুয়ারি : প্রচণ্ড তুষারঝড় ও হাড়কাঁপানো শীতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। টেক্সাস থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ পর্যন্ত অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২৫টি অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। রেকর্ড তুষারপাতে ঢেকে গিয়েছে রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি, যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। উত্তর-পূর্ব আমেরিকায় ১৮ ইঞ্চি পুরু তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নিউ ইয়র্ক, যেখানে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিউ ইয়র্কে 'ন্যাশনাল গার্ড' মোতায়েন করেছেন। মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, 'বাসিন্দাদের কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে দ্রুত আমাদের জানান।'

রবিবার ও সোমবার মিলিয়ে ১১ হাজারের বেশি উড়ান বাতিল করা হয়েছে এবং ১৯ হাজার উড়ান নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছে।

জয়ী জুন্টাপন্থীরা

নেপিদ্য, ২৭ জানুয়ারি : মায়ানমারে জুন্টা সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী সমর্থিত 'ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' (ইউএসডিপি) জয়ী হয়েছে। রবিবার ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর সোমবার দলটির এক উচ্চপদস্থ নেতা জানান, তাঁরা ইতিমধ্যেই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। তবে আন সাং সুচির দল এনএলডি সহ প্রধান বিরোধী দলগুলির ভোট বয়কটের মুখে এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

এইমসে ছিনতাই

ভোপাল, ২৭ জানুয়ারি : লিফটে হাসপাতালের মহিলা অ্যাটেন্ডেন্ট বর্ষা সোনির সঙ্গে কথা বলছিলেন সার্জিক্যাল মাস্ক পরা এক ব্যক্তি। তিনি জানতে চান, চোখের দপ্তরটা ঠিক কোথায়। লিফট চারতলায় পৌঁছোয়। দরজা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি দ্রুত পিছন ফিরে মহিলার মঙ্গলসূত্র আর মুক্তোর নেকলেস টেনে ছুট। নেকলেসটি অবশ্য পড়ে যায়। বিহ্বল মহিলা। লিফট থেকে বেরিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছেন তিনি। ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের ভোপালের এইমস।

যুদ্ধ-বাজ... ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসে বাজপাখি নিয়ে কুচকাওয়াজ। সোমবার কর্তব্যপথে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে আসন নিয়ে সমস্যা

তৃতীয় সারিতে রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : ২০২৪ সালে লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের পর সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানেও আসন বিতর্কে নাম জড়াল রাহুল গান্ধির। নয়াদিল্লির কর্তব্যপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে ভিভিআইপি অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য যে দর্শকাসন বরাদ্দ করা হয়েছিল, তাতে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে তৃতীয় সারির একটি আসন দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের জন্যও অনুরূপ বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তাঁকে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের সঙ্গে প্রথম সারিতে বসানো হয়েছিল। প্রোটোকল অনুযায়ী মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে একজন পূর্ণমন্ত্রীর সমান হওয়া সত্ত্বেও রাহুল, খাড়গের সঙ্গে এমন আচরণে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস।

খাড়গের কথায়, 'আমি সবচেয়ে সিনিয়ার নেতা। রাহুল গান্ধি এবং আমি মন্ত্রীসভার পদমর্যাদার অধিকারী। তবুও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে আমাদের তৃতীয় সারিতে বসানো হয়েছিল। সরকার সংবিধান, কংগ্রেস, বিরোধী দল এবং আমাকে অপমান করেছে।' লোকসভায় কংগ্রেসের চিফ হুইপ মণিকম টেগোর সমাজমাধ্যমে কংগ্রেস জমানার একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে সোনিয়া গান্ধি ও অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানি এবং তাঁর মেয়েকে একই সারিতে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। টেগোরের কটাক্ষ, 'এই ছবিটা ২০১৪ সালের। তাহলে এখন কেন এই প্রোটোকল ভাঙা হচ্ছে? কারণ, মোদি-শা খাড়গে-রাহুল গান্ধিকে অপমান করতে চান।'

পিছনে বসে রাহুল-খাড়গে। এই আসন বরাদ্দ নিয়েই বিতর্ক। নয়াদিল্লিতে।

কংগ্রেসের আসন বিতর্কের জবাবে রাহুল গান্ধি কেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অ্যাট হোম রিসেপশনে উত্তর-পূর্বের ঐতিহ্যশালী পাটকা পরতে রাজি হননি, তা নিয়ে পালটা সরব হয়েছে বিজেপি। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্সে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিদেশি অতিথিরা ওই পাটকা পরলেও রাহুল গান্ধি তা না পরে উত্তর-পূর্বের মানুষকে অসম্মান করেছেন।

অন্যদিকে দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়ালও রাহুল গান্ধির পিছনে বসেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও অভিযোগ করেননি। কারণ, তাঁর কাছে ভিভিআইপি আচরণের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল দেশ।'

ব্যাংক ধর্মঘটের প্রভাব সর্বাত্মক

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ)-এর ডাকা দেশজোড়া ব্যাংক ধর্মঘটের প্রভাব পড়ল সর্বাত্মক। দেশের সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ ব্যাংক আধিকারিক, কর্মচারী এই ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন। কর্মচারী ইউনিয়নগুলির ছাতা সংগঠন ইউএফবিইউয়ের দাবি, এই বনধ সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। শুধু সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক নয়, ধর্মঘটের আওতায় ছিল বিদেশি ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংকগুলিও। সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ, শনিবারগুলিতে ছুটির মতো একাধিক দাবিতে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। এক বিবৃতিতে ইউএফবিইউ বলেছে, 'কেন্দ্রের লাগাতার আশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও সপ্তাহে পাঁচদিন ব্যাংকের কাজের বিষয়টিতে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। সরকারের ব্যর্থতার জন্যই এই ধর্মঘটের পথে হাঁটতে আমরা বাধ্য হয়েছি।' বর্তমানে শুধুমাত্র দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ব্যাংকে ছুটি থাকে। এআইবিইএ-র সাধারণ সম্পাদক সিএইচ বেঙ্কটচালাম বলেন, 'চিফ লেবার কমিশনারের সঙ্গে ২৩ জানুয়ারি বৈঠকের পরও কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই আমরা ব্যাংক ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছি।' তবে এই ধর্মঘটে সবথেকে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি থেকে একটানা পাঁচদিন ব্যাংক পরিষেবা বন্ধ থাকায় টাকা জমা, তোলা, চেক ক্লিয়ারেন্সের মতো কাজগুলি করতে গিয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়েন।

গোমূত্র বিতর্কে পদ্মশ্রী প্রাপক

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : মাদ্রাজ আইআইটি-র ডিরেক্টর ভি কামাকোটির পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপ্তিকে ঘিরে ফিরে এল গোমূত্র বিতর্ক। কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে সমাজমাধ্যমে কামাকোটিকে খোঁচা দিয়ে লেখা হয়েছে, 'মাদ্রাজ আইআইটিতে গোমূত্র নিয়ে আপনার অত্যাধুনিক গবেষণার জন্য অভিনন্দন।' কংগ্রেসের এই বিদ্রুপের জবাবে জোহো-র প্রতিষ্ঠাতা তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী শ্রীধর ভেম্বু জানান, 'কামাকোটি মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের বিশেষজ্ঞ। গোবর বা গোমূত্র নিয়ে গবেষণা বিজ্ঞানসম্মত এবং যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন, তাঁরা দাসত্বসুলভ ঔপনিবেশিক মানসিকতায় ভুগছেন।' কংগ্রেস অবশ্য দমেনি। মধ্যপ্রদেশের একটি সরকারি গবেষণার উদাহরণ টেনে তাদের পালটা আক্রমণ, 'পঞ্চগব্য দিয়ে ক্যানসার নিরাময়ের গবেষণার জন্য বরাদ্দ ৩.৫ কোটি টাকার বড় অংশই নয়ছয় হয়েছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, গোবর কেনার নামে ভুয়ো খরচ দেখিয়ে সেই টাকায় গাড়ি কেনা এবং প্রমোদভ্রমণ করা হয়েছে।' কংগ্রেসের দাবি, কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও এই ধরনের গবেষণার ফল আদতে শূন্য।

জিন্নার নামে জয়ধ্বনি

পাটনা, ২৭ জানুয়ারি : বিহারে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মহম্মদ আলি জিন্নার সমর্থনে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে মনসুর আলম নামে এক স্কুলশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার সুপুলের কিশানপুর থানা এলাকার একটি স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মহাত্মা গান্ধি ও ভগৎ সিংয়ের মতো দেশপ্রেমিকদের নামের মাঝে অভিযুক্ত শিক্ষক জিন্নার নামেও স্লোগান দিচ্ছেন। বিষয়টি নজরে আসতেই স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশের দ্বারস্থ হয়। সুপুলের পুলিশ সুপার আরএস শরৎ জানান, আপত্তিকর স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে ওই শিক্ষককে আটক করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো একটি দিনে এহেন আচরণে স্থানীয় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ভিডিওটি যাচাইয়ের পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

মোদি-বার্তা বিভ্রাটে প্রশ্নে গ্রক

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : কৃত্রিম মেধা কাজের, কিন্তু কতটা কাজের? এই প্রশ্ন ফের উঠল এআই চ্যাটবট গ্রক-এর কাণ্ডকারখানায়। প্রযুক্তির ভুলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বড় বিভ্রাট ঘটাল ধনকুবের এলন মাস্কের 'গ্রক'।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুকে পাঠানো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি সামান্য শুভেচ্ছাবার্তার ভুল ও বিতর্কিত অনুবাদ করে নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়ল এক্স-এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত এই চ্যাটবট। সৌজন্যমূলক এক বার্তায় অযাচিতভাবে 'ভারত-বিরোধী প্রচার'-এর মতো সংবেদনশীল শব্দ জুড়ে দিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে এই এআই টুলটি।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে মোদি ধিবেহী ভাষায় মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি টুইট করেছিলেন। সেখানে তিনি দু'দেশের যৌথ উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধির কথা বলেন। অথচ গ্রক-এর দেওয়া 'অনুবাদে' দেখা যায় একদম উলটো সুর। সেখানে দাবি করা হয়, মালদ্বীপ সরকার নাকি ভারত-বিরোধী আন্দোলনে শামিল ছিল! শুধু তা-ই নয়, এআই টুলটি 'সাধারণতন্ত্র দিবস' ও 'স্বাধীনতা দিবস'-এর মধ্যেও গুলিয়ে ফেলে।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন। একজন লিখেছেন, 'কূটনীতির মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এআই-এর ওপর অন্ধ নির্ভরতা বিপজ্জনক হতে পারে।' বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কের টানাপোড়েনের আবহে এই ধরনের ভুল অনুবাদ জনমানসে ভুল বার্তা দিতে পারে। ইতিপূর্বে বিতর্কিত ছবি ও তথ্য পরিবেশনের জন্য গ্রক-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ভারত সরকার প্রশ্ন তুলেছিল।

ইউজিসি নীতি পদ্মের ঘরে মতপার্থক্য

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতিগত বৈষম্য রোধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর নতুন 'ইক্যুইটি রেগুলেশন' নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। ওই নির্দেশিকা নিয়ে বিরোধী শিবিরের সমালোচনা এবং খোদ শাসকদলের অভ্যন্তরে ইস্তফার আবহে এবার কড়া অবস্থান নিল কেন্দ্র। মঙ্গলবার সরকারি সূত্রে খবর, এই নীতি নিয়ে ছড়ানো 'ভুল তথ্য' মোকাবিলায় খুব শীঘ্রই প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে আনা হবে। কোনও অবস্থাতেই এই নিয়মের অপব্যবহার বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে।

গত ১৩ জানুয়ারি কার্যকর হওয়া ওই নির্দেশিকা মূলত দলিত পড়ুয়া রোহিত ভেমুলা ও পায়েল তাদভির মৃত্যুর প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তৈরি। তবে এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে তথাকথিত উচ্চবর্ণের একাংশ।

উত্তরপ্রদেশের বেরিলির সিটি ম্যাজিস্ট্রেট অলঙ্কার অগ্নিহোত্রী এই নির্দেশিকাকে 'কালা কানুন' আখ্যা দিয়ে পদত্যাগ করেছেন। একই পথে হেঁটেছেন বিজেপির যুব মোর্চার এক নেতাও। তাঁদের দাবি, নতুন নিয়মে সাধারণ শ্রেণির (জেনারেল ক্যাটেগরি) পড়ুয়াদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে এবং এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নষ্ট হবে।

বিভ্রান্তি কাটাতে আসরে কেন্দ্র

অন্যদিকে বাজেট অধিবেশনের আগে বিরোধী দলগুলিও চেষ্টা করছে ইক্যুইটি রেগুলেশন বিতর্ককে হাতিয়ার করে বিজেপির অন্দরের বিরোধ আরও বাড়িয়ে দিতে।

মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আপত্তি উঠেছে। সাধারণ শ্রেণির পড়ুয়াদের অভিযোগ জানানোর সুযোগ না থাকা, মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অভাব এবং তদন্ত কমিটিতে সাধারণ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব না থাকা। বিরোধীরা এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে সংসদে বাজেট অধিবেশনের আগে সরকারকে কোণঠাসা করতে মরিয়া। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত এবং এই নীতির মূল লক্ষ্য, ক্যাম্পাসে সামাজিক সাম্য বজায় রাখা।

বইয়ের ছেঁড়া পাতায় মিড-ডে মিল

ভোপাল, ২৭ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসেই প্রকাশ্যে এল কচিকাঁচা স্কুলপড়ুয়াদের অবহেলিত মিড ডে মিলের ছবি। যেদিন শিশুদের শেখানোর কথা মর্যাদাবোধ আর সাংবিধানিক অধিকারের পাঠ, সেদিনই মধ্যপ্রদেশের মাইহার জেলার ভাতগাওয়ানে স্কুলপড়ুয়াদের দেখা গেল থালার বদলে ছেঁড়া পাতায় মিড ডে মিল খেতে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের 'স্পেশাল' মিড-ডে মিলের মেনু ছিল পুরি আর হালুয়া। সেই গরম খাবার শিশুদের দেওয়া হল থালায় নয়, পুরোনো খাতা আর বইয়ের ছেঁড়া নোংরা পাতায়। সমাজমাধ্যমে এই ভিডিও ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা।

ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, ধুলোমাখা মাটিতে বসে সার দিয়ে খুদে পড়ুয়ারা পুরোনো কাগজের ওপর থেকে খাবার খাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাতার পাতায় থাকা কালি এবং বিষাক্ত সিসা গরম খাবারের সংস্পর্শে এসে শিশুদের শরীরে ক্যানসার সহ নানা মারণরোগ ছড়াতে পারে। অথচ উদ্বেগের বিষয় হল, সরকারি নথিতে শিশুদের থালা কেনার জন্য বরাদ্দ টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে। তাহলে সেই থালা গেল কোথায়? সেই প্রশ্ন উঠছে।

প্রজাতন্ত্রে অবহেলিত স্কুল পড়ুয়ারা

থালার বদলে পাতায় মিড-ডে মিল খাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা।

এই ঘটনা প্রশাসনের নজরদারির কঙ্কালসার চেহারাটাকেও সামনে এনেছে। জানা গিয়েছে, 'পিএম পোষণ' প্রকল্পের তথ্যে মধ্যপ্রদেশের নবগঠিত মাইহার জেলার কোনও অস্তিত্বই নেই। সরকারি পরিসংখ্যানে এখনও সেই পুরোনো ৫২টি জেলাই রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, একদিকে যখন খাতায় মোড়া নোংরা খাবারে শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, অন্যদিকে তখন সরকারি তথ্যের গোলকধাঁধায় জেলাটিই নিখোঁজ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হলেও নির্বাচনের আগে 'উন্নতমানের পুষ্টিকর খাবার'-এর যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা এই একটুকরো কাগজের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

সঞ্জুর সঙ্গে পরীক্ষা রিজার্ভ বেঞ্চেরও

ভাইজ্যাগ, ২৭ জানুয়ারি : সিরিজ জয় সম্পূর্ণ। কিন্তু এই তো সবে শুরু। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই ক্রিকেট দুনিয়ায় বিতর্ক বাড়ছে। বাংলাদেশ ছাঁটাই হওয়ার রেশ কাটার আগেই পাকিস্তানকে নিয়ে সরগরম ক্রিকেটমহল। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কুড়ির বিশ্বকাপে খেলবে কিনা, খেললেও শুধু ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করবে কিনা, হাজারো প্রশ্ন

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
চতুর্থ টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : ভাইজ্যাগ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

কোচ গৌতম গম্ভীরের ক্লাসে মনোযোগী ছাত্র সঞ্জু স্যামসন। মঙ্গলবার।

আর জল্পনা চলছে। যার শেষ কোথায়, কারও জানা নেই।

বাকি দুনিয়ায় যতই বিতর্ক চলুক না কেন, কুড়ির বিশ্বকাপ শুরুর দিন এগিয়ে আসার সঙ্গেই টিম ইন্ডিয়া ছন্দে ফিরছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে অনায়াসে জিতে সিরিজ জয়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে সূর্যকুমার যাদবদের। পাশাপাশি আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পথে তৈরি হয়েছে আরও প্রত্যাশা। বুধবার ভাইজ্যাগে সিরিজের চার নম্বর টি২০ ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে গতকালই গুয়াহাটি থেকে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। টানা তিন ম্যাচের সাফল্যের ছন্দের পাশে দলের অন্দরে এসেছে সুখবরও। তিলক ভার্মা এখন প্রায় ফিট। তিনি অনুশীলনও শুরু করেছেন। কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে তিলক না থাকলেও মুম্বইয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতীয় দলের অন্দরে ঢুকে পড়ছেন। হয়তো ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচেও খেলবেন তিলক। পাশাপাশি শ্রেয়স আইয়ারকেও দলের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে শেষ পর্যন্ত শ্রেয়স থাকবেন কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, শ্রেয়স শেষ পর্যন্ত থেকে যেতে পারেন।

শ্রেয়স শেষ পর্যন্ত কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের চার নম্বর টি২০ ম্যাচে ভারতীয় দলের রিজার্ভ বেঞ্চকে আরও সুযোগ দেওয়া হবে। সোজাকথায়, আগামীকাল ওপেনার সঞ্জুর সঙ্গে দলের রিজার্ভ বেঞ্চেরও পরীক্ষা হতে চলেছে। যদিও দলের অন্দর থেকে পালটা একটি যুক্তির কথাও সামনে আসছে। বলা হচ্ছে, বিশ্বকাপ দোরগোড়ায়। এখন আর অতিরিক্ত পরীক্ষার মানে হয় না।

গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমাররা সেকথা শুনবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ওপেনার অভিষেকের বিধ্বংসী ফর্ম, অধিনায়ক স্কাইয়ের ফর্মে ফেরার পাশে জোড়া হাফ সেঞ্চুরির ইনিংস, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার ছন্দ, টিম ইন্ডিয়াকে ফের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। দলের সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের চোটের অবস্থা এখনও জানা নেই দুনিয়ার। প্রথম টি২০ ম্যাচের সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। এখনও সারেনি অক্ষরের চোট। তিনি যদি ফিট হয়ে ফিরতে পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই টিম ইন্ডিয়ার ভারসাম্য আরও বাড়বে।

সঙ্গে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখার প্রত্যাশাও এভারেস্টের উচ্চতাকে ছুঁয়ে ফেলবে।

একদিক থেকে উইকেট পড়লেও পাওয়ার প্লে-তে বিধ্বংসী ব্যাটিং চালিয়ে যাচ্ছেন অভিষেক শর্মা।

সঞ্জুকে নিয়ে গম্ভীরকে বার্তা রাহানের

যুবির রেকর্ড ভাঙবে অভিষেকই : অশ্বীন

চেন্নাই, ২৭ জানুয়ারি : গুরুমারাবিদ্যায় গুরুকেই আরেকটু হলে পিছনে ফেলে দেওয়া!

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০ ম্যাচে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে গুরু যুবরাজ সিংয়ের ১২ বলে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নজির। পঞ্চাশে পা রাখতে দুই বল বেশি নেন অভিষেক শর্মা। ম্যাচ শেষে গুরুকে সম্মান জানিয়ে অভিষেক দাবিও করেন যুবিপাজির ১৯ বছরের পুরোনো নজির ভাঙা সম্ভব নয়। যদিও রবিচন্দ্রন অশ্বীন মনে করেন, কেউ যদি যুবির রেকর্ড ভাঙেন তাহলে অভিষেকই। সেদিন খুব দূর নয়।

'ঈশ্বরের সন্তান' আখ্যা দিয়ে অফস্পিন তারকা বলেছেন, 'অভিষেক একটা মন্তব্য করেছে। বলেছে, যুবরাজ পাজির ১২ বলে ৫০ রানের নজির ভাঙা সম্ভব নয়। অভিষেককে বলতে চাই, এতটা বিনয়ী হওয়ার দরকার নেই। ভারতীয়রা এই রকম কথাবার্তা পছন্দ করে। তাই বলে এতটা নম্র হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। শুধু বলব, অদূর ভবিষ্যতে কেউ যদি যুবির রেকর্ড ভাঙে, তা অভিষেক শর্মাই ভাঙবে।'

অভিষেকের ব্যাট স্পিড, শটের রেঞ্জে মোহিত অশ্বীনের কথায়, পাওয়ার প্লে-তে ব্যাটিংকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। উলটো দিক থেকে উইকেট পড়লেও অভিষেক-আগ্রাসনে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না! বলেছেন, 'গুয়াহাটিতে বোলারের মাথার ওপর সোজা ছক্কা হাঁকানোর পর নিজের ব্যাটের দিকে দেখছিল। বোঝা যাচ্ছিল বলটা ওর ব্যাটের নীচের দিকে লেগেছে। তারপরও গ্যালারিতে! অবিশ্বাস্য ব্যাট সুইং, অবিশ্বাস্য ব্যাটিং। আমার মতে, ও ঈশ্বরের পুত্র।'

> আমার মতে সঞ্জুর অফফর্ম কাটিয়ে উঠতে টিম ম্যানেজমেন্ট, অধিনায়কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জুকে আশ্বস্ত করে বলা উচিত, চলতি সিরিজে সে সব ম্যাচ খেলবে, বিশ্বকাপেও জায়গা নিয়ে টানাটানি হবে না। চিন্তা কোরো না।
> **-আজিঙ্কা রাহানে**

তিনে তিন। জয়ের হ্যাটট্রিকে টি২০ সিরিজ ইতিমধ্যেই কবজায়। অভিষেকের বিধ্বংসী ফর্মের পাশে স্বস্তির ঢেকুর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের রানে ফেরা। ঈশান কিষানও আগ্রাসী মেজাজে ভরসা জুগিয়েছেন মিডল অর্ডারে। একটাই খটকা সঞ্জু স্যামসন। পছন্দের ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করলেও রান উধাও (তিন ম্যাচে ১০, ৬, ০)। বিশ্বকাপ অভিযানের আগে যে অস্বস্তি দূর করতে গৌতম গম্ভীরকে দ্রুত পদক্ষেপ করার পরামর্শ দিলেন আজিঙ্কা রাহানে।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'আমার মতে সঞ্জুর অফফর্ম কাটিয়ে উঠতে টিম ম্যানেজমেন্ট, অধিনায়কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জুকে আশ্বস্ত করে বলা উচিত, চলতি সিরিজে সে সব ম্যাচ খেলবে, বিশ্বকাপেও জায়গা নিয়ে টানাটানি হবে না। চিন্তা কোরো না। আসলে ওর ওপেনিং পার্টনার অভিষেক দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। তার সঙ্গে তাল ঠুকতে গিয়ে নিজেকে চাপে ফেলছে সঞ্জু। ওকে বলব, অন্য কিছু ভুলে নিজের খেলাটাই খেলুক।'

দশক পেরিয়ে আবেগতাড়িত হার্দিক

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এমন উপহার দেওয়ার জন্য'

ভাইজ্যাগ, ২৭ জানুয়ারি : দেখতে দেখতে দশক পার!

২০১৬-র প্রজাতন্ত্র দিবসে অ্যাডিলেডে পথ চলা শুরু করেছিলেন। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারাই মঞ্চ গড়ে দেন। তবে বল হাতে দলের জয়ে অবদান রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্রিস লিন ও ম্যাথু ওয়েডের উইকেট নিয়ে। সেই শুরু। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ক্রমশ 'মেন ইন ব্লু'র তুরুপের তাস হয়ে উঠেছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

২০২৪ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু টি২০ বিশ্বকাপেও দল তাঁর দিকে তাকিয়ে। কাপ-অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতির মাঝে কেরিয়ারের দশক পূরণের আবেগ নিয়ে ইনস্টাগ্রামে হার্দিক লিখেছেন, '১০ বছর হয়ে গেল! আমি এখন ৩৩-এ। হৃদয় থেকে ক্রিকেটকে ভালোবেসেছি। তার সঙ্গে দেশের প্রতিনিধিত্বের সম্মান, সৌভাগ্য। এই সবকিছুর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে,

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক দশক পূর্ণ করার দিনে এই ছবি পোস্ট করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

এই রকম একটা জার্নি উপহার দেওয়ার জন্য।'

হার্দিকের মতে, দশ বছরের ক্রিকেট সাফারি থেকে প্রচুর শিখেছেন। এখনও যখন পিছনে তাকিয়ে দেখেন, শুরুর দিনগুলির কথা, লড়াই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বরোদার হয়ে পথ চলা শুরু। প্রথমে একজন ব্যাটার, যে বলও করতে পারে। যথার্থ অর্থে অলরাউন্ডার হয়ে ওঠার ভাবনায় সলতে পাকানোর শুরু উনিশ বছরে পা রাখার পর। কখনও প্রশংসা পেয়েছেন। কখনও বাতিলের তালিকায়। আর এই ওঠা-পড়াই তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

তারকা অলরাউন্ডারের মতে, 'আমার জন্য ভগবান দারুণ পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন। প্রথম ম্যাচ খেলি ২৬ জানুয়ারিতে। শুধু ক্রিকেটার হিসেবে নয়, ক্রিকেট আমাকে মানুষ হিসেবেও পরিণত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।' ১০ বছরের কেরিয়ারে এখনও ১২৭টি টি২০, ৯৪টি ওডিআই এবং ১১টি টেস্ট খেলেছেন হার্দিক। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত সাড়ে চার হাজারের কাছাকাছি রান ও ২১৩ উইকেট নিয়েছেন। আসন্ন বিশ্বকাপে সংখ্যাটা কতটা বাড়ে, সেদিকে চোখ থাকবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, সমর্থকদের।

ফর্মে ফিরতে নেটে বাড়তি অনুশীলনে সঞ্জু স্যামসন। মঙ্গলবার ভাইজ্যাগে।

স্যামসনের পাশে দাঁড়ালেন মরকেল

'ছন্দে ফেরা থেকে এক ইনিংস দূরে'

ভাইজ্যাগ, ২৭ জানুয়ারি : শিয়রে বিশ্বকাপ। অথচ, সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে চিন্তা কিছুতেই কমছে না। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে তিন ম্যাচ খেলে উইকেটকিপার-ব্যাটারের সংগ্রহ ১০, ৬ ও ০। ওপেনিং পার্টনার অভিষেক শর্মা শুরু থেকে ঝড় তোলায় পাওয়ার প্লে-তে চাপ বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বিশ্বকাপের আসরেও যদি সঞ্জুর ব্যাট কথা না বলে? প্রশ্নটাই কুরে-কুরে খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদেরও।

বন্দরনগরী ভাইজ্যাগে চতুর্থ টি২০ ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বভাবতই সঞ্জুকে নিয়ে একঝাঁক প্রশ্ন ধেয়ে এল। জবাবে সঞ্জুর পাশে দাঁড়িয়ে আস্থা দেখালেন ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল। দাবি, সঞ্জুকে নিয়ে দল মোটেই চিন্তিত নয়। বলেছেন, 'ফর্মে ফেরা থেকে এক ইনিংস দূরে রয়েছে ও। একটা ম্যাচে রান পেয়ে গেলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। আমাদের লক্ষ্য, বিশ্বকাপে সঠিক সময়ে যেন সবাই সেরা ফর্মে থাকে। সঞ্জু নেটে পরিশ্রম করছে। বলও ঠিকঠাক মারছে। চিন্তার কিছু দেখছি না।'

মঙ্গলবার ঐচ্ছিক প্র্যাকটিস সেশন থাকলেও অনুশীলনে আদাজল খেয়ে পড়ে থাকলেন কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটার। অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী, অভিষেক শর্মার বলে ব্যাটিং ঘষেমেজে নিলেন। তারপর টানা থ্রো ডাউনে সঞ্জুর ব্যাটিং প্রস্তুতি। প্র্যাকটিসে শুরুর দিকে কিছুটা নড়বড়ে দেখালেও পরের দিকে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত। মরকেলের বিশ্বাস, আগামীকাল বাইশ গজে কিউয়ি বোলারদের বিরুদ্ধে যার প্রতিফলন ঘটবে সঞ্জুর ব্যাটে।

একই সঙ্গে মরকেল মনে করিয়ে দিলেন ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, তাদের নজর টিম এফোর্টে। বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য দলগত সাফল্য। চলতি সিরিজে ৩-০ এগিয়ে আমরা। ছেলেরা ভালো ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে। বিশ্বকাপের আগে এখনও দুটো ম্যাচ রয়েছে। আমি নিশ্চিত, এর মধ্যেই ছন্দ পেয়ে যাবে সঞ্জুও।'

'যখন সময় আসবে, ঠিক সরে যাব'

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটের ক্রাইসিসম্যান তিনি।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অনুপস্থিতিতে টেস্ট ও ওডিআইয়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের অন্যতম মেরুদণ্ডও। সেই লোকেশ রাহুল এদিন নিজের কেরিয়ারের আগামীর ভাবনা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। অবসর নিয়ে কী তাঁর ভাবনা, প্রকাশ্যেই মুখ খুললেন তা নিয়ে। লোকেশের সাফ কথা, যখন বুঝবেন সময় এসেছে, ঠিক সরে যাবেন। দ্বিতীয়বার ভাববেন না।

ইউটিউব চ্যানেলে কেভিন পিটারসেনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লোকেশ বলেছেন, 'আমার মনে হয় না এই সিদ্ধান্তটা (অবসর)

অবসর নিয়ে অকপট লোকেশ

আমার পক্ষে খুব কঠিন হবে। নিজের ক্রিকেটের প্রতি যদি সৎ থাকি, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না কখন সময় হয়েছে। আর তা বুঝে গেলে অযথা কেরিয়ারকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। তবে এই মুহূর্তে সেইসময় আসতে এখনও অনেকটাই বাকি।'

চোট-আঘাত কেরিয়ারের গতিতে বারবার ব্রেক লাগিয়েছে। ফিটনেসগত যে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো, দলে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস মোটেই সহজ নয়, বলছেন লোকেশ। বছর তেত্রিশের ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটার আরও বলেছেন, 'বারবার চোট পেয়েছি। কঠিনতম লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এটা আমার কাছে ঠিক যন্ত্রণা নয়, অনেক বেশি মানসিক যুদ্ধ।'

মানসিক ও শারীরিকভাবে নিজেকে ফিট রাখতে ক্রিকেট এবং পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করেন লোকেশ। একইভাবে জীবনটাকে উপভোগ করাও জরুরি। বর্তমানে ক্রিকেটের কারণে পরিবারকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। অবসরের পর যে আক্ষেপ মিটিয়ে দিতে চান। লোকেশের কথায়, প্রথমবার বাবা হওয়ার পর জীবন-দর্শন বদলে গিয়েছে। বদলেছে ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গিও।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শতরানের পর বিহান মালহোত্রা।

বিহানের শতরানে দুরমুশ জিম্বাবোয়ে

বুলাওয়াও, ২৭ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে অপ্রতিরোধ্য ভারত। বিহান মলহোত্রার শতরান, বৈভব সূর্যবংশী ও অভিজ্ঞান কুণ্ডুর অর্ধশতরান। সেইসঙ্গে বল হাতে অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে, উদ্ধব মোহনদের ভেল্কিতে কুপোকাত জিম্বাবোয়ে। তাদের ২০৪ রানে হারাল ভারতীয় যুব দল। এদিন প্রথমে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ৩৫২ রান করে ভারত। সৌজন্যে বিহানের ১০৯ রানের ইনিংস। এছাড়া ৩০ বলে ৫২ রান করেছেন বৈভব। ৬১ রান রেখে এসেছেন অভিজ্ঞান। রান তাড়ায় নেমে জিম্বাবোয়ের প্রথম উইকেটের পতন হয় শূন্য রানে। ১৫ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় তারা। মাঝে দুই-একজন লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও লিরয় ছিওয়াউলা (৬২) ছাড়া কেউই ৫০-এর গণ্ডি পার করতে পারেনি। ৩৭.৪ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয় জিম্বাবোয়ে।

সুপার সিক্সে গ্রুপ শীর্ষে ভারত

অধিনায়ক আয়ুষ একাই তিনটি উইকেট নেন। উদ্ধবেরও শিকার তিন। জোড়া উইকেট ঝুলিতে পুড়েছেন আরএস অম্বরীশ। বড় ব্যবধানে এই জয়ের সুবাদে সুপার সিক্স পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষস্থান দখল করল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল। সমান পয়েন্ট নিয়েও রান রেটে পিছিয়ে থাকায় দুই নম্বরে ইংল্যান্ড।

সেমিফাইনালে সাবালেঙ্কা

শেষ চারে আলকারাজও

মেলবোর্ন, ২৭ জানুয়ারি : কেরিয়ারে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই আলকারাজ ৭-৫, ৬-২, ৬-১ গেমে অ্যালেক্স ডে মিনাউরকে হারিয়েছেন। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে জিততে হয়েছিল আলকারাজকে। কিন্তু পরের দুটি সেটে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি তিনি। এর আগে কখনও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকাতে পারেননি আলকারাজ। নতুন বছরের শুরুতে আলকারাজ জানিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে 'কেরিয়ার স্ল্যাম' পূর্ণ করতে চান।

সেমিফাইনালে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই জেরেভের মুখোমুখি হবেন আলকারাজ। এদিন জেরেভ কোয়ার্টার ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৬-৩, ৬-৭ (৫/৭), ৬-১, ৭-৬ (৭/৩) গেমে জিতেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লার্নার টিয়েনের বিরুদ্ধে। মহিলাদের সিঙ্গলসের

অ্যালেক্স ডে মিনাউরকে হারিয়ে উচ্ছ্বাস কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার। মেলবোর্নে মঙ্গলবার।

কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা ৬-৩, ৬-০ গেমে হারিয়ে দিয়েছেন ইভা জোভিচকে। তবে এলিনা ভিতোলিনার কাছে ৬-১, ৬-২ ফলে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে তৃতীয় বাছাই কোকো গফ বিদায় নিয়েছেন।

পুরুষদের ডাবলসে জেসন কোবলার-মার্ক পোলম্যাস ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩) গেমে সাদিও ডাম্বিয়া-ফাবিয়েন রিবোলের কাছে পরাজিত হন। মহিলাদের ডাবলসে প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই ঝ্যাং-এলিসে ৬-৪, ৬-৩ গেমে পেটন-হাইলেকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন।

বৃষ্টিতে অনুশীলনে বিঘ্ন অভিমন্যুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : কলকাতায় ঠান্ডা যাই যাই করছে। উত্তর ভারতের ছবিটা আলাদা। সেখানে এখনও ভালোরকম ঠান্ডা রয়েছে।

আর ঠান্ডার সঙ্গে দোসর হিসেবে হাজির বৃষ্টি ও ঘন কুয়াশা। নিট ফল, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন রনজি ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে হরিয়ানার লাহলিতে হাজির হওয়ার পর থেকেই নানা সমস্যায় টিম বাংলা। প্রবল ঠান্ডার পাশে বৃষ্টি ভালোরকম ভোগাচ্ছে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। সকাল থেকে চলা টানা বৃষ্টির কারণে আজ বাংলার অনুশীলনেও বিঘ্ন ঘটেছে। সকালের দিকে বাংলা দল লাহলির মাঠে হাজির হওয়ার পর ইন্ডোরে অনুশীলন করতে হয়েছে। সেখানে ঠিকভাবে অনুশীলন সম্ভব হয়নি। যদিও বাংলা দলের তরফে তার জন্য কোনও অভিযোগ নেই।

বরং আগামীর লক্ষ্যে ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে লাহলির মাঠে

বাড়তি স্পিনারের ভাবনা

হরিয়ানার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ শুরু বাংলার। সেই ম্যাচের প্রথম দুইদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট একটু বেশিই সতর্ক। গ্রুপের শেষ ম্যাচে কোনওভাবেই দল হিসেবে ছন্দ হারাতে চাইছেন না কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বাংলার কোচ লাহলি থেকে বলছিলেন, 'সার্ভিসেস ম্যাচের ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের। কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বলে কোনও ম্যাচ হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই নেই।' এদিকে, সময়ের সঙ্গে একসময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে গতিময় লাহলির মাঠের পিচের চরিত্র বদলেছে। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে খবর, লাহলির বাইশ গজে এখন স্পিনাররাই দাপট দেখান। তাই শাহবাজ আহমেদের সঙ্গে বাড়তি স্পিনার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বাংলা দলে। রাহুল প্রসাদ খেলতে পারেন বলে খবর। তৃতীয় স্পিনারও খেলানো সম্ভব কিনা, ভাবনা শুরু করে দিয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট।

দুই সপ্তাহের প্রস্তুতিতে আইএসএলে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : পরিকল্পনায় বড়সড়ো পরিবর্তন না হলে এবার মাত্র ১৪ দিনের প্রস্তুতিতে আইএসএলে প্রথম ম্যাচ খেলবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সব ঠিক থাকলে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি নিজেদের মাঠে অনুশীলন শুরু করবে সাদা-কালো ব্রিগেড। মঙ্গলবার থেকে ফুটবলারদের কলকাতা আসার জন্য বিমানের টিকিট পাঠানো শুরু হয়েছে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সকলের চলে আসার কথা। এদিকে এই মরশুমের জন্য লগ্নিকারী সংস্থার হাতে কোনও শেয়ার হস্তান্তর করছে না মহমেডান। একটি সংস্থা আইএসএল খেলার পাঁচ কোটি টাকা দিচ্ছে সাদা-কালোকে। সেইসঙ্গে স্পনসর হিসাবে যুক্ত হচ্ছে আরও একটি সংস্থা। এই সপ্তাহের মধ্যেই সরকারিভাবে ওই দুই সংস্থার নাম ঘোষণা করবেন মহমেডান কর্তারা।

কেরালায় সই তিন বিদেশির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : আইএসএল শুরুর আগে তিন বিদেশিকে সই করাল কেরালা ব্লাস্টার্স। আগেই নোয়া সাদিউ, আদ্রিয়ান লুনাদের লোনে ছেড়েছিল তারা। ফলে আক্রমণ শক্তিশালী করতে প্যারিস সাঁ জাঁ-র 'বি' দলে খেলা ফরাসি উইঙ্গার কেভিন ইয়োকেকে সই করিয়েছে কেরালা। জার্মানির অনূর্ধ্ব-১৮ দলে খেলা অ্যাটাকিং মিডিও মার্লোন রোস-ট্রুজিলোকেও নিয়েছে তারা। এছাড়া গোকুলাম কেরালা এফসি থেকে স্প্যানিশ মিডিও মাতিয়াস হার্নান্ডেজকে সই করিয়েছে কেরালা।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Debjit Dutta : Happy Birthday To You. God bless you. Milonpally, Siliguri, 25 No. Ward.

বিবাহবার্ষিকী

☺ শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা ও শ্রীমতী মমতা সাহার পঞ্চাশ বছর একসাথে- ভালোবাসার নীরব অঙ্গীকার। বিবাহবার্ষিকীর এই সোনালি দাম্পত্যে রইল গভীর শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত শুভকামনা। - আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধব।

মহমেডানের হোম ম্যাচ জামশেদপুরে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : খসড়া সূচি তৈরির সময়েই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয় এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের কলকাতা ডার্বি হবে ৩ মে। সেই খবরেই সিলমোহর পড়ল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের প্রকাশিত ক্রীড়াসূচিতে।

১৪ ফেব্রুয়ারি কেরালা ব্লাস্টার্সের সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হোম ম্যাচ দিয়ে শুরু লিগ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ শুরু বিকেল পাঁচটায়। ওইদিনই দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ইস্টার কাশী ফতোরদায় জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে খেলবে এফসি গোয়ার বিপক্ষে। পরদিন অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রথম ম্যাচ জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে জেআরডি টাটা স্টেডিয়ামে বিকেল পাঁচটা থেকে। প্রসঙ্গত, মহমেডান পুরো টুর্নামেন্টে তিনটি হোম ম্যাচ খেলবে। যার মধ্যে দুটো কলকাতারই দুই দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে। তৃতীয়টি মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে। আর এই তিন ম্যাচই তারা খেলবে জেআরডি টাটা স্টেডিয়াম থেকে। এর মধ্যে ১ মে মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের তারিখ মহমেডানের আবেদন অনুযায়ী বদলে কলকাতা ডার্বির দিন অর্থাৎ ৩ মে বিকেল পাঁচটা থেকে করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতার তিন দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলও অবশ্য মোহনবাগানের মতোই প্রথম ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে। এবার জন আব্রাহামের দল তাদের সব ঘরের ম্যাচ খেলবে গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়াম থেকে। তেমনি ওডিশা এফসি-ও কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে খেলবে হোম ম্যাচ। কেরালা ব্লাস্টার্সেরই একমাত্র ঘরের মাঠ পরিবর্তন করে কোঝিকোড়ের ইএমএস স্টেডিয়ামে চলে যাচ্ছে। তবে এই কলিঙ্গ বা ইএমএস, দুই স্টেডিয়ামেরই এখনও পরিদর্শন বাকি। ফিট সার্টিফিকেট না পেলে খেলা অন্য কোথাও হতে পারে। ইস্টার কাশীর ঘরের মাঠও সূচিতে কলিঙ্গ স্টেডিয়াম রাখা হয়েছে। তেমনি দিল্লি নেহরু স্টেডিয়ামে একইসঙ্গে খেলবে পাঞ্জাব এফসি ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। বাকি সব ক্লাবই যে যেখানে খেলতে চায় সেই স্টেডিয়াম থেকেই খেলবে। লিগ শেষ ১৭ মে। সেদিন ১৪ দলেরই ম্যাচ থাকছে। সময় এবং স্টেডিয়াম জানানো হয়নি। মোহনবাগান সাতটা এবং ইস্টবেঙ্গলের আটটা হোম ম্যাচ খেলছে। তবে কলকাতা ডার্বি মোহনবাগানের হোম ম্যাচ।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

জামশেদপুর এফসি (অ্যাওয়ে, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ৫টা), এফসি গোয়া (অ্যাওয়ে, ২০ ফেব্রুয়ারি, সাড়ে ৭টা), মোহনবাগান (হোম, ২৮ ফেব্রুয়ারি, সাড়ে ৭টা), বেঙ্গালুরু এফসি (অ্যাওয়ে, ৭ মার্চ, সাড়ে ৭টা), চেন্নাইয়ান এফসি (অ্যাওয়ে, ১৩ মার্চ, ৫টা), ইস্টবেঙ্গল (হোম, ২১ মার্চ, ৫টা), পাঞ্জাব এফসি (অ্যাওয়ে, ৩ এপ্রিল, সাড়ে ৭টা), ইস্টার কাশী (অ্যাওয়ে, ১২ এপ্রিল, ৫টা), ওড়িশা এফসি (অ্যাওয়ে, ১৭ এপ্রিল, সাড়ে ৭টা), স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি (অ্যাওয়ে, ২৬ এপ্রিল, ৫টা), মুম্বই সিটি এফসি (হোম, ৩ মে, ৫টা), কেরালা ব্লাস্টার্স (অ্যাওয়ে, ১০ মে, ৫টা), নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি (অ্যাওয়ে, ১৭ মে)।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

কেরালা ব্লাস্টার্স (হোম, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ৫টা), চেন্নাইয়ান এফসি (হোম, ২৩ ফেব্রুয়ারি, সাড়ে ৭টা), মহমেডান (অ্যাওয়ে, ২৮ ফেব্রুয়ারি, সাড়ে ৭টা), ওডিশা এফসি (অ্যাওয়ে, ৬ মার্চ, ৫টা), বেঙ্গালুরু এফসি (অ্যাওয়ে, ১৪ মার্চ,সাড়ে ৭টা), মুম্বই সিটি এফসি (হোম, ২০ মার্চ, সাড়ে ৭টা), জামশেদপুর এফসি (অ্যাওয়ে, ৪ এপ্রিল, ৫টা), পাঞ্জাব এফসি (হোম, ১২ এপ্রিল, সাড়ে ৭টা), নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি (অ্যাওয়ে, ১৯ এপ্রিল, সাড়ে ৭টা), ইস্টার কাশী (হোম, ২৬ এপ্রিল, সাড়ে ৭টা), ইস্টবেঙ্গল (হোম, ৩ মে, সাড়ে ৭টা), এফসি গোয়া (অ্যাওয়ে, ৯ মে, ৫টা), স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি (হোম, ১৭ মে)।

ইস্টবেঙ্গল এফসি

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি (হোম, ১৬ ফেব্রুয়ারি, সাড়ে ৭টা), স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি (হোম, ২১ ফেব্রুয়ারি, ৫টা), জামশেদপুর এফসি (হোম, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ৫টা), এফসি গোয়া (হোম, ৫ মার্চ, ৫টা), কেরালা ব্লাস্টার্স (হোম, ১৪ মার্চ, ৫টা), মহমেডান (অ্যাওয়ে, ২১ মার্চ, ৫টা), চেন্নাইয়ান এফসি (অ্যাওয়ে, ১১ এপ্রিল, ৫টা), বেঙ্গালুরু এফসি (হোম, ১৬ এপ্রিল, সাড়ে ৭টা), পাঞ্জাব এফসি (হোম, ২৪ এপ্রিল, সাড়ে ৭টা), ওডিশা এফসি (হোম, ২৮ এপ্রিল, সাড়ে ৭টা), মোহনবাগান (অ্যাওয়ে ৩ মে, সাড়ে ৭টা), মুম্বই সিটি এফসি (অ্যাওয়ে, ৮ মে, সাড়ে ৭টা), ইস্টার কাশী (অ্যাওয়ে, ১৭ মে)।

দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যেও আগ্রাসী মেজাজে রিচা ঘোষ।

রিচার ৯০ রানের পরও হার আরসিবি-র

আক্ষেপ নেই, কাজে লাগবে আত্মবিশ্বাস

ভদোদরা, ২৭ জানুয়ারি : 'স্যর, ১৫ কম থা!' ম্যাচ শেষে মন্তব্য রিচা ঘোষের।

শেষ দশ বলে ৫টি ছয়, একটি চার। ৫০ বলে ৯০ রান, চাপের মুখে এক অবিশ্বাস্য ইনিংস। তবুও জয় অধরা। বিধ্বংসী ইনিংস খেলেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেননি শিলিগুড়ির রিচা। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে ১৫ রানে ম্যাচ হেরে গিয়েছে আরসিবি।

লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০ রান। রিচা যখন ব্যাট হাতে নামলেন আরসিবি তখন ৪ উইকেটে ৩১। অল্প সময়ের মধ্যেই তা হল ৫ উইকেটে ৩৫। সামনে পাহাড় প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রা। ম্যাচ শেষে রিচা বলেছেন, 'আমরা শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। দ্রুত উইকেট পড়ে যাওয়ার পর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়া।' চাপের মুখে নিজের ব্যাটিং নিয়ে রিচার বক্তব্য, 'আমি শুধু বল দেখার চেষ্টা করছিলাম। যেটা আমার শক্তির জায়গা, সেখানেই খেলেছি। বড় শট মারার কথা আলাদা করে ভাবিনি।' তাঁর এই সংযত মানসিকতাই প্রায় শেষপর্যন্ত লড়াইয়ে রেখেছিল আরসিবি-কে।

> আমি শুধু বল দেখার চেষ্টা করছিলাম। যেটা আমার শক্তির জায়গা, সেখানেই খেলেছি। বড় শট মারার কথা আলাদা করে ভাবিনি।
>
> -রিচা ঘোষ

দল জিততে না পারলেও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আশাবাদী রিচা। বলেছেন, 'এই ম্যাচ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে আমরা কী করতে পারি। সামনের ম্যাচগুলিতে এই আত্মবিশ্বাসটা কাজে লাগবে।'

ধারাবাহিকতায় জোর দিচ্ছেন কোচ সঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : ক্লান্তি নয়, বুধবার তামিলনাড়ু ম্যাচে সঞ্জয় সেনের চিন্তার কারণ হতে পারে বেহাল মাঠ।

সন্তোষ ট্রফিতে রাজস্থান ম্যাচের পর দুইদিন বিশ্রাম পেয়েছে বাংলা ফুটবল দল। বুধবার প্রতিযোগিতার চতুর্থ ম্যাচে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, করণ রাইদের প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ু। ম্যাচটি হবে অসমের শিলাপাথার স্টেডিয়ামে।

এবার সন্তোষে গ্রুপ পর্বের প্রথম তিনটি ম্যাচ খেলতে টিম হোটেল থেকে মাঠে পৌঁছাতে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে বাংলা ফুটবল দলকে। বুধবার তুলনায় কম পথ অতিক্রম করতে হবে রবি হাঁসদা, চাকু মান্ডিদের। টিম হোটেল থেকে শিলাপাথার স্টেডিয়ামের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। ফলে দীর্ঘ বাসযাত্রার ক্লান্তি একটু হলেও কমবে। তবুও চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না সঞ্জয় সেন। কারণ, শিলাপাথারের মাঠ।

ডিব্রুগড় থেকে মুঠোফোনে বঙ্গ ব্রিগেডের কোচ বললেন, 'কেরালা শিলাপাথারের মাঠে খেলেছে। ওদের থেকেই জেনেছি আগের ম্যাচগুলো আমরা যেখানে খেলেছি ওই মাঠ তার থেকেও খারাপ।' কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ম্যাচে চাইলে দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতেই পারেন সঞ্জয়। সেই সম্ভাবনাও রয়েছে। এই ম্যাচেও উত্তম হাঁসদাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইছেন না বাংলা দলের কোচ। শুরু করতে পারেন সুময় সোম অথবা নরহরি শ্রেষ্ঠা। তবে জয়ের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ুক, তা একেবারেই চাইছেন না সঞ্জয়।

এদিকে, সন্তোষের গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের মধ্যে দুইটিতে জিতেছে তামিলনাড়ু। গত ম্যাচে নাগাল্যান্ডকে ৩ গোল দিয়েছে ধরমরাজ রাভাননের প্রশিক্ষণাধীন দলটি। ফলে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামবে তারা। আবার বাংলাকে হারাতে পারলে শেষ আটে খেলার হাতছানি তামিলনাড়ুর সামনে।

আজ বাংলার সামনে তামিলনাড়ু

> কেরল শিলাপাথারের মাঠে খেলেছে। ওদের থেকেই জেনেছি আগের ম্যাচগুলো আমরা যেখানে খেলেছি ওই মাঠ তার থেকেও খারাপ।
>
> -সঞ্জয় সেন

আজ সুন্দরবনের সামনে হাওড়া-হুগলি

লড়াইয়ের ডাক রয়্যাল সিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : কোচ মেহতাব হোসেনকে ছাড়াই বেঙ্গল সুপার লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে খেলতে নামছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি।

বুধবার বেঙ্গল সুপার লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচে সুন্দরবন বেঙ্গলের প্রতিপক্ষ হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। এই ম্যাচে খেলতে নামার আগে চাপে সুন্দরবন। কয়েকদিন আগে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-র বিরুদ্ধে দল তুলে নেওয়ায় কোচ মেহতাবকে আপাতত সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিএসএলের লিগ কমিশনার প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, '২৯ জানুয়ারি মেহতাব হোসেনকে আইএফএ শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে ডাকা হয়েছে। তাই সেমিফাইনালের প্রথম লেগে তিনি ডাগআউটে থাকতে পারবেন না।'

মেহতাব না থাকায় সহকারী কোচ অসীম বিশ্বাসই দলের দায়িত্বে থাকবেন। প্রথম সেমিফাইনালের আগে তিনি বলেছেন, 'হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স দুরন্ত দল। তবে আমরাও তৈরি রয়েছি।' হাওড়া-হুগলির কোচ হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো বলেছেন, 'কলকাতা লিগকে বাদ দিলে বিএসএল খেলোয়াড়দের কাছে নিজেকে প্রমাণ করার একটা মঞ্চ। কঠিন সূচির মধ্যে সবাইকে খেলতে হয়েছে। এখান থেকে আরও ফুটবলার উঠে আসবে।'

এদিকে, অপর সেমিফাইনালে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি মুখোমুখি হবে নর্থ ২৪ পরগনার। লিগে ১৪ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকেই সেমিফাইনালে উঠেছে শাহিদ রামনের দল। সেমিফাইনালের প্রথম লেগ খেলতে নামার আগে দলের গোলকিপার কোচ সুদীপ সরকার বলেছেন, 'নর্থ ২৪ পরগনা দুরন্ত দল। তবে আমরাও তৈরি আছি। লড়াইটা মাঠে হবে।' পালটা নর্থ ২৪ পরগনার কোচ গৌতম ঘোষ বলেছেন, 'রয়্যাল সিটির মতো দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামাটা ভাগ্যের বিষয়। একটা ভালো ম্যাচ হতে চলেছে।' তবে চোট থাকায় রেজওয়ানকে পাচ্ছে না রয়্যাল সিটি।

এদিকে, বিএসএলের সিইও দেবাদিত্য দাস জানিয়েছেন, আগামী মরশুমে কলকাতা লিগ শেষ হওয়ার একমাসের মধ্যে বিএসএল শুরু করার ভাবনা রয়েছে। আগামীতে বেশ কয়েকটি জেলা দল নামার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে।

ভারত ম্যাচ বয়কট! নাটক জারি পাকিস্তানের

লাহোর ও ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথমে টি২০ বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি। আইসিসি-র ধমক খেয়ে আপাতত কিছুটা চুপচাপ। তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নাটক থামার লক্ষণ নেই। এবার শুধু ভারত ম্যাচ বয়কটের হুংকার।

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ বাতিল হওয়ার পর পাকিস্তান কী পদক্ষেপ করে, তাকিয়ে ছিল ক্রিকেট বিশ্ব। যদিও হুংকার ছেড়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে দিয়েছে। যা নিয়ে তোপের মুখে পড়েছে পিসিবি। অভিযোগ, বাংলাদেশকে উসকানি দিয়ে গর্তে ফেলে সরে পড়েছে তারা। মুখ বাঁচাতে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় পিসিবি-র যে ভাবনা নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটমহলেই বিরোধিতার সুর।

পাকিস্তানের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক মহম্মদ হাফিজ ভারত ম্যাচ বা বিশ্বকাপ বয়কটের কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না। বলেছেন, 'বাংলাদেশকে সমর্থন করছে পাকিস্তান। কিন্তু তার মানে এই নয় আমরা বিশ্বকাপে দল না পাঠিয়ে তিনি বিশ্বকাপে দলকে দেখতে চান।

এদিকে, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আইসিসি-র সবুজ সংকেত পাওয়া নিয়ে নয়া জটিলতা। দাবি, ৮০-৯০ জন বাংলাদেশি সাংবাদিক আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগই নাকি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সবাধিক কোটা ৪০। তার ওপর দল খেলছে না। যার প্রভাব পড়ছে। বিসিবি যা নিয়ে ফের আসরে। কেন বাংলাদেশি সাংবাদিকদের আবেদন খারিজ করা হচ্ছে, আইসিসি-র কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাবি করেছে। আইসিসি-র পালটা যুক্তি, বাংলাদেশ নিরাপত্তার কারণে খেলতে অস্বীকার করায় বাতিল হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে সেদেশের সাংবাদিকদের সফরসূচি, ম্যাচ নির্বাচনও বদলেছে। যা নিয়ে নতুন করে কাজ চলছে।

এদিকে, বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া স্কটল্যান্ড দলের তরফে মুস্তাফিজুর রহমান, লিটন দাসদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। হঠাৎ করে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ। খুশির মধ্যেও স্কটিশ ক্রিকেটারদের খারাপ লাগছে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের জন্য। স্কটল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের চিফ এগজিকিউটিভ টুডি লিন্ডব্লেড বলেছেন, 'কে না চায় বিশ্বকাপ খেলতে। আমরাও চাই। তবে এভাবে চাইনি। বাংলাদেশ দলের জন্য খারাপ লাগছে।'

তবে হঠাৎ পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর স্কটিশরা। তার মধ্যে কিছুটা খটকা দলের একাধিক পাকিস্তানজাত ক্রিকেটারের ঠিকঠাক সময়ে ভারতের ভিসা পাওয়া নিয়ে। ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক পাক-জাত ক্রিকেটারের ভিসা নিয়ে ডামাডোল হয়েছে। স্কটল্যান্ডের বিশ্বাস, সেই রকম সমস্যা পড়তে হবে না তাদের।

লিটনদের সমবেদনা স্কটল্যান্ডের

ভারত-ম্যাচ বয়কটের নাটক। সূত্রের খবর, একাধিক বিকল্প রাস্তা খোলা রেখেছে পাকিস্তান। এর মধ্যে রয়েছে ভারত ম্যাচ বয়কটও। সেক্ষেত্রে ওয়াক ওভার পেয়ে মাঠে না নেমেই ২ পয়েন্ট পেয়ে যাবে ভারত। ২ ফেব্রুয়ারি তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। বয়কট করলে আইসিসি-র শাস্তির আশঙ্কা। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপ-বয়কটের হুমকির পর পিসিবি-কে সতর্ক করে দেয় আইসিসি। আর্থিক সাহায্যও বন্ধ করা হবে। এরপরই সুর নরম। কিন্তু দলের মতো পিসিবি-ও 'আনপ্রেডিক্টেবল'।

ভারত, জয় শা-র আইসিসি-কে চাপে রাখার সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ তারা। আইসিসি-র এক শীর্ষ আধিকারিকের মতে, দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক ক্ষতি সামলানোর মতো পরিস্থিতি নেই পিসিবি-র। এদিকে 'বাংলাদেশের পাশে থাকার' বার্তা দিয়ে মুখরক্ষা দায় এড়ানো মুশকিল।

> কে না চায় বিশ্বকাপ খেলতে। আমরাও চাই। তবে এভাবে চাইনি। বাংলাদেশ দলের জন্য খারাপ লাগছে।
>
> -টুডি লিন্ডব্লেড
>
> স্কটল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের চিফ এগজিকিউটিভ

আইসিসি ও বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করব।' ইনজামাম উল হক পিসিবি-কে পরামর্শ দিয়েছেন সবদিক বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। বয়কট নয়, ব্যক্তিগতভাবে

ফের শেষবেলায় ওস্তাদি সোফির

গুজরাট জায়েন্টসের জয়ের কারিগর সোফি ডিভাইনকে ঘিরে উচ্ছ্বাস।

ভদোদরা, ২৭ জানুয়ারি : ডব্লিউপিএলে এবার প্রথম সাক্ষাৎকারে দিল্লি ক্যাপিটালসের নিশ্চিত জয় কেড়ে নিয়েছিলেন সোফি ডিভাইন। সেদিন শেষ ওভারে দিল্লির ৭ রান দরকার পরিস্থিতি থেকেও গুজরাট জায়েন্টসকে তিনি জয় এনে দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার শেষ ওভারে দিল্লির লাগত ৯ রান। ক্রিজে সেট হয়ে যাওয়া দুই ব্যাটার নিকি প্রসাদ (২৪ বলে ৪৭) ও স্নেহ রানা (১৫ বলে ২৯)। সহজ সমীকরণটা এদিনও দিল্লিকে মেলাতে দেননি কিউয়ি পেস অলরাউন্ডার। ২০তম ওভারে মাত্র ৫ রান খরচ করে সোফি (৩৭/৪) গুজরাটকে ৩ রানে জয় এনে দেন।

ম্যাচে যে শেষ ওভার পর্যন্ত উত্তেজনা বজায় ছিল তার অনেকটাই কৃতিত্ব নিকি-স্নেহর। সপ্তম উইকেটে তাদের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ১৪.৩ ওভারে ১০০/৬ স্কোরের থেকে লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছায় দিল্লি। শেষবেলায় সোফির ওস্তাদিতে তাদের থামতে হয় ৮ উইকেটে ১৭১ রানে। প্রথমে ব্যাটিং করে গুজরাট ৯ উইকেটে তুলেছিল ১৭৪ রান। শুরুতে বেথ মুনি (৪৬ বলে ৫৮) ও অনুষ্কা শর্মা (২৫ বলে ৩৯) দাপট দেখালেও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (৩১/৪) গুজরাটকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রেখেছিলেন।

মহিলা ক্রীড়ায় সেরা নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ভূপেন্দ্রনাথ, নীহারকণা ও মঞ্জশ্রী ঘোষ ট্রফি বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হল নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিক অ্যাকাডেমি। ৩৪৮ পেয়ে তারা দ্বিতীয় স্থানে থাকা তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পকে (১৫৯ পয়েন্ট) অনেকটাই পেছনে ফেলে দেয়। তৃতীয় স্থান পেয়েছে গ্রামীণ ইয়ুথ স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট (১০১ পয়েন্ট)। ফেয়ার প্লে ট্রফি তাদের দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বয়স বিভাগে ব্যক্তিগত সেরারা – নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিকের রিঙ্কি বর্মন (ওপেন), নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিকের নিকিতা বড়াই (অনূর্ধ্ব-১৮), বাণীমন্দিরের সিমরন সিং (অনূর্ধ্ব-১৬) ও তরাই অ্যাথলেটিকের তিথি মাহাতো (অনূর্ধ্ব-১৪)। বিভিন্ন বয়স বিভাগে সেরা দুই টিম যথাক্রমে - নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিক ও গ্রামীণ ইয়ুথ (ওপেন), নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিক ও তরাই অ্যাথলেটিক (অনূর্ধ্ব-১৮), নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিক ও শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (অনূর্ধ্ব-১৬) এবং নর্থবেঙ্গল অ্যাথলেটিক ও তরাই অ্যাথলেটিক (অনূর্ধ্ব-১৪)। মার্চ পাস্টে প্রথম জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল। দ্বিতীয় শ্রী শ্রী অ্যাকাডেমি। যুগ্মভাবে বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল ও রয়্যাল অ্যাকাডেমি তৃতীয় স্থানে থাকে। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জেলা মহিলা সংস্থার সচিব মিনতি সেন, কার্যনির্বাহী সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী, সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট পরিতোষ ভৌমিক, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুলের প্রিন্সিপাল নিবেদিতা চক্রবর্তী প্রমুখ। জেলা মহিলা সংস্থার তরফে অমল আচার্য জানিয়েছেন, এবারই প্রথম তাদের প্রতিযোগিতায় জেলার সব মহকুমার প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছে। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৪২১।

জেলা মহিলা অ্যাথলেটিক্সে সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

জিতল এফইউসি

জলপাইগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে মঙ্গলবার এফইউসি ঘরের মাঠে ১০ উইকেটে চূর্ণ করেছে এনবিআরসিসিসি-কে। প্রথমে এনবিআরসিসিসি ৯৮ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে এফইউসি কোনও উইকেট না খুইয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

ইসলামপুরে আজ শুরু খো খো

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পানু দত্ত মজুমদার ট্রফি আন্তঃ কলেজ খো খো বুধবার ইসলামপুর কলেজ মাঠে শুরু হবে। প্রথমদিন রয়েছে পুরুষ বিভাগের প্রতিযোগিতা। অংশ নেবে ১২টি কলেজ। পরদিন মহিলা বিভাগে নামছে ১৬টি কলেজ।

অম্বর রায় চ্যাম্পিয়ন অগ্রগামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল অগ্রগামী সংঘ। সোমবার ফাইনালে তারা ৯০ রানে হারিয়েছে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে অগ্রগামী ৪৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৪ রান তোলে। ফাইনালের সেরা রাজদীপ সরকার ১০০ রান করে। অরিত্র চট্টোপাধ্যায় ৬৬ রানে অপরাজিত থাকে। রোশন শা ৪৪ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে বাঘা যতীন ৪৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৪ রানে আটকে যায়। রোশনের অবদান ২৮ রান। দিব্যাংশ শর্মা ১৭ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে হুমন সরকারও (২০/২)। সেরা ব্যাটার অগ্রগামীর রাজদীপ। সেরা বোলার একই দলের দিব্যাংশ। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার বাঘা যতীনের ঋদ্ধিমান শিকদার।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ট্রফি নিচ্ছে অগ্রগামী সংঘ।